



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে ভারত আগে হিরেতুল্য ছিল, পতিত হওয়ার জন্য সে আজকে কাঙাল হয়ে গেছে। একে পুনরায় পবিত্র হিরে তুল্য বানাতে হবে, মিষ্টি দৈব-বৃক্ষের চারা রোপণ করতে হবে"

প্রশ্ন:- বাবার কোন কর্তব্যে বাচ্চাদেরকেও সহযোগী হতে হবে?

উওর:- সমগ্র বিশ্বে একটাই ডিটি (দৈব) গভর্নমেন্ট স্থাপন করা, অনেক ধর্মের বিনাশ করে একটাই সত্যধর্ম স্থাপন করা - এটাই হল বাবার কর্তব্য। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই কাজে সহযোগী হতে হবে। উঁচু পদ-প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এইরকম ভাবা উচিত নয় যে আমি তো স্বর্গে যাবই।

গীত:- তুমি হী হো মাতা, পিতা তুমি হী হো... (তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা)

ওম্ শান্তি। দুনিয়াতে মানুষ গায়ন করে - তুমি আমার মাতা-পিতা...। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল কার উদ্দেশ্যে গায়ন করে সেটাই জানে না। কেবল বলতে হয় তাই বলে। তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে এই মাতা-পিতা আসলে কে? ইনি হলেন পরমধামের নিবাসী। পরমধাম একটাই স্থান। সত্যযুগকে পরমধাম বলা যাবে না। সত্যযুগ তো এখানেই হবে। আমরা সকলেই পরমধামের নিবাসী। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা পরমধাম-নির্বাণধাম থেকে এই সাকারী দুনিয়ায় আসি। ওপরে কোথাও স্বর্গ নেই। তোমরাও পরমধাম থেকে আসো। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা শরীর ধারণ করে অভিনয় করছি। কতগুলো জন্ম নিয়েছি, কিভাবে অভিনয় করেছি - সেইসব তোমরা এখন জেনেছ। তিনি হলেন দূরদেশবাসী, এখন পরের দেশে এসেছেন। পরের দেশ কেন বলা হয় ? তোমরা তো ভারতেই আসো। কিন্তু তোমরা প্রথমে বাবার দ্বারা স্থাপিত স্বর্গে আসো এবং তারপর নরকে অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে চলে যাও। তখন অনেক ধর্ম, অনেক গভর্নমেন্ট হয়ে যায়। তারপর বাবা এসে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এখন তো অনেক গভর্নমেন্ট রয়েছে। বলা হয় সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাও। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? ৫ হাজার বছর আগে ভারতে একটাই গভর্নমেন্ট ছিল। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। আর কেউ সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে পারে না। সকল ধর্ম মিলেমিশে এক হয়ে যাবে না। স্বর্গে একটাই গভর্নমেন্ট ছিল। তাই বলা হয়, সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন, আমি অন্য সবকিছু বিনাশ করে একটাই আদি সনাতন ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। তোমরাও এইরকম বলছ যে আমরা সর্বশক্তিমান ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির ডাইরেকশন অনুসারে ভারতে একটাই ডিটি গভর্নমেন্টের রাজ্য স্থাপন করছি। ডিটি গভর্নমেন্ট ছাড়া আর কখনো একটাই গভর্নমেন্ট থাকে না। ৫ হাজার বছর আগে ভারতে অথবা সমগ্র বিশ্বে একটাই ডিটি গভর্নমেন্ট ছিল। এখন বাবা এসেছেন পুনরায় বিশ্বে সেই ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করতে। আমরা বাচ্চারা হলাম তাঁর সহযোগী। গীতাতে এই রহস্য রয়েছে। এটা হল রুদ্র গুণান যন্তু। নিরাকারকেই রুদ্র বলা হয়, কৃষ্ণকে বলা হয় না। রুদ্র নামটাই নিরাকারের। অনেকগুলো নাম শুনে মানুষ মনে করে- রুদ্র আর সোমনাথ আলাদা। সূত্রাং এখন পুনরায় একটাই ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন হচ্ছে। কেবল এটা ভেবেই খুশি হওয়া উচিত নয় যে আমি তো স্বর্গে যাবই। দেখো, নরকে মানুষ একটু উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কত কি করছে। একদিকে যেমন উঁচু পদ পাওয়া যায়, সেইরকম অনেক উপার্জনও করে। ভক্তের কাছে তো ভগবান একজনই হওয়া উচিত। নাহলে সে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে থাকবে। এই দুনিয়ায় তো সবাইকেই ভগবান বলে দেয়।

অনেককে অবতার বলে দেয়। বাবা বলছেন, আমি তো কেবল একবারই আসি। গায়ন করে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। এখন সমগ্র দুনিয়াই পতিত। তার মধ্যে ভারতই সবথেকে পতিত। ভারতই এখন কাঙাল হয়ে গেছে, ভারতই এক সময়ে হিরেতুল্য ছিল। তোমরা নুতন দুনিয়াতে রাজত্ব পাবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জন্ম-মরণের উর্ধ্বে, তাঁকেই ভগবান বলা যাবে। দুনিয়ার মানুষ তো বলে যে আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান, এখানে কেবল আনন্দ করার জন্য এসেছি। খুব আনন্দে থাকে। যেকোনো তাকাই সেখানেই তুমি আর তোমার লীলা। আমিই হলাম তুমি, তুমিই হলে আমি - এইরকম বলে আর নাচে। ওদের হাজার হাজার ফলোয়ার্স। বাবা বলছেন, ভক্তরা কেবল ভগবানের বন্দনাই করছে। ভক্তিমাৰ্গে ভাবের বশে পূজা করে। বাবা বলেন, আমি তাদের সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। কিন্তু ওরা আমার সাথে মিলিত হয় না। আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা। এমন নয় যে আমি ওদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিই। ভগবান তো একজনই। বাবা বলছেন, সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে অবলা হয়ে গেছে। এখন আমি পরমধাম থেকে এসেছি। আমি যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করছি, সেখানে আমি আসব না। অনেক মানুষই বলে, আমি তো নিষ্কাম সেবা করছি। কিন্তু সে না চাইলেও ফল তো তাকে ভোগ করতেই হবে। দান করলে তো অবশ্যই তার ফল পাওয়া যাবে, তাই না? অতীতে দান-পুণ্য করেছিলে বলে এখন তোমরা ধনী হয়েছ। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ। যত বেশি পুরুষার্থ করবে, ভবিষ্যতে তত উঁচু পদ মিলবে। ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য এখন তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখানো হচ্ছে। মানুষ পরের জন্মে সুখী থাকার জন্য ভালো কাজ করে। পরের জন্মে তখন বলবে যে এটা নিশ্চয়ই আগের জন্মের ফল। কিন্তু সত্য-ত্রৈতায়ুগে এইরকম বলবে না। ২১ জন্মের জন্য কর্মফল এইসময়েই তৈরি হচ্ছে। সপ্তমযুগের পুরুষার্থের প্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে কয়েক থাকে। সন্ন্যাসীরা কখনো এইরকম বলতে পারবে না যে আমি তোমাকে এমন প্রাপ্তি করাব যাতে তুমি ২১ জন্ম সুখী থাকবে। ভালো কিংবা খারাপ কর্মের ফল তো ভগবান দেন। মানুষ একটাই ভুল করে দিয়েছে। সেটা হল কল্পের আয়ুকে অনেক বড় করে দিয়েছে। কিন্তু অনেকেই আছে যারা বলে যে এই কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। তোমাদের কাছে মুসলমানরা এসেছিল। তারাও বলত যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর। নিশ্চয়ই এখান থেকেই শুনেছিল। সবাইকেই ছবি দেওয়া হয়। কিন্তু সবাই তো মানবে না। তোমরা জানো যে এটা হল রুদ্র গুণান যন্তু। এখান থেকেই বিনাশের অগ্নি নির্গত হবে। এখানে সহজ রাজযোগ শেখানো হয়। কৃষ্ণের আত্মা এখন অন্তিম জন্মে এখানে বসে শিবের (রুদ্র) কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। বাবা আলাদা আর ইনি (ব্রহ্মা) আলাদা। ব্রাহ্মণ থাওয়ানোর সময়েও তো আত্মাকে আহ্বান করা হয়, তাই না? তখন সেই আত্মা ব্রাহ্মণের শরীরে এসে কথা বলে। তীর্থতে গিয়েও বিশেষ ভাবে আহ্বান করে। কিন্তু মৃত্যুর পর তো অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। তারপরেও সেই আত্মা কিভাবে আসে? সে এসে বলে যে আমি খুব সুখে আছি, অমুক পরিবারে জন্ম নিয়েছি। এটা কিভাবে হয়? আত্মা কি ওই শরীর থেকে বেরিয়ে এখানে আসে? বাবা বোঝাচ্ছেন - আমি সবাইকে ভাবনার মূল্য দিই এবং তারাও খুশি হয়ে যায়। এটাও এই ড্রামার রহস্য। ড্রামা অনুসারে কথা বলতে থাকে। কেউ যদি কথা না বলে তাহলে সেটা ড্রামাতে নেই। বাবাকে স্মৃতিতে রাখলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকেই সত্য, রজো এবং তমো অবস্থায় আসতেই হবে। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে নুতন দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিই। আমি পুনরায় পরমধাম থেকে পুরাতন দুনিয়ায়, পুরাতন শরীরে এসেছি। ইনি (ব্রহ্মা) পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়ে গেছেন, এখন আবার পূজ্য হচ্ছেন। এই কথাটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তোমাদেরকেও ঐরকম বানাচ্ছি। এনারা হলেন ফার্স্ট নম্বর পুরুষাৰ্থী। তাই জন্যই এনাদেরকে মাতাশ্রী, পিতাশ্রী বলা। বাবাও বলছেন, তোমরা

সিংহাসনে বসার মতো পুরুষার্থ করো। এই জগৎ অম্বা-ই সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন। মাতা যখন আছেন, তাহলে তো পিতা এবং বাচ্চারাও থাকবে। তোমরা এখন সবাইকে রাস্তা দেখাচ্ছ। সত্যযুগে তোমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয়ে যায়। বাবা বলছেন, কেউ ঘরে থেকেও যদি পুরোপুরি যোগযুক্ত থাকে, তাহলে সেও এখানে যারা আছে তাদের থেকে উঁচু পদ পাবে।

অনেকেই আছে যাদের বন্ধন রয়েছে। রাত্রেও বাবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বোঝাচ্ছিল যে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে এইরকম অবলাদের ওপরে অত্যাচার না হয়। কিন্তু দুই-চার বার শুনলে তবেই তাদের এইরকম খেয়াল হবে। ভাগ্যে থাকলে, তবেই সে সম্মত হবে। এটা তো খুব জটিল জ্ঞান, তাই না? শিখ ধর্মাবলম্বীরাও যদি জানতে পারে যে তাহলে তারাও বুঝবে যে আসলে কে মানুষ থেকে দেবতা বানান। 'এক ঐক্যের সংগ্রাম' - এটা তো তাঁরই মহিমা। তিনিই হলেন অকাল মূর্তি। ব্রহ্মতত্ত্ব হল তাঁর তথ্য (নিবাসস্থান)। বলা হয় - সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এসো। বাবা বোঝাচ্ছেন, তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন। এমন নয় যে সকলের মনের কথা জানেন। ভগবানকে স্মরণ করে বলে যে সদগতি দাও। বাবা বলছেন, আমি ওয়ার্ল্ড অলমাইটি ডিটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। এইসব যত পার্টিশন হয়েছে, কিছুই আর থাকবে না। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদেরই চারা রোপণ করা হচ্ছে। কল্পবৃক্ষ তো অনেক বড়। তার মধ্যে সবথেকে মিষ্টি হল দেবী-দেবতারা। পুনরায় তাদের চারা রোপণ করতে হবে। অন্যান্য যেসব ধর্মাবলম্বীরা আসে তাদের ক্ষেত্রে কোনো চারা রোপণ করতে হয় না। আচ্ছা! আজকে সদগুরুবার। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হলে সাথে করে নিয়ে যাব। তারপর তুমি চাইলে মথমলের রানী হবে, চাইলে রেশমের রানী হবে। উত্তরাধিকার যদি নিতে চাও, আমার মত অনুসারে চলো। স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা!

বাপদাদা এবং মিষ্টি মাঙ্গার হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণ-ভালোবাসা এবং সেলাম-মালেকম্।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সঙ্গমযুগের পুরুষার্থের প্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে কয়েম থাকবে- এটা মনে রেখে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। জ্ঞান দানের দ্বারা নিজের প্রাপ্তি বানাতে হবে।

২) মিষ্টি দৈব-বৃক্ষের চারা রোপণ করা হচ্ছে। তাই খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে।

বরদান:- কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে সেবার নিমিত্ত হতে সক্ষম ভাগ্যবান হও

শরীরের হিসাব নিকাশ যেন কখনো প্রাপ্তি বা পুরুষার্থের পথে বাধা না হয়। শরীরকে কখনো সেবা থেকে বঞ্চিত কোরো না। ভাগ্যবান আত্মারা কর্মভোগের সময়েও কোনো না কোনো ভাবে সেবার নিমিত্ত হয়ে যায়। কর্মভোগ ছোট হোক বা বড়, সেটাকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কোরো না। সেটাকে বর্ণনা করার অর্থ সময় আর শক্তিকে অপচয় করা। যোগী জীবনের অর্থ হল কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে দেওয়া - এটাই হল ভাগ্যবান আত্মার লক্ষণ।

স্লোগান :- দৃষ্টিতে দয়া এবং শুভ ভাবনা থাকলে অভিমান কিংবা অপমানের দৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে যাবে

মাতেশ্বরীজী-র মধুর মহাবাক্য:-

আত্মা এবং পরমাত্মার অন্তর বা পার্থক্য:-

আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা ছিল। যখন দালাল রূপে সদগুরুকে পাওয়া গেল, তখনই তাদের মধ্যে সুন্দর মিলন হল...। আমরা যেহেতু এইরকম কথা বলি, তাই এটার অর্থ হল- আত্মা পরমাত্মার কাছ থেকে অনেকদিন আগে দূরে চলে গিয়েছিল। তাই এই কথাটা এটাই প্রমাণ করে যে আত্মা এবং পরমাত্মা ভিন্ন এবং এদের দুজনের মধ্যে অনেক আন্তরিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ এই কথাটির অর্থ অন্যরকম ভাবে ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে - আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা। কিন্তু আত্মার ওপরে মায়াবী আস্তরণ থাকার কারণে নিজের আসল স্বরূপকে ভুলে গেছে এবং যখন সেই মায়াবী আস্তরণ সরে যাবে তখন আত্মা পুনরায় পরমাত্মা হয়ে যাবে। ওরা এইরকম মনোভাব থেকে আত্মাকে পৃথক বলে থাকে। কিছু লোক আবার এটাও বলে আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাওয়ার জন্য দুঃখী হয়ে গেছি। যখন আত্মা পুনরায় নিজেকে চিনতে পারবে এবং শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন আত্মা এবং পরমাত্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। সুতরাং ওরা এইরকম মনোভাব থেকে আত্মাকে আলাদা বলে। কিন্তু আমরা তো জানি যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটো ভিন্ন জিনিস। আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না অথবা পরমাত্মার সাথে মিলেমিশে একাকার হতে পারে না আর পরমাত্মার ওপরেও কখনো আস্তরণ পড়তে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সেবায় বিঘ্ন তো অবশ্যই পড়বে। তোমাদের কষ্ট সহ্য করেও এই সেবায় তৎপর থাকতে হবে, দয়ালু হতে হবে"

প্রশ্ন:- শেষ জন্মের স্মৃতি যার থাকে তার প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে এই দুনিয়ায় আর জন্ম নিতে হবে না এবং না-ই অন্যকে জন্ম দিতে হবে। এই দুনিয়া হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, এর বুদ্ধি আর চাইনা। এই দুনিয়ার বিনাশ নিশ্চিত। আমরা এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে যাব। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে ।

গীত :- নতুন প্রজন্মের কুঁড়ি

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে হবে তোমাদের। এই কথাটি তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবারও বেহদের ভাবনা থাকে যে সকল মানুষকে তাদের মুক্তির পথ বলে দেওয়া। বাবা আসেন - বাচ্চাদের সার্ভিস করতে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। মানুষ বুঝতে পারেনা যে এখন দুঃখ আছে তো সুখেরও কোনো স্থান আছে। সে কথা জানে না। শান্ত্রে সুখের স্থানকেও দুঃখের স্থান বানিয়ে দিয়েছে। বাবা হলেন দয়ালু। মানুষ তো এই কথাও জানেনা যে আমরা দুঃখে আছি কারণ সুখের এবং সুখদাতার পরিচয় জানা নেই। এইসবও হল ডামার ভবিতব্য। সুখ কাকে বলে, দুঃখ কাকে বলে - সেসব জানা নেই। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলে যে তিনি সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। অর্থাৎ ওঁনার নামে কলঙ্ক লাগায়। ঈশ্বর, যাঁকে পিতা বলা হয় , তাঁর পরিচয় জানে না। বাবা বলেন যে আমি বাচ্চাদের কেবল সুখ প্রদান করি। তোমরা এখন জানো বাবা এসেছেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাব সুইট হোম অর্থাৎ পরমধাম। সেই সুইট হোমও হল পবিত্র। সেখানে কোনো পতিত আত্মা থাকেনা। সেই ঠিকানার কথা কেউ জানেনা। বলে অমুক পার নির্বাণ গেছে। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনা। বুদ্ধ পার নির্বাণ গেছেন তো নিশ্চয়ই সেখানকার নিবাসী ছিলেন। সেখানেই গেছেন। আচ্ছা, তিনি তো গেছেন বাকিরা সবাই কিভাবে যাবে ? সাথে কাউকে তো নিয়ে যান নি। বাস্তবে কেউ যায়না তাইজন্যে সবাই পতিত-পাবনকে স্মরণ করে। পাবন দুনিয়া অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া হল দুটি , এক মুক্তিধাম , দ্বিতীয় জীবনমুক্তিধাম। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরী। এটা হল রাবণ পুরী। পরমপিতা পরমাত্মাকে রাম-ও বলা হয়। রামরাজ্য বলা হয়, তো বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। মানুষকে তো পরমাত্মা রূপে সবাই বিশ্বাস করবেনা। অতএব তোমাদের দয়া অনুভব হয়। কষ্ট তো সহ্য করতে হয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মানুষকে দেবতা বানাতে এই জ্ঞানের যজ্ঞে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবেই। গীতার ভগবান কটু কথা শুনেছিলেন কিনা। কটু কথা ওঁনাকেও এবং তোমাদেরও শুনতে হয়। বলা হয় কিনা ইনি চতুর্থীর চন্দ্রমা দর্শন করেছিলেন হয়তো। এইসবই হল পুরাতন কাহিনী। দুনিয়ায় কত আবর্তনা আছে। মানুষ কি না খায়, পশু হত্যা করে, কি-কি করে ! বাবা এসে এইসব থেকে মুক্তি প্রদান করেন। দুনিয়ায় কত মারামারি আছে। তোমাদের জন্যে বাবা কত সহজ করে দেন। বাবা বলেন যে তোমরা শুধু আমায় স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে একটি কথাই বোঝাও। বাবা বলেন নিজের শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করো। তোমরা হলে বাস্তবে সেখানকার

বাসিন্দা। সন্ন্যাসীরাও সেখানকার পথ বলে দেন। যদি একজন নির্বাণ ধাম গেছেন তাহলে অন্যদের নিয়ে যাবেন কিভাবে ? তাদের কে নিয়ে যাবে ? ধরো , বুদ্ধ নির্বাণ ধাম গেছেন, ওনার বৌদ্ধি জন তো এখানে বসে আছে। তাদেরও ফেরত নিয়ে যাক তাইনা। গায়নও আছে যারা পয়গম্বর বা ধর্মাত্মা, সবার আত্মা এখানে আছে, অর্থাৎ কোনো না কোনো শরীরে আছে, তবুও মহিমা গাইতেই থাকে। আত্মা, ধর্ম স্থাপন করে তো গেছেন তারপরে কি হয়েছে ? মুক্তিতে যাওয়ার জন্যে মানুষ কত চেষ্টা করে। উনি তো এই জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি শেখান নি। বাবা বলেন আমি আসি সবার গতি-সদগতি করতে। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে আছে জীবনমুক্তি। একটিই ধর্ম সেখানে। বাকি সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা জানো বাবা হলেন বাগবান অর্থাৎ বাগানের মালিক, আমরা সবাই হলাম মালী। মাশ্বা বাবা এবং সব বাচ্চারা মালী রূপে বীজ বপন করতেই থাকে। চারা বের হলে মায়ার ঝড় আসে। অনেক প্রকারের ঝড় আসে। এ হল মায়ার বিদ্রোহ। ঝড় উঠলে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে - বাবা , এর জন্যে কি করা উচিত ? শ্রীমৎ প্রদান করেন বাবা। ঝড় তো আসবেই। নশ্বর ওয়ান হল দেহ-অভিমান। এই কথা বোঝে না যে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী, এই শরীর হল বিনাশী। আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। আত্মা-ই পুনর্জন্ম নেয়। ক্ষণে ক্ষণে এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করা হল আত্মার কাজ। এখন বাবা বলেন - তোমাদের এই হল শেষ জন্ম । এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় জন্ম নিতে হবেনা, না-ই কাউকে জন্ম দিতে হবে। তখন জিজ্ঞাসা করে তাহলে সৃষ্টির বৃদ্ধি হবে কিভাবে ? আরে, এই সময় সৃষ্টির বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। এইটি হল ব্রহ্মচারের বৃদ্ধি। এই নিয়ম রাবণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। দুনিয়াকে ব্রহ্মচারী করেছে রাবণ। শ্রেষ্ঠাচারী করেন রাম। এতেও তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমানে আসো। যদি দেহ-অভিমান না আসে তবে নিজেকে আত্মা ভাবো। সত্যযুগেও নিজেকে আত্মা তো ভাবে তাইনা। তাঁরা জানে এখন আমাদের এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে নতুন নেব। এখানে তো আত্মারও জ্ঞান নেই। নিজেকে দেহ ভেবে নিয়েছে, এই দুনিয়া থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তাদের হয় যারা দুঃখে থাকে। সেখানে তো থাকে সদা-ই সুখ । যদিও আত্মার জ্ঞান সেখানে থাকে। এক শরীর ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে তাই দুঃখ হয়না। সেইটি হল সুখের প্রালঙ্কার। এখানেও আত্মা শব্দটি বলা হয় , যদিও অনেকে আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। আত্মা আছে, সেই জ্ঞান তো আছে তাইনা। কিন্তু এই কথা জানেনা যে আমরা এই পার্ট থেকে ফিরে যেতে পারিনা। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ অবশ্যই করতে হয় । পুনর্জন্মে তো সবাই বিশ্বাস করবে তাইনা। কর্ম ভোগ তো সবাইকে ভোগ করতে হয় তাইনা। মায়ার রাজ্যে কর্ম, বিকর্ম হয়, তাই কর্ম ভোগ আছে। সেখানে এমন কর্ম নেই, যে দন্ড ভোগ করতে হয়।

এখন তোমরা বুঝেছ যে ফিরে যেতে হবে। বিনাশ তো হবেই। বোমা ইত্যাদির ট্রায়াল তো চলছে। রেগে গিয়ে কোনো সময় বর্ষণ করে দেবে। এ হল পাওয়ার ফুল বোমা। গায়নও আছে ইউরোপবাসী যাদব। যদিও আমরা সব ধর্মের মানুষদের ইউরোপবাসী বলব। ভারত হল একদিকে। বাকি তাদের সবাইকে এক করে দেওয়া হয়েছে। নিজের দেশ খণ্ডের প্রতি সবার ভালোবাসা তো থাকে। কিন্তু এমনই ভবিষ্যৎ তো কি করা যাবে ? সম্পূর্ণ শক্তি তোমাদের বাবা দিচ্ছেন। যোগ বলের দ্বারা তোমরা রাজস্ব নিষ্ক। তোমাদের কোনো কষ্ট দেওয়া হয়না। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, দেহ অভিমান ত্যাগ করো। তারা বলে আমি রাম-কে স্মরণ করি, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, তারা নিজেদের আত্মা ভাবে নাকি। যদি আত্মা ভাবে তাহলে আত্মার পিতাকে স্মরণ কেন করে না ? বাবা বলেন আমি হলাম পরম পিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো। তোমরা জীব আত্মাদের কেন স্মরণ

করছ ? তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করি। বাবা আদেশ করেছেন - স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বর্ষাও বুদ্ধিতে থাকবে। পিতা ও সম্পত্তি অর্থাৎ মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। এর জন্যে ঘুরে ঘুরে কত ধাক্কা খায় । যজ্ঞ, জপ, তপ ইত্যাদি করতে থাকে। পোপের কাছেও আশীর্বাদ নিতে যায়, এখানে বাবা শুধু বলেন যে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই নাটক পুরো হয়েছে, আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন ফিরতে হবে। কত সহজ করে বোঝান। গৃহস্থ থেকে বুদ্ধিতে এই কথাটি রাখো। যেমন নাটক পুরো হলে বোঝা যায় আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। এখন সীন শেষ হবে। অ্যাক্টস -রা বুঝতে পারে আমরা এই বস্ত্র ত্যাগ করে ঘরে ফিরব। এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে এমন কথা বলা উচিত। কত সময় আমরা দুঃখের পাঁট করেছি, সেসব জানা আছে। এখন বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো, দুনিয়ায় কি কি হচ্ছে, সেসব কিছু ভুলে যাও - এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, এখন ফিরে যেতে হবে। তারা ভাবে যে কলিযুগ এখনও ৪০ (চল্লিশ) হাজার বছর চলবে । একেই বলে ঘোর অন্ধকার। পিতার পরিচয় নেই। জ্ঞান মানেই পিতার পরিচয়, অজ্ঞান মানে পিতৃ পরিচয় হীন। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন তোমরা আছে ঘোর আলোয় - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এখন রাত পূর্ণ হবে, সেসময় আমরা ফিরে যাই। আজ ব্রহ্মার রাত, কাল হবে ব্রহ্মার দিন, পরিবর্তন হতে একটু সময় তো লাগবে, তাই না ! তোমরা জানো এখন আমরা মৃত্যুলোকে আছি, কাল অমরলোকে থাকব। প্রথমে তো ফিরে যেতে হবে। এমনভাবেই ৮৪ জন্মের চক্র পরিচর্যা করে। এই পরিচর্যা থামেনা। বাবা বলেন তোমরা কত বার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছ? বাম্বারা বলে যে অনেক বার । তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র পুরো হয়, তখন সবার পুরো হবে। একেই বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন জ্ঞান সাগর, পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো পতিত-পাবন কাকে বলা হয় ? ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয় তাহলে তোমরা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম কেন বল ? আত্মাদের পিতা তো হলেন নিরাকার, বোঝানোর জন্যে মুক্তি চাই।

দিন প্রতিদিন তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে কারণ গুহ্য জ্ঞান প্রাপ্ত কর। বোঝানোর জন্যে শুধু অক্ষ - কেই নাও । অক্ষ-কে ভুলেই তো অনাথ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে। একের দ্বারা, একমাত্র পিতাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সুখী হয়ে যাও। এ হল জ্ঞান, ওটা হল অজ্ঞান, যারা বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। আরে, তিনি তো হলেন পিতা। বাবা বলেন তোমাদের মধ্যে ভূত রয়েছে সর্বব্যাপী। ৫ বিকার রূপী রাবণ হল সর্বব্যাপী। এই কথা বোঝাতে হয়। আমরা ঈশ্বরের কোলে আছি - এই কথাতে খুব নেশা হওয়া উচিত। তারপরে ভবিষ্যতে দেবতার কোলে যাব। সেখানে তো সর্বদা সুখ বিদ্যমান থাকে। শিববাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে তবেই রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। এইসব খুব ভালো বোঝার বিষয় । শিববাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। সেখানে আমরা অশরীরী দেহ হীন ছিলাম। বাবা হলেন সর্বদা অশরীরী, বাবা কখনও শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করে পুনর্জন্মে আসেন না। বাবা একবার রিইনকারনেট করেন। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপরে তাকে আপন করেন এবং নামও রাখতে হয় তাইনা। ব্রহ্মা না থাকলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবেন ? অতএব ইনি হলেন সে-ই যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, গৌর বর্ণের ছিলেন পরে শ্যাম বর্ণ হয়েছেন, সুন্দর থেকে শ্যাম, শ্যাম থেকে সুন্দর হন। ভারতের নামও আমরা শ্যাম সুন্দর রাখতে পারি। ভারতকেই শ্যাম, ভারতকেই গোল্ডেন এজ, সুন্দর বলা হয়। ভারত কাম চিতায় বসে কালো হয়, ভারত জ্ঞান চিতায়

বসে ফর্সা হয়। ভারত থেকে বুদ্ধি প্রয়োগ হয়। ভারতবাসী আবার অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। ইউরোপিয়ান ও ইন্ডিয়ানে কোনো তফাৎ দেখা যায় না, সেখানে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তাদের সন্তানরাও তাদের মতন দেখতে হয়। আফ্রিকায় গিয়েও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এখন বাবা চক্রকে বোঝার জন্যে বিশালবুদ্ধি প্রদান করেন। এই কথাও লেখা আছে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। যাদব ও কৌরব প্রীতি রাখেনি। যারা প্রীতি রেখেছে তাদের বিজয় হয়েছে। বিপরীত বুদ্ধি বলা হয় শত্রুকে। বাবা বলেন এইসময় সবাই হল একে অপরের শত্রু। বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে কুকথা বলে বা জনম মরণহীন বলে দেয়, তাঁর কোনো নাম রূপ নেয়। ও গড ফাদারও বলে, সাক্ষাৎকারও হয় আল্লা ও পরমাত্মার। আল্লা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ থাকেনা। বাকি নশ্বর অনুযায়ী শক্তিতে কম বেশি হয়েই থাকে। মানুষ যদিও মানুষ, কিন্তু তাতেও পদ মর্যাদা তো থাকেই। বুদ্ধির তফাৎ হয়। জ্ঞান সাগর তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন তাই ওঁনাকে স্মরণ কর , শেষের দিকে তোমাদের ঐ অবস্থা হবে।

অমৃতবেলায় স্মরণ করে সুখ অনুভব করো, শুয়ে থাকো কিন্তু ঘুম যেন না আসে। নিজের দৃঢ় চেষ্টায় বসা উচিত। পরিশ্রম আছে। বৈদ্য গণ ঔষধ দেন অমৃতবেলার জন্যে। এইটিও হল ওষুধ। রচয়িতা পিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে পড়ান - এই কথা সবাইকে বোঝাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা ঈশ্বরের কোলে স্থান পেয়েছি তারপরে দেবতাদের কোলে যাব এই রুহানী নেশায় থাকতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে।

২) অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞান সাগরের জ্ঞান মনন করতে হবে। একের অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আল্লা নিশ্চয় করতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি আল্লার সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেও সব প্রশ্নের থেকে উদ্বেগ থাকতে পারা সদা প্রসন্ন চিত্ত ভব

ব্যাখা: প্রতিটি আল্লার সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেও কখনও চিত্তে এই প্রশ্ন যেন উৎপন্ন না হয় যে এই আল্লা এমন কেন করে বা এমন কেন বলে, এই কথাটি এমন নয়, অমন হওয়া উচিত। যে এই সব রকমের প্রশ্নের উদ্বেগ থাকে সে-ই সদা প্রসন্ন চিত্ত থাকে। কিন্তু যে এইসব প্রশ্নের কু (প্রশ্নের সারি)তে চলে যায়, তারপর তার পিছনে আরো কিছু রচিত হতে থাকে সে সবার পালনাও করতে হয়। সময় ও এনার্জিও দিতে হয়, তাই ব্যর্থ রচনার ব্যর্থ কন্ট্রোল করো।

স্লোগান - নিজের নয়নে বিন্দু রূপ বাবাকে সমায়িত করে নাও তাহলে অন্য কেউ আর সমায়িত হতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবা-ই হলেন ব্লিসফুল, যিনি সকলকে ব্লেসিংস (আশীর্বাদ) দেন, বাবাকেই দুঃখহরণকারী, সুখদাতা বলা হয়। তিনি ছাড়া আর কেউই দুঃখ হরণ করতে পারে না"

প্রশ্ন :- ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞান মার্গ দুই-য়েই অ্যাডপ্ট হওয়ার রীতি আছে, কিন্তু দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর :- ভক্তিমার্গে যখন কারও কাছে অ্যাডপ্ট হয় তখন গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ থাকে, সন্ন্যাসীও অ্যাডাপ্ট হলে নিজেকে ফলোয়ার বলবে। কিন্তু জ্ঞানমার্গে তোমরা ফলোয়ার বা শিষ্য নও, তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো। বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ আশীর্বাদে অধিকারী হওয়া।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। এ হলো পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মহিমা। বলাও হয়, শিবায় নমঃ। রুদ্রায় নমঃ বা সোমনাথ নমঃ বলা হয় না। শিবায় নমঃ বলা হয় আর ঐনার অনেক স্তুতিও করা হয়। এখন শিবায় নমঃ হলেন বাবা। গড ফাদারের নাম হল শিব। তিনি হলেন নিরাকার। একথা কে বলে - "ও গড ফাদার" ! আত্মা বলে। শুধু "ও ফাদার" বললে তো শারীরিক পিতা হয়ে যায়। এ হলো বোঝার মতো বিষয়। দেবতাদের পারশবুদ্ধি বলা হয়। দেবতারা তো বিশ্বের মালিক ছিল। এখন কোনো মালিক নেই। এখন ভারতে কোনো ধনী বা মালিক নেই। রাজাকেও পিতা বা অল্পদাতা বলা হয়। এখন তো রাজারা নেই। তাহলে শিবায় নমঃ কে বলেছে? কেমন করে জানা যাবে যে ইনি পিতা? ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো অনেক আছে। তারা হলো শিবের পৌত্র-পৌত্রী। ব্রহ্মার দ্বারা তাদেরকে অ্যাডপ্ট করা হয়। সবাই বলে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। আত্মা, ব্রহ্মা কার সন্তান? শিবের। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর তিনজনেই হলো শিবের সন্তান। শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ ভগবান, নিরাকারী লোকের নিবাসী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী। আত্মা, মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কীভাবে হয়েছে? তিনি তখন বলেন যে ব্রহ্মার সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে ঐনাকে প্রজাপিতা বানাই। আমাকে ঐনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়, যাঁকে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। অ্যাডপ্ট করার পর নাম বদল হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরাম নাম বদল করে। প্রথমে গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নেয় তারপর সংস্কার অনুযায়ী শৈশব থেকেই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, তখন বৈরাগ্য আসে। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে অ্যাডপ্ট হয়, বলে ইনি হলেন আমার গুরু। কিন্তু তাকে বাবা বলে না। গুরুর শিষ্য বা ফলোয়ার হয়ে যায়। গুরু শিষ্যকে এডাপ্ট করে, বলে যে তোমরা হলে আমার শিষ্য বা ফলোয়ার। কিন্তু এই বাবা বলেন তোমরা হলে আমার বাচ্চা। তোমরা বাচ্চারা ভক্তিমার্গ থেকেই ডেকে চলেছে, কারণ এখানে দুঃখ অনেক, গ্রাহি-গ্রাহি রব উঠছে। পতিত-পাবন বাবা তো একজনই। নিরাকার শিবকে আত্মারা নমণ করে। তিনি তো বাবা-ই। 'তুমিই মাতা-পিতা'- এ গড ফাদারের জন্যই গাওয়া হয়। ফাদার থাকলে মাদারও অবশ্যই হওয়া উচিত। মাতা-পিতা ছাড়া রচনা হয় না। বাবাকে বাচ্চাদের কাছে আসতেই হয়। এই সৃষ্টি-চক্র কীভাবে রীপিট হয়, এর আদি-মধ্য-অন্তকে জানা, একেই বলে ত্রিকালদর্শী হওয়া। এতো সব কোটি কোটি অ্যাক্টর আছে, প্রত্যেকের পার্ট আলাদা। এ হলো বেহদের ড্রামা। বাবা বলেন আমি হলাম ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর (মুখ্য অভিনেতা)। অ্যাক্ট (অভিনয়) করছি তাই না ! আমি আত্মাকে সুপ্রীম বলা হয়। আত্মা ও

পরমাত্মার রূপ একই। বাস্তবে আত্মা হলো বিন্দু। ব্রহ্মকূটির মধ্যভাগে তারা-রূপী আত্মা থাকে তাই না ! একদম সূক্ষ্ম। তাকে (এই চর্ম চক্ষু দিয়ে) দেখতে পারবে না। আত্মারাও সূক্ষ্ম আর আত্মাদের বাবাও সূক্ষ্ম। বাবা বোঝান যে তোমরা আত্মারা হলে বিন্দু সমান। কিন্তু আমি হলাম সুপ্রীম, ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর। জ্ঞানের সাগর। আমার মধ্যেই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। আমি হলাম নলেজফুল, সুখদাতা, সকলকে আশীর্বাদ করি। সবাইকে সঙ্গতিতে নিয়ে যাই। এক বাবাই হলেন দুঃখহরণকারী, সুখদাতা। সত্যযুগে কেউ দুঃখী হয় না। সেটা হল লক্ষ্মী-নারায়ণের-ই রাজ্য ।

বাবা বোঝান যে আমি এই সৃষ্টি-রূপী ঝাড়ের বীজরূপ। ধরো, আম গাছ রয়েছে, বীজ হল জড়, সে তো বলতে পারবে না। যদি চৈতন্য হতো তাহলে বলতো যে আমার বীজ থেকে এমন ডাল-পালা, পাতা ইত্যাদি বেরোয়। এখন এ হলো চৈতন্য, একে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের (ঝাড়ের) বীজ হলো পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন আমি এসেই এর নলেজ দিই। বাচ্চাদের সদাকালের জন্য সুখী বানাই। দুঃখী করে মায়া। ভক্তিমার্গকে পূর্ণ হতে হবে। ড্রামাকে অবশ্যই ঘুরতে হবে। এ হলো বেহদ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি । চক্র ঘুরতেই থাকে। কলিযুগ বদলে আবার সত্যযুগ হয়। সৃষ্টি একই থাকে। গড ফাদার ইজ ওয়ান। ওঁনার কোনো বাবা নেই। তিনি টিচারও, আমাদের পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। মানুষ তো মাতা-পিতাকে জানে না। তোমরা তো জানো যে নিরাকারী শিববাবার আমরা হলাম নিরাকারী বাচ্চা। আবার সাকারী ব্রহ্মার-ও বাচ্চা। নিরাকার বাচ্চার হলা সব ভাই-ভাই আর ব্রহ্মার বাচ্চার হলা ভাই-বোন। এ হলো পবিত্র থাকার যুক্তি। ভাই-বোন বিকারে কেমন করে যাবে। বিকারেরই তো আগুন লাগে তাই না। কাম-অগ্নি বলা হয়, এর থেকে বাঁচার উপায় বাবা বলে দেন। এক তো প্রাপ্তি অনেক উঁচু। যদি আমরা বাবার শ্রীমতে চলি তাহলে বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্ষা পাবো। স্মরণের দ্বারাই এভারহেল্ডী(সদাসুস্থ) হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ বিখ্যাত। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে শরীর ছাড়লে আমার কাছে চলে আসবে। এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এ হলো সেই মহাভারত লড়াই। যারা বাবার হয়ে গেছে তাদেরই বিজয় হবে। এ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ভগবান রাজযোগ শেখান, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। তারপর আবার মায়া রাবণ নরকের মালিক বানায়। এ যেন অভিশাপ পাওয়া।

বাবা বলেন যে প্রিয় বাচ্চারা, আমার মতেই তোমরা স্বর্গবাসী ভব। আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন রাবণ বলে - হে ঈশ্বরের বাচ্চারা, নরকবাসী ভব। নরকের পর আবার স্বর্গ অবশ্যই আসবে। এ হলো নরক তাই না। মারামারি লেগেই আছে। সত্যযুগে লড়াই-ঝগড়া হয় না। ভারত স্বর্গ ছিল, আর কোনো রাজ্য ছিল না। এখন ভারত নরক, অনেক ধর্ম রয়েছে। গায়ন আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা করার জন্য আমাকে আসতে হয়। আমি একবার-ই অবতার-রূপ নিই। আমাকে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। আসেই তখন, যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশকালে। তার জন্যে লড়াই-ও চাই।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী এসেছিলে, ৮৪ পার্ট পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমি তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। হিসাব তো আছে তাই না। ৫ হাজার বছরে দেবতার ৮৪ জন্ম নেয়। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। এখন বাবা বলেন,

আমাকে স্মরণ কর আর আশীর্বাদী বর্ষা নাও। সৃষ্টির চক্র যেন বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে। আমরা হলাম অভিনেতা তাই না। অ্যাক্টর হয়ে যদি ডামার ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে না জানে তাহলে তারা হলো নির্বোধ। এতে ভারত কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাবা এসে আবার সলভেন্ট(মালামাল/ উল্লতির শিখর) বানায়। বাবা বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গে ছিলে তোমাদের আবার ৮৪ জন্ম নিতে হবে। এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এই শেষ জন্ম বাকী আছে। ভগবানুবাচ, ভগবান তো সবার এক। কৃষ্ণকে আর সব ধর্মাবলম্বীরা ভগবান মানবে না। নিরাকারকেই মানবে। তিনি সব আত্মাদের পিতা। তিনি বলেন, আমি অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এঁনার শরীরে প্রবেশ করি। যখন রাজ্য স্থাপন হয়ে যাবে তখন বিনাশ শুরু হবে আর আমি চলে যাবো। এ হলো বড় ভারী যজ্ঞ। আর যে সব যজ্ঞ ইত্যাদি আছে, এর মধ্যে স্বাহা হয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার নোংরা এর মধ্যে(যজ্ঞ) পড়ে যায়। আর কোনো যজ্ঞ রচনা করা হয় না। ভক্তিমার্গ শেষ হয়ে যায়। সত্যযুগ-ত্রৈতার পর আবার ভক্তি শুরু হয়। এখন ভক্তি পূর্ণ হয়েছে। তাই এই সব মহিমা হলো শিববাবার। তাঁকেই এতো নাম দেওয়া হয়, জানে তো না কিছুই। তিনি তো শিব তাঁকে আবার রুদ্র, সোমনাথ, বাবুরীনাথও বলে। একের, অনেক নাম দেওয়া হয়। যেমন যেমন সার্ভিস করেন তেমনি নাম দেওয়া হয়। তোমাদের তিনি সোমরস পান করছেন। তোমরা মাতারা স্বর্গের দ্বার খোলার নিমিত্ত হয়েছে বন্দনা পবিত্রদের-ই করা হয়। অপবিত্ররা পবিত্রদের বন্দনা করে। কন্যাদের সামনে সবাই মাথা নত করে। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এ ভারতের উদ্ধার করছে। পবিত্র হয়ে বাবার থেকে পবিত্র দুনিয়ার বর্ষা(আশীর্বাদ) নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হতে হবে, এতে পরিশ্রম আছে। কাম মহাশত্রু। কাম ছাড়া যখন থাকতে পারে না, তখন মারধোর করতে থাকে। রুদ্র যজ্ঞে অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। মার খেয়ে খেয়ে তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়, তখন বিনাশ হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা আছে, কখনো দেখিনি, তারাও লেখে যে বাবা আমরা তোমাকে জানি। তোমার থেকে আশীর্বাদ নেওয়ারও জন্য অবশ্যই পবিত্র হব। বাবা বোঝান যে শাস্ত্র পড়া, তীর্থ ইত্যাদি করা - এসব ভক্তিমার্গের শারীরিক যাত্রা তো করেই চলেছে, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই আমার সাথে যোগ লাগাও। আর সব সঙ্গ ছেড়ে এক আমার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো, তবেই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো, আর আবার স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। ওটা হলো শান্তিধাম। ওখানে আত্মারা কিছু বলে না। সত্যযুগ হলো সুখধাম, এ হলো দুঃখধাম। এখন এই দুঃখধামে থেকেই শান্তিধাম-সুখধাম-কে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তোমরা আবার স্বর্গে আসতে পারবে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। বর্ণ ঘুরতেই থাকে। প্রথমে ব্রাহ্মণদের শিখা(টিকি, চোটি), পরে দেবতা বর্ণ, ঋত্রিয় বর্ণ বাজেলী (ডিগবাজী খাওয়া) খেলে তাই না। এখন আমরা আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। একথা জেনে গেলেই চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদ চাই। তাহলে অবশ্যই বাবার মতে চলতে হবে। তোমরা বোঝাও যে নিরাকার পরম আত্মা এসে এই সাকার শরীরে প্রবেশ করেছে। আমরা আত্মারা যখন নিরাকারী তখন ওখানে(শান্তিধাম) থাকি। এই সূর্য-চন্দ্র হলো আলোর বাতি। আর একে বেহদের দিন আর রাত বলে। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো দিন, দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাত। বাবা এসে সঙ্গতির মার্গ বলেন। কত ভালো করে বোঝানো হয়। সত্যযুগে হয় সুখ, তারপর একটু একটু করে কমতে থাকে। সত্যযুগে ১৬ কলা, ত্রৈতায় ১৪ কলা..... এসব বোঝার মতো বিষয়। ওখানে কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। কাল্লা, লড়াই-ঝগড়া করার ব্যাপার নেই, সব কিছুর আধার হলো পড়া। পড়েই মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। ভগবান পড়ান ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য। ওই পড়া হলো কড়িতুল্য, এ হলো হীরেতুল্য। শুধু এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে। এ হোল সহজ থেকে সহজতম রাজযোগ।

ব্যারিস্টারি ইত্যাদি পড়া - এসব এতো সহজ নয়। এখানে তো শুধু বাবা আর চক্রকে স্মরণ করলেই চক্রবর্তী রাজা হওয়া যাবে। বাবাকে না জানা মানে কিছুই না জানা। বাবা নিজে বিশ্বের মালিক হন না, বাচ্চাদের বানান। শিববাবা বলেন, ইনি(ব্রহ্মা) মহারাজা হবেন, আমি হবো না। আমি নির্বাণধামে থেকে যাই, বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাই। সত্যি সত্যি নিষ্কাম সেবা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই করতে পারেন, মানুষ করতে পারে না। ঈশ্বরকে পেয়েই সারা বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। দেবতারাই বিশ্বের মালিক ছিল তাই না। এখন তো কত ভাগ হয়ে গেছে। এখন আবার বাবা বলেন যে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই। স্বর্গে তোমরাই ছিলে। ভারত বিশ্বের মালিক ছিল, এখন কাঙ্গাল। আবার সেই মাতাদের দ্বারা ভারতকে বিশ্বের মালিক করি। মেজরিটি(বেশী) মাতারাই আছে সেইজন্য 'বন্দে মাতরম্' বলা হয়। সময় কম, শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই। মরতে তো সবাইকে হবে। সবার-ই বাণপ্রস্থ অবস্থা, সকলকে ফিরে যেতে হবে। এসব ভগবান পড়ান। জ্ঞানদাতা, শান্তিদাতা, সুখদাতা তাঁকেই বলা হয়। তিনিই আবার এমন সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, পবিত্র বানান। আচ্ছা,

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পড়া হীরেতুল্য বানায় তাই একে ভালো করে পড়তে হবে আর অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে এক বাবার সাথেই সম্বন্ধ জুড়তে হবে।

২) শ্রীমতে চলে স্বর্গের পুরো আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। চলতে ফিরতে স্বদর্শন-চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদান :- শ্রীমত অনুসারে জী হজুর(আপ্তে বাবা) করে, হজুরকে (বাবা) হাজির অনুভব করে সর্বপ্রাপ্তিসম্পন্ন ভব

ব্যখ্যা:- যারা প্রতি কথায় বাবার শ্রীমত অনুসারে "আপ্তে বাবা" ('জী হজুর - জী হজুর') করে অর্থাৎ বাচ্চাদের জী হজুর করা আর বাচ্চাদের সামনে বাবার হাজির হয়ে যাওয়া। যখন হজুর(মালিক) হাজির হয়ে গেছে তখন আর কোনো কিছুই অভাব থাকে না। সদা সম্পন্ন হয়ে যাবে। দাতা ও ভাগ্য-বিধাতা উভয় প্রকারের প্রাপ্তির-ই ভাগ্য-নক্ষত্র কপালে জ্বল-জ্বল করবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম বর্ষার(প্রাপ্তি) অধিকারী হয়ে থাকো, তাহলে অধীনতা(পরাদীনতা) আসতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ জন্ম -অবতরিত জন্ম

বাপদাদা আওয়াজে আসেন সবাইকে আওয়াজের উর্ধ্বস্থিতিতে নিয়ে যেতে, ব্যক্ত দেশে ব্যক্ত শরীরে প্রবিষ্ট হন তোমাদের অব্যক্ত বানাতে । সদা অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হয়ে নিজেদের সূক্ষ্ম ফরিস্তা মনে করে ব্যক্ত দেহে অবতরিত হও তোমরা ? সবাই তোমরা অবতরিত হওয়া অবতার । এই স্মৃতিতে সর্বকর্ম করতে করতে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা কর্মাতীত অবতার হয়ে যাও । অবতার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম করার জন্য যে উপর থেকে নিচে নেমে আসে । তোমরাও সবাই তোমাদের উঁচু স্থিতিসহ উপর থেকে, দেহের আধার নিয়ে সেবার জন্য কর্ম করতে পুরানো দেহে, পুরানো দুনিয়ায় নিচে আসো । কিন্তু তোমাদের স্থিতি উপরে থাকে, এই কারণে তোমরা অবতার । অবতার সদা পরমাত্ম-বার্তা নিয়ে আসে । তোমরা সব সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মারাও পরমাত্ম-বার্তা দেওয়ার জন্য, সকলকে পরমাত্ম-মিলনে সমর্থ করে তুলতে অবতরিত হয়েছ । সেই দেহ এখন তোমাদের নয়, দেহও তোমরা বাবাকে দিয়ে দিয়েছ । তোমরা বলেছিলে, সবকিছু তোমার, অর্থাৎ কিছুই আমার নয় । সেবার্থে বাবা তোমাদের এই দেহ লোনে দিয়েছেন । লোনে নেওয়া কোনও বস্তুর ওপর আমিত্বের অধিকার থাকতে পারে না । দেহই যখন তোমার নয়, তখন দেহভাব কিভাবে হতে পারে ? আত্মাও বাবার হয়ে গেছে, দেহও বাবার হয়ে গেছে, তাহলে আমি আর আমার কোথা থেকে এলো ! আমিত্ব বোধ এখন শুধু এক বেহদের - আমি বাবার এবং যেমন বাবা তেমন আমি মাস্টার । সুতরাং, এটাই বেহদের আমিত্ব ভাব । হদের আমিত্ব ভাব বিঘ্ন উৎপত্তি করে । বেহদের আমিত্ব ভাব নির্বিঘ্ন, বিঘ্ন বিনাশক বানায় । একইভাবে, হদের আমিত্ব বোধ তোমাদের আমার আমার ঘূর্ণবর্তে নিয়ে আসে, সেখানে বেহদের আমিত্ব ভাব অনেক জন্মচক্র থেকে তোমাদের রেহাই দেয় ।

বেহদের আমিত্ব ভাব - আমার বাবা । সুতরাং হদ তো ছেড়েই গেল, তাই না ! অবতার হয়ে দেহের আধার নিয়ে সেবার জন্য কর্ম করতে এসো । বাবা তোমাদের লোন দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি সেবার জন্য আমানত গচ্ছিত রেখেছেন । অন্য কোনও ব্যর্থ কার্যে এটা লাগাতে পারো না । নয়তো, গচ্ছিত আমানতের প্রতি অসদাচরণের খাতা অর্থাৎ হিসেব তৈরি হয়ে যায় । অবতার ব্যর্থের খাতা বানায় না । অবতার আসে, বার্তা দেয় আর চলে যায় । তোমরাও সবাই এই ব্রাহ্মণ জীবন নিয়েছ সেবার জন্যে এবং বার্তা দিতে । ব্রাহ্মণ জন্ম তোমাদের অবতরিত হওয়ার জন্ম, কোনো সাধারণ জন্ম নয় । সুতরাং সদাসর্বদা নিজেকে অবতরিত হওয়া বিশ্ব কল্যাণকারী, সদা শ্রেষ্ঠ অবতরিত আত্মা, এই নিশ্চয় আর নেশা বজায় রাখো । টেম্পোরারি সময়ের জন্য এসেছ আর তারপরে চলে যেতে হবে । এখন যেতে হবে, এটা সদা মনে থাকে তোমাদের ? তোমরা অবতার, এসেছো, আর এখন ফিরে যেতে হবে । এই স্মৃতি উপরাম আর অপরমঅপার প্রাপ্তির অনুভূতি করাবে । একদিকে, উপরাম আর অন্যদিকে, অপরমঅপার প্রাপ্তি ; এই দুই অনুভবই একইসঙ্গে থাকে । তোমরা এইরকম অনুভাবী মূর্ত, তাই না ! আত্মা !

এখন তোমরা যা কিছু শুনেছো, তা স্বরূপে আনতে হবে । শোনা অর্থাৎ হওয়া । আজ বাবা তাঁর সম-সকলের সাথে বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছেন । তোমরা সবাই সমান, তাই না ! সত্য শিক্ষক নিমিত্ত শিক্ষকদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । সেবার সাথীদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । আত্মা !

যারা সদা বেহদের আমিষ-স্মৃতির প্রতিমূর্তি, সদা আমার তো এক বাবা, বেহদের এই সমর্থ স্থিতিতে স্থিত থাকে, এইরকম সদা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে দেহের আধার নিয়ে অবতরিত হওয়া সেই অবতার বাম্বাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে :- এই সংগঠন সদা সেবাধারী আত্মাদের, তাই না? সদা নিজেদের বেহদ বিশ্ব সেবাধারী মনে করে তোমরা ? তোমরা হদের সেবাধারী নও, তাই না ! সবাই তোমরা বেহদের ? তোমাদের যে কোনও কাউকে যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তোমরা প্রস্তুত ? সবাই তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ ? নিজের দেহভাবের ডালে থেকেও তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ ? নিজের দিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করা ডাল, এই দেহভাব । সামান্যতম পুরানো সংস্কারের দিকে আকর্ষণ মানে এই দেহের ভাব । "আমার স্বভাব এইরকম, আমার সংস্কার এইরকম, আমার রহন-সহন এইরকম, আমার অভ্যাস এইরকম" , এই সবকিছু দেহভাবের লক্ষণ । তাহলে তোমরা এই ডাল থেকেই উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়েছে ? একেই বলা হয়ে থাকে কর্মাতীত স্থিতি । কোনও বন্ধন নেই । কর্মাতীত-এর অর্থ এই নয় যে কর্ম করা থেকে মুক্ত হয়ে গেছ, কিন্তু কর্মবন্ধন থেকে ন্যারে অর্থাৎ মুক্ত । সুতরাং দেহের কর্ম, যেমন, কারও নেচার আরামে থাকা, অথবা আরামে সময়মতো আহার করা এবং সবকিছু সময়মতো করা, কর্মের এই বন্ধনও তোমাকে এর নিজের দিকে আকর্ষণ করে । এই কর্মবন্ধন অর্থাৎ কর্ম করার অভ্যাসেরও উর্ধ্বে যাও, কেননা তোমরা নিমিত্ত, তাই না !

যতক্ষণ না তোমরা সব নিমিত্ত আত্মারা কর্মবন্ধন থেকে, দেহের সংস্কার-স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন না হবে, কিভাবে অন্যদের মুক্ত করবে ! শরীরের অসুস্থতা যেমন কর্মভোগ, ঠিক একইভাবে যদি কোনও কর্মের বন্ধন এর নিজের দিকে তোমাকে আকর্ষণ করে তো সেই কর্মভোগও বিঘ্ন উৎপন্ন করে । যখন শারীরিক অসুস্থতা, কর্মভোগ এর নিজের দিকে বারংবার আকর্ষণ করে, ব্যথা হয় তখনই তো তোমাকে আকর্ষণ করে, তাই না ! তখন তোমরা বলো, আমি কি করতে পারি ? নয়তো, বলো, আমি তো ঠিকই আছি, কিন্তু কড়া কর্মভোগ । একইভাবে যদি কোনও বিশেষ পুরানো সংস্কার, স্বভাব বা অভ্যাস তোমাকে টানে তবে সেটাও কর্মভোগ । কোনরকম কর্মভোগ কর্মযোগী বানাতে পারেনা । সুতরাং, এরও উর্ধ্বে যাও । কেন ? তোমরা সব আত্মারা নাম্বার ওয়ান হতে যাচ্ছ । নাম্বার ওয়ানের অর্থই হলো সবকিছু জয় করা । তারপরে কোনকিছুই অভাব হয়না ! টিচারের অর্থ হলো, তারা সদা নিজ মূর্তি দ্বারা কর্মাতীত ব্রহ্মাবাবা এবং পৃথক তথা প্রিয় শিববাবার অনুভূতি করাবে । তাহলে তোমাদের এই বিশেষত্ব আছে, তাই না ! তোমরা ফ্রেন্ডস, তাই না ? কিভাবে ফ্রেন্ডস হবে তোমরা ? কারও সমান না হলে তোমরা ফ্রেন্ডস হতে পারবে না । তোমরা সবাই বাবার ফ্রেন্ডস, গডলি ফ্রেন্ডস । সমান হওয়াই ফ্রেন্ডশিপ । বাবার পদাঙ্কে তোমরা তোমাদের পদক্ষেপ করে, কেননা তোমরা ফ্রেন্ডসও বটে আবার মাণ্ডকের আশিকও । সুতরাং প্রিয়তমা সদা তার প্রিয়তমের পায়ে ওপরে পা রাখে অর্থাৎ প্রিয়তমের পদচিহ্ন অনুসরণ করে । এটাই তো রীতি, তাই না ! যখন বিয়ে হয় তারা নবদম্পতিকে দিয়ে কি করায় ! এটাই তো করায়, তাই না ! তাহলে এই রীতি কোথা থেকে তৈরি হলো ? তোমাদের দ্বারাই তৈরি হয়েছে । তোমাদের হলো বুদ্ধিরূপী পা, কিন্তু তারা স্থূল পা ভেবে নিয়েছে । সব সম্বন্ধের সাথে বিশেষ সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনকারী আত্মা তোমরা ।

নিমিত্ত শিক্ষকদের অন্যদের তুলনায় অনেক সহজ সাধন আছে । অন্যদের তবুও তো তাদের সম্বন্ধ বজায় রাখতে হয়, সেখানে তোমাদের সম্বন্ধ সদা সেবা আর বাবার সাথে । এমনকি লৌকিক কাজকর্ম

করতে করতেও সদা তোমাদের স্মরণে থাকে, সেবার সময় হলে, সেবার জন্য আমাকে বেরোতে হবে। আর লৌকিক কার্যের ক্ষেত্রে যার জন্য করা হয়, তার কথাই স্মরণে আসে। যেমন, লৌকিকে মা-বাবা রোজগার করে তাদের সন্তানদের জন্যে, সুতরাং সেই সন্তানরা স্বতঃই তাদের স্মরণে আসে। অতএব, যখন তোমরা তোমাদের জাগতিক কার্য করো তো কার জন্য তোমরা সেটা করো? সেবার জন্য করো নাকি নিজের জন্য? কেননা সেবাতে যতো করবে, ততোই তোমাদের খুশি থাকবে। কখনো লৌকিক সেবা মনে করে কোনো না। এটাও সেবার একটা মাধ্যম। এর ভিন্ন রূপ আছে, কিন্তু এটা এখনও সেবার জন্য। নয়তো দেখ, যদি লৌকিক সেবা করেও তোমাদের সেবার সাধন না থাকতো, তোমাদের সঙ্কল্প চলতো, কোথা থেকে আসবে! কিভাবে আসবে! চলছে না, জানিনা কবে হবে! এই সঙ্কল্পগুলো কি তোমাদের সময় ব্যর্থ করত না? অতএব, লৌকিক জব করছো, এ কথা কখনো বোলোনা। এটা অলৌকিক জব, সেবার নিমিত্ত। সুতরাং কখনও এটা তোমাদের বোঝা মনে হবে না, নয়তো কখনো কখনো ভারী হয়ে যাবে - "কবে হবে, কখন হবে"? এটা তো তোমাদের সেবার জন্য খুব সহজে প্রালঙ্ক বানানোর সাধন।

তন, মন, ধন তিনটে জিনিস আছে, তাই না! যদি তোমরা তিনটেই সেবাতে লাগাও, তবে সেই তিনের ফল কে লাভ করবে? তোমাদের লাভ হবে নাকি বাবা লাভ করবেন! তন-মন-ধন এই তিনের দ্বারা তোমরা প্রালঙ্ক বানাতে সমর্থ হলে অন্যদের থেকে অ্যাডিশনাল প্রালঙ্ক লাভ হয়ে গেল! সেইজন্য কখনও এটা নিয়ে ভারী বোধ করো না। শুধু তোমার ভাবকে বদল করো, লৌকিকের জন্য নয়, অলৌকিক সেবার জন্য করছি। এই ভাবটাই বদল করো। বুঝেছো তোমরা? এতে তোমাদের ডবল স্যারেন্ডার হয়ে যায়। তোমরা ধনের মাধ্যমে স্যারেন্ডার হয়ে যাও, সবকিছু বাবার জন্যে। স্যারেন্ডারের অর্থ কি? তোমার যা কিছু আছে সব বাবার জন্য অর্থাৎ সেবার্থে। এটাকেই স্যারেন্ডার বলে। যারা মনে করে আমরা স্যারেন্ডার নই, তারা হাত উঠাও! তাদের জন্য সেরিমনি উদযাপন করা হবে। ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, আর বলছো স্যারেন্ডার হওনি! নিজেদের 'ম্যারেজ ডে' পালন করো, অথচ ম্যারেজ হয়নি এটা তো বোলোনা! কি মনে করছ? সব গ্রুপই স্যারেন্ডার গ্রুপ, তাই তো?

বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের অথবা ডবল বিদেশের স্থানে নিমিত্ত হওয়া টিচারদের অনেক মহিমা করেন। শুধু নামে মাত্র তিনি মহিমা করেন না, কিন্তু তোমরা ভালোবাসার সাথে বিশেষ মেহনতও করো। তোমাদের অনেক মেহনত করতে হয়, কিন্তু ভালোবাসার কারণে সেটা মেহনত বলে তোমরা বুঝতে পারোনা। দেখ, তোমরা কতদূর-দূর থেকে গ্রুপ তৈরি করে এখানে নিয়ে আসো, তাইতো বাপদাদা বাচ্চাদের মেহনতের কারণে নিজেকে সমর্পণ করে দেন। ডবল ফরেনের নিমিত্ত সেবাধারীদের একটা খুব ভালো বিশেষত্ব আছে। জানো তোমরা সেই বিশেষত্ব কি? (অনেক বৈশিষ্ট্য বেরিয়েছে) যে বিশেষত্বই বেরিয়েছে তা দিয়ে নিজেকে চেক করো, যদি সেসবের কিছু ঘাটতি থাকে তো নিজেকে ভরে নাও, কেননা অনেক ভালো ভালো জিনিস বেরিয়েছে। বাপদাদা শোনাচ্ছেন যে তিনি একটা বিশেষত্ব দেখেছেন, তোমরা সব ডবল বিদেশি সেবাধারীদের যে ডিরেকশনই বাপদাদা দেন, "এটা করে দেখাও", সেটার প্র্যাকটিক্যাল রূপ দিতে তোমাদের যতোই মেহনত করতে হোক না কেন, সবসময়ই তোমরা তাকে প্র্যাকটিক্যাল এনে থাকো। এই প্র্যাকটিক্যাল লক্ষ্য ভালো। বাপদাদা যেমন বলেন, গ্রুপ নিয়ে এসো, তারা গ্রুপও নিয়ে আসে।

বাপদাদা বলেছেন, ভি. আই. পি.-দের সেবা করতে হবে, আগে তোমরা বলতে, এটা খুব কঠিন, কিন্তু সাহস রেখেছো, করতেই হবে, তাহলে দেখ দু'বছর ধরে গ্রুপস আসছে, তাই না। তোমরা বলতে লন্ডন থেকে ভি. আই. পি.-দের এখানে আসা খুব কঠিন। যতোই হোক, এখন তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়েছো, তাই না! এইবার তো ভারতবাসীও রাষ্ট্রপতিকে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা ডবল বিদেশিদের উৎসাহ থাকে, যেকোনো ডিরেকশন তোমরা পেলেই সেটা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে, করার এই নিষ্ঠা খুব ভালো। প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্ট দেখে বাপদাদা তোমাদের বিশেষত্বের গায়ন করেন। সেন্টার খোলা তো পুরানো ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমরা সেগুলো খুলতেই থাকবে, কারণ সেখানে তোমাদের সহজ সাধন থাকে। এখান থেকে ওখানে গিয়ে তোমরা সেন্টার খুলতে পারো, এইসব সাধন ভারতে নেই, সুতরাং সেন্টার খোলা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়, কিন্তু এখন এইরকম খুব ভালো উত্তরাধিকারী -কোয়ালিটি আত্মাদের প্রস্তুত করতে হবে। এক, উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটি তৈরি করা আর দুই, তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে যারা জোরালো আওয়াজ ছড়িয়ে দেবে। দুইই আবশ্যিক। উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি, যেমন তোমরা উদ্যম-উৎসাহের সাথে সেবা করে বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের তন, মন, ধন সমেত তোমরা স্যারেন্ডার হও, একেই বলা হয় উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি। সুতরাং তোমাদের উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটি আত্মাদেরও বার করতে হবে। এর প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে। সব সেবাকেন্দ্রে এইরকম উত্তরাধিকারী কোয়ালিটি আত্মা থাকলে, তাহলে সেই সেবাকেন্দ্র সব সেবাকেন্দ্রের মধ্যে নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে।

এক, সেবায় সহযোগী হওয়া আর দুই হলো পুরোপুরি স্যারেন্ডার হওয়া। এইরকম উত্তরাধিকারী কতো আছে? সব সেবাকেন্দ্রে এমন উত্তরাধিকারী আছে? তোমরা গডলি স্টুডেন্ট বানিয়েছো এবং সেবায় সহযোগী হয়েছো, সেই লিস্ট তো অনেক লম্বা কিন্তু মাত্র কিছু কিছুই উত্তরাধিকারী হয়। যার যে সময়ে যে ডিরেকশনই প্রাপ্ত হোক, যেমন শ্রীমৎ তোমরা পেতে থাকবে, সেই অনুসারে তোমরা চলতে থাকবে। সুতরাং, দুটোই লক্ষ্য রাখো। তোমাদের এই রকমেরও বানাতে হবে ওইরকমও বানাতে হবে। এইরকম উত্তরাধিকারী এক আত্মা অনেক সেবাকেন্দ্র খোলার নিমিত্ত হতে পারে। যখন তোমাদের এই লক্ষ্য, এটা প্র্যাকটিক্যালভাবে হতে থাকবে। তোমাদের বিশেষত্ব এখন বুঝেছো, তাই না! আচ্ছা।

যাই হোক, তোমরা সন্তুষ্ট, নাকি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে? তোমরাই অন্যকে সন্তুষ্ট করো। সুতরাং যারা অন্যকে সন্তুষ্ট করবে তারা নিজেরা তো সন্তুষ্ট হবে, তাই না! কখনো কখনো সার্ভিস কম হয়েছে দেখে তোমরা অস্থির হও না তো! সেবাকেন্দ্রে যখন কোনো বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, সেটা দেখে তোমরা ঘাবড়ে যাও? যেমন ধরো, বড়ো থেকেও বড়ো বিঘ্ন যদি এসে যায় বা কোনো ভালো অনন্য কেউ অ্যান্টি হয়ে যায় এবং তোমাদের সেবায় ডিস্টার্বেন্সের কারণ হয়, তখন কি ঘাবড়ে যাবে? তার প্রতি কল্যাণের ভাব রেখে দয়ালু হওয়া, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু তোমার নিজের স্থিতি নীচে-উপর হয়ে গেলে অথবা যদি ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে, তখন সেটাকে বলে অস্থিরমতি। সুতরাং সঙ্কল্পের সৃষ্টিও রচনা কোনো অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্প উৎপন্ন হতে দিওনা। এই সঙ্কল্পও যেন তোমাকে টলাতে না পারে। একেই বলা হয় অটল, অচল স্থিতি। এটা নাথিং নিউ ভেবে যেন অসাবধান হয়েনা। সেবা করো আর তার প্রতি সদয় হও, কিন্তু অস্থির হয়েনা। সুতরাং না অস্থিরতা, না কোনরকম ফিলিং (অনুভূতি) থাকা। সদা যে কোনো বাতাবরণে বা বায়ুমন্ডলেই থাকো, কিন্তু অচল-অটল থাকবে। কখনো নিমিত্ত হওয়া কেউ তোমায় রায় দিলে তাতে কনফিউজড হয়েনা। এমন ভেবোনা, কেন সেই ব্যক্তি তোমাকে বলছে বা এটা কিভাবে হবে! কারণ যারা নিমিত্ত তারা

অনুভাবী এবং যারা প্র্যাকটিক্যালি চলছে তাদের কেউ কেউ নতুন, কেউ কেউ অল্প পুরানো। সুতরাং যে সময় যে পরিস্থিতি তাদের সামনে আসে, তখন সেই পরিস্থিতির কারণে আদি, মধ্য, অন্ত বোঝার তেমন ক্লিয়ার বুদ্ধি তাদের থাকেনা। তারা শুধুমাত্র বর্তমান জানতে পারে, এইজন্য বর্তমান দেখে, সেই সময় আদি মধ্য তাদের কাছে তেমন ক্লিয়ার হয়না আর তাই তারা কনফিউজড হয়ে যায়। কখনো কোনও ডিরেকশন যদি স্পষ্ট নাও হয়, কনফিউজড হয়োনা। শুধু ধৈর্যের সাথে বলা যে তোমরা বুঝতে চেষ্টা করবে। একটু টাইম দাও তাকে। সেই সময় কনফিউজ হয়ে বলোনা, "এটা কোরোনা, বা ওটা কোরোনা, এভাবে কোরোনা, কারণ ডবল বিদেশিদের ফ্রি মাইন্ড অনেক বেশি থাকে, এইজন্য তারা ফ্রি মাইন্ডের সাথে না ও বলে দেয়, সুতরাং অল্প যা কিছু বিষয় তোমাদের কাছে আসে, প্রথমে সেই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো, তা'তে কোনো না কোনো রহস্য অবশ্যই লুকিয়ে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারো, এর রহস্য কি? এর থেকে কি লাভ হবে? আমাদের আরও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও। তোমরা তাদের এগুলো বলতে পারো। যাই হোক, কখনো কোনো ডিরেকশন রিফিউজ কোরোনা। তোমরা রিফিউজ করো বলেই কনফুজ হয়ে যাও। এই সামান্য অতিরিক্ত অ্যাটেনশন ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেওয়া হয়। তা'নাহলে কি হবে, তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, কিন্তু বোনেরদের ডিরেকশন জানার চেষ্টা যদি না করো, তখন ক্রমশঃ অস্থির হতে শুরু করবে। আর তখন তারা তোমাদের দেখে যাদের তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, তাদের মধ্যে এই সমস্ত সংস্কার ভরে যাবে। তারপরে কখনো কেউ মুখ গোমড়া করবে তো কখনো অন্য কেউ, আর তখন সেন্টারে এই খেলাই চলতে থাকবে। বুঝেছো তোমরা? আচ্ছা।

বরদানঃ, - জ্ঞান আর যোগের শক্তি দ্বারা বিপরীত পরিস্থিতিকে সেকেন্ডে পাস করে অর্থাৎ পাস করে মহাবীর ভব

মহাবীর অর্থাৎ সদা লাইট আর মাইট হাউজ। জ্ঞান লাইট আর যোগ মাইট। যারা এই দুই শক্তির দ্বারা সম্পন্ন থাকে, তারা সবরকম বিপরীত পরিস্থিতি সেকেন্ডে পাস করিয়ে অগ্রসর হয়। যদি সময়মতো পাস না করানোর সংস্কার থাকে তবে ফাইনালেও সেই সংস্কার ফুল (full) পাস হতে দেয় না। যে সময়ে ফুল পাস হয়, তাকে বলা হয় পাস উইথ অনার। ধর্মরাজও তাকে অনার দেন।

স্লোগানঃ - যোগ অগ্নি দ্বারা বিকারের বীজ ভস্ম করে দিলে সময়কালে তুমি প্রতারিত হবেনা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এভারহেলদি - এভারওয়েলদি (সদা সুস্থ-সদা ধনী) হওয়ার জন্য তোমরা এখন ডাইরেক্ট নিজের তন-মন-ধন ইনসিওর করো, এই সময়েই এই বেহদের ইনসিওরেন্স হয়"

প্রশ্ন:- নিজাদের মধ্যে একে অপরকে কোন্ স্মৃতি স্মরণ করাতে থাকলে উল্লসিত সাধন হয় ?

উত্তর :- পরস্পরকে স্মরণ করাও যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। অনেক বার এই পার্ট করেছো, ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছো, এখন শরীররূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এটাই হলো তোমাদের অর্থাৎ রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সেবা। তোমরা রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার-রা সবাইকে এই সংবাদ দিতে থাকো যে দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে বাবা আর ঘরকে স্মরণ কর।

গীত :- ছেড়ে দাও ঐ আকাশ সিংহাসন/ধরনীর 'পরে তুমি এসো ...

ওম্ শান্তি। যেখানে গীতা পাঠশালা আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানেই এই গীত গাওয়া হয়। যিনি গীতা পাঠ করেন প্রথমে এই শ্লোকটি গেয়ে থাকেন। কিন্তু জানে না যে কাকে আহ্বান করা হচ্ছে। এই সময় ধর্মের গ্লানি হয়। প্রথমে প্রার্থনা করে, তারপরে রেসপন্স(প্রতিক্রিয়া জানায়) করে এসো, পুনরায় এসে গীতা জ্ঞান শোনাও কারণ পাপ অনেক বেড়ে গেছে। তখন তিনিও রেসপন্স করেন যে হ্যাঁ, যখন ভারতের মনুষ্য আত্মারা পাপী ও দুঃখী হয়ে যায়, ধর্মের গ্লানি হয়ে যায় তখনই আমি আসি। অবশ্যই স্বরূপ বদলাতে হয়, কারণ মানুষের শরীরেই আসতে হবে। রূপ তো সব আত্মারাই বদল করে। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকারী, এখানে এসেই সাকারী হও। তখন তোমাদের মানুষ বলা হয়। এখন মনুষ্য আত্মারা পাপী ও অপবিত্র তাই আমাকেও নিজের রূপ ধারণ করতে হয়। যেমন তোমরা নিরাকার থেকে সাকারী হয়ে যাও, তেমন-ই আমাকেও হতে হয়। এই পতিত দুনিয়াতে তো কৃষ্ণ আসতে পারে না। সে তো স্বর্গের মালিক। মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণ তো পতিত দুনিয়ায় থাকতে পারে না। তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল, অ্যাক্ট(পার্ট) সবই একদম আলাদা। একথা বাবাই বলেন, কৃষ্ণের নিজের মাতা-পিতা আছে, মাতৃ-গর্ভেই তাঁর রূপ রচনা হয়। আমি গর্ভে প্রবেশ করি না। আমারও তো অবশ্যই রথের দরকার। আমি এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি। প্রথম স্থান(নম্বর) হলো শ্রীকৃষ্ণের। এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম হলো তাঁর ৮৪- তম জন্ম। তাই আমি এঁনার মধ্যেই আসি। উনি নিজের জন্মকে জানেন না। শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলবে না যে আমি নিজের জন্মকে জানি না। ভগবান বলেন, যাঁর মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি সে তাঁর নিজের জন্মকে জানে না। আমি জানি, কৃষ্ণ তো রাজধানীর মালিক। সত্যযুগে হয় সূর্যবংশীয় রাজ্য, বিষ্ণুপুরী। বিষ্ণু বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণকে। যখন কোথাও ভাষণ হয় তখন এই রেকর্ড বেশী করে বাজানো হয় কারণ এ তো ভারতবাসীরা নিজেরাই গায়। যখন ধর্ম প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে যাবে তখনই তো পুনরায় গীতা জ্ঞান শোনাবো। সেই ধর্মই পুনরায় স্থাপন করতে হবে। ঐ ধর্মের কোনো মানুষই এখন নেই তাহলে সেই গীতা জ্ঞান এখানে কোথা থেকে এলো? বাবা বোঝান - সত্যযুগ- ত্রেতাতে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা কেউ-ই আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না। আমাকে তো আসতেই হয়, এসে সবাই-কে সন্নতি দিই ভায়া গতি। সবাইকে ফিরে যেতেই হয়।

গতিতে গিয়ে তারপর আবার স্বর্গে আসতে হয়। মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় জীবনমুক্তিতে আসতে হয়। বাবা বলেন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। গায়ন আছে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি। সন্ন্যাসীরা তো জীবনমুক্ত করতে পারবে না। ওরা তো জীবনমুক্তিকে মানেই না। এই সন্ন্যাসীদের ধর্ম তো সত্যযুগে থাকেই না। সন্ন্যাস ধর্ম তো পরে আসে। ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি - এই সব ধর্ম সত্যযুগে আসবে না এখন সব ধর্মই আছে শুধু দেবতা ধর্মই নেই। তারা সবাই অন্য ধর্মে চলে গেছে। নিজের ধর্মকে জানেই না। কেউ-ই নিজেকে দেবতা ধর্মের মনে করে না। জয়হিন্দ বলে - কিন্তু এখন এখানে কোন জয় নেই। ভারতের কবে জয় আর কবেই বা ক্ষয়(হার) হয়েছিল - একথা খোড়াই কেউ জানে! ভারতের জয় তখনই হয় যখন রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ক্ষয় করে রাবণ। জয়ী করেন রাম। তাই 'জয় ভারত' বলতে হবে। শব্দই বদলে দিয়েছে। গীতায় ভালো ভালো শব্দ আছে।

উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান, তিনি বলেন আমার কোনো মাতা-পিতা নেই। আমার রূপ আমাকে স্বয়ং রচনা করতে হয়। আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। কৃষ্ণকে তাঁর মাতা জন্ম দেন। আমি তো ক্রিয়েটর(রচয়িতা)। ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গের জন্য এই সব শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এই গীতা, ভাগবত ইত্যাদি সবই দেবতা ধর্মের ভিতরে উপরেই তৈরী করা হয়েছে। যেমন বাবা-ই দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন, যা এখন পাস্ট হয়ে গেছে আবার ভবিষ্যতে হবে। আদি-মধ্য-অন্তকে পাস্ট-প্রেজেন্ট-ফিউচার বলা হয়। এখানে আদি-মধ্য-অন্তের অর্থ আলাদা। যা পাস্ট হয়ে গেছে তাই আবার প্রেজেন্ট হবে। যা পাস্টের কাহিনী শোনায় তাই আবার ভবিষ্যতে রিপীট হবে। মানুষ এইসব কথা জানে না। যা অতীত হয়ে যায়, সেই কাহিনীই বাবা বর্তমানে শোনায়, তা আবার ভবিষ্যতে রিপীট হবে। একে বোঝার মতো দৃষ্টিভঙ্গি চাই, এরজন্য বুদ্ধি অনেক রিফাইন(সুক্ষ্ম) হওয়া দরকার। কোথাও যদি তোমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেখানে বাচ্চাদের ভাষণ দিতে হবে। সন শো'জ ফাদার(বাচ্চার দ্বারা বাবার প্রত্যক্ষতা)। বাচ্চাদের দ্বারাই প্রকাশিত হবে যে আমাদের বাবা কে? বাবাকে তো অবশ্যই চাই, তা না হলে আশীর্বাদ বা বর্সা নেবে কীভাবে। তোমরা তো অনেক উঁচু থেকেও উঁচু কিন্তু এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও মান দিতে হবে। তোমাদেরই সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবাই গড ফাদারকে ডাকে, প্রার্থনা করে - হে, গড ফাদার এসো কিন্তু তিনি কে তা জানে না। তোমরা শিববাবারও মহিমা গাইবে, শ্রীকৃষ্ণেরও মহিমা গাইবে, আর ভারতেরও মহিমা গাইবে। ভারত শিবালয়, স্বর্গ(হেভেন) ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, তা কে স্থাপন করেছিল? অবশ্যই উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান করেছিলেন। তাই উচ্চ থেকে উচ্চতম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিবায়ঃ নমঃ বন্দনা করা হয়। শিব জয়ন্তী ভারতবাসীরাই পালন করে কিন্তু শিব কবে এসেছিল তা কেউ জানে না। অবশ্যই হেভেনের পূর্বের সঙ্গমে এসেছিল। তিনি বলেন যে প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে-যুগে আসি, প্রত্যেক যুগে নয়। যদি প্রত্যেক যুগ বলা হয় তা হলেও ৪ অবতার হওয়া উচিত। তারা তো অনেক অবতার দেখায়। এক বাবাই হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম, যিনি হেভেন রচনা করেন। ভারতই স্বর্গ ছিল, নির্বিকারী ছিল, তাই তোমরা এই প্রশ্ন করতে পারো না যে তাহলে বাচ্চার জন্ম কীভাবে হবে। সে তো যা রীতি-রেওয়াজ থাকবে সেভাবেই চলবে। তোমরা কেন চিন্তা করো। প্রথমে তো তোমরা বাবাকে জানো। ওখানে আত্মার জ্ঞান থাকে। আমরা আত্মা, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। কাল্পার কোনো কথাই নেই। কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। খুশী-খুশী শরীর ত্যাগ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি কেমন করে রূপ বদল করে আসি। তিনি কৃষ্ণের কথা বলেন না, সে তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়। ব্রহ্মা-

বিশ্ব-শংকর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী। এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই চাই, তোমরা হলে ওঁনার সন্তান। ওই নিরাকার বাবা হলেন অবিনাশী, আমরা আত্মারাও অবিনাশী। কিন্তু আমাদের পুনর্জন্মে অবশ্যই আসতে হয়। এই ড্রামা বানানোই আছে। তারা বলে যে, আবার এসে গীতা জ্ঞান শোনাও, তাহলে যারা এসে চলে গেছে তারা আবারও অবশ্যই চক্রতে আসবে। বাবাও এসে চলে গেছেন আবার এসেছেন। তিনি বলেন, পুনরায় এসে গীতা জ্ঞান শোনাই। আহ্বান করা হয় - পতিত-পাবন এসো, তাহলে এ অবশ্যই পতিত দুনিয়া। সবাই পতিত তাই তো পাপ মোচনের(ধোয়া)জন্য গঙ্গা স্নান করতে যায়। এই ভারতই স্বর্গ ছিল, ভারতই হলো উচ্চ অবিনাশী খন্ড, সকলের তীর্থস্থান। সব মনুষ্য-মাত্রই এখন পতিত। সবার জীবনমুক্তিদাতা হলেন বাবা। এতো বড় সার্ভিস যিনি করেন অবশ্যই তাঁর মহিমা গাওয়া উচিত। অবিনাশী বাবার জন্মস্থান হলো এই ভারত। তিনিই সবাই-কে পবিত্র বানান। বাবা নিজের জন্মস্থানকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না। তাই বাবা এসে বোঝান যে আমি কীভাবে রূপ ধারণ করি।

সবকিছুই ধারণার উপর নির্ভর করে। ধারণার উপরেই বাচ্চারা, তোমাদের পদপ্রাপ্তি হয়। সবার মুরলী পড়া একই ধরনের হয় না। যদি সবাই কার্টের মুরলীও বাজায় তবুও একই রকমের বাজাতে পারে না। প্রত্যেকের অভিনয়ের পার্ট আলাদা। এইটুকু ছোট্ট আত্মার মধ্যে কত ভারী পার্ট ভরা থাকে। পরমাত্মাও বলেন, আমিও পার্টধারী। যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন আমি আসি। ভক্তি মার্গেও আমি ভক্তির ফল দিই। ঈশ্বরের নামে দান-পুণ্য করে তাই ঈশ্বরই তার ফল দেয়। সবাই নিজেকে ইনসিওর করে। জানে যে এর ফল পরের জন্মে পাবে। তোমরা ইনসিওর করো ২১ জন্মের জন্য। ওটা হলো হদের ইনসিওরেন্স, ইনডাইরেক্ট আর এ হোল বেহদের ইনসিওরেন্স, ডাইরেক্ট। তোমরা তন-মন-ধন দিয়ে নিজেকে ইনসিওর করো তাই অগাধ ধন-সম্পদ পাবে। এভারহেল্ডী-ওয়েল্ডী হবে। তোমরা ডাইরেক্ট ইনসিওর করছো। মানুষ ঈশ্বরের নামে দান করে, মনে করে ঈশ্বর দেবে। তিনি কীভাবে দেন তা বোঝে না। মানুষ মনে করে যা কিছুই পাওয়া যায় তা ঈশ্বর দেন। ঈশ্বর সন্তান দিয়েছেন, আচ্ছা, যদি দিতে পারে তাহলে তা অবশ্যই নিতেও পারবে। তোমাদের সবাইকে অবশ্যই মরতে হবে। সাথে তো কিছুই যাবে না। এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। তাই এখন যা কিছু ইনসিওর করার তা করো যা কিনা ২১ জন্মের জন্য ইনসিওর হয়ে যাবে। এমনও নয় যে ইনসিওর করে দিয়ে আর কোনো সার্ভিসই করছো না আর এখান থেকেই থাকে। সার্ভিস করতেই হবে। তোমাদের খরচাও তো এখান থেকে চলে, তাই না! তাই যদি ইনসিওর করে শুধু খেতেই থাকো তো কিছুই পাবে না। পাবে তখনই যখন সার্ভিস করবে, তখন উচ্চ পদও পাবে। যে যত বেশী সার্ভিস করে, তার প্রাপ্তিও তত বেশী হয়। কম সার্ভিস তো কম প্রাপ্তি। গভর্নমেন্টের সোশ্যাল ওয়ার্কার-ও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। তাদের বড় বড় মাথা (উচ্চ পদাধিকারী) থাকে। অনেক প্রকারের সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়। এ হলো শারীরিক(জিস্মানী) সেবা, তোমাদের হলো রুহানী সেবা। প্রত্যেককে তোমরা রুহানী যাত্রী বানাও। এ হলো বাবার কাছে যাওয়ার রুহানী যাত্রা। বাবা বলেন দেহ-সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে আর গুরু, গোঁসাই ইত্যাদিকে ছাড়ো। মামেকম্ স্মরণ করো। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, সাকার রূপ ধারণ করে বোঝান। বাবা বলেন আমি লোন(ধার)নিই। প্রকৃতির আধার নিই। তোমরাও নগ্ন এসেছিলে। এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সব ধর্মের মানুষকে বলেন, সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। যাদব, কৌরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী পান্ডবরা আবার এসে রাজত্ব করবে। এই গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন এ দুনিয়াও পুরোনো হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, নাটকও সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যেতে

হবে, শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়। এক-দুইজনকে এই স্মৃতি স্মরণ করাও - এখন ফিরে যেতে হবে। অনেকবার ৮৪ জন্মের এই পার্ট করা হয়েছে। এই অনাদি নাটক বানানোই আছে। যারা যারা যে ধর্মের তাদের নিজের সেক্ষেত্রে যেতেই হবে। যে দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁদের কলম(স্যাপলিং) লাগানো হচ্ছে। যারা ফুল হবে তারা আসবে। কত ভালো ভালো ফুল আসে কিন্তু মায়ার ঝড়ে ভেঙে পড়ে আবার জ্ঞানের সঞ্জীবনী বুটি পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাবাও বলেন তোমরা এতকাল শাস্ত্র পড়ে এসেছো। এঁনারও গুরু ইত্যাদি ছিল। বাবা বলেন, এক বাবাই গুরু-সহ সকলের সঙ্গতি দাতা। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। রাজা -রানী তো প্রবৃত্তি মার্গের হয়ে গেলো। নির্বিকারী প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন সম্পূর্ণ বিকারী। ওখানে রাবণের রাজ্য থাকে না। রাবণের রাজ্য আধাকল্প থেকে শুরু হয়, ভারতবাসীরাই রাবণের কাছে হেরে যায়। বাকী আর সব ধর্মের মানুষেরা নিজের নিজের সময়ে এসে সত্যো, রজো, তমো-র মধ্যে দিয়ে পাস(অতিক্রম) হয়। প্রথমে সুখ, পরে আবার দুঃখ আসে। মুক্তির পর জীবনমুক্তি তো আছেই। এই সময় সবাই তমোপ্রধান-তায় জর্জরিত, প্রতিটি আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য নতুন শরীর ধারণ করে। বাবাও বলেন যে আমি জন্ম-মৃত্যুতে আসি না। আমার কোনো বাবা নেই। আর সবার-ই তো বাবা আছে। কৃষ্ণের জন্মও মাতৃ-গর্ভ থেকে হয়। এই ব্রহ্মাই যখন রাজ্য নেবে তখন গর্ভ থেকেই তাঁর জন্ম হবে। এঁনাকেই প্রবীন থেকে নবীন হতে হবে। ৮৪ জন্মের পুরোনো। একথা কার-ও বুদ্ধিতে যথায়ত বসে আর নেশা চড়ে, এ খুব মুশকিল। এ হলো জ্ঞানের কস্তুরী যা হলো খুবই সুগন্ধী। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে সবাইকে রুহানী যাত্রা শেখাতে হবে। নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের কলম লাগাতে হবে।

২) নিজের সূক্ষ্ম(রিফাইন) বুদ্ধির দ্বারা বাবার শো(প্রত্যক্ষতা) করতে হবে। প্রথমে নিজে ধারণা করে তারপর অন্যকে শোনাতে হবে।

বরদান :- সকলকে অমর জ্ঞান দিয়ে অকাল মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করা শক্তিশালী আত্মা ভব

আজকাল দুনিয়ায় অকাল মৃত্যুতেই ভয় বেশী। খাচ্ছেও ভয়ে, চলছেও ভয়ে, ঘুমাচ্ছেও ভয়ে। এমন আত্মাদের খুশীর কথা শুনিয়ে ভয় মুক্ত করো। তাদেরকে সুখবর দাও যে আমরা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারি। প্রত্যেক আত্মাকে অমর জ্ঞান দিয়ে অমর করে দাও। যাতে তারা জন্ম-জন্মান্তরের মতো অকাল মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়। এভাবে নিজের শান্তি ও সুখের ভাইব্রেশন দ্বারা লোকেদের সুখ-শান্তির অনুভূতি করিয়ে শক্তিশালী সেবানারী হও।

স্লোগান :- স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স রাখলেই সকলের আশীর্বাদ(দুয়া) পাওয়া যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার গলার হার হওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগের রেস করো, তোমাদের দায়িত্ব হলো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া"

প্রশ্ন :-- কোন্ ফুর্তির নেশায় থাকলে তোমাদের রোগও সেরে যাবে ?

উত্তর :-- তোমরা জ্ঞান আর যোগের নেশায় ফুর্তিতে থাকো, এই পুরানো শরীরের চিন্তা কোরো না । যত শরীরের প্রতি বুদ্ধি যাবে, লোভ আসবে , ততই বেশী রোগ আসতে থাকবে । এই শরীরের শৃঙ্গার, পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি লাগানো -- এ সবই অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্গার, তোমাদের নিজেদেরকে জ্ঞান - যোগের দ্বারা সাজাতে হবে । এটাই হল তোমাদের প্রকৃত শৃঙ্গার ।

গীত :-- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে

ওম শান্তি । যে বাবার সঙ্গে আছে... এখন দুনিয়াতে বাবা তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সকলেরও বাবা, রচয়িতা - একজনই । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, এই জ্ঞানেই সদগতি হয় । মানুষের সদগতি তখনই হয় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হয় । বাবাকেই সদগতিদাতা বলা হয় । যখন সঙ্গমের সময় আসে, তখনই জ্ঞানের সাগর এসে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান । ভারত হলো সবথেকে প্রাচীন । ভারতবাসীদের নামেই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে । তাহলে অবশ্যই যে মানুষ প্রথমের দিকে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেবে । দেবতাদের ৮৪ জন্ম বললে ব্রাহ্মণদেরও তো ৮৪ জন্মই হলো । মুখ্যদেরই উল্লেখ করানো হয় । এই কথা কেউই জানে না । অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা এই সৃষ্টির রচনা করা হয় । প্রথমদিকে সূক্ষ্ম লোকের রচনা করা হয়, তারপর এই স্থূল লোকের । এই বাচ্চারা জানে যে - সূক্ষ্ম লোক কোথায় আর মূল লোক কোথায় ? মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন - একেই ত্রিলোক বলা হয় । ত্রিলোকিনাথ যখন বলা হয় তখন তার একটা অর্থও তো চাই । ত্রিলোক তো কোথাও থাকবে । বাস্তবে ত্রিলোকিনাথ এক বাবা আর তাঁর বাচ্চাদেরই বলা যেতে পারে । এখানে তো কোন মানুষের নাম ত্রিলোকিনাথ, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদি --- এই সব নাম ভারতবাসীরা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছে । ডবল নামও তারা রাখে, যেমন -- রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ । এখন এ কথা তো কেউই জানে না যে, রাধা আর কৃষ্ণ আলাদা আলাদা ছিলেন । কৃষ্ণ এক রাজ্যের প্রিন্স ছিলো আর রাধা ছিলো অন্য রাজ্যের প্রিন্সেস । এ কথা তোমরা এখন জানো । যারা খুব ভালো বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে ভালো ভালো পয়েন্টস ধারণ হয় । যেমন যারা খুব ভালো ডাক্তার হবে, তাদের কাছে তো অনেক ওষুধের নাম থাকে । এখানেও এমন অনেক নতুন নতুন পয়েন্টস বের হতে থাকে । দিন - প্রতিদিন আবিষ্কার হতেই থাকে । যাদের খুব ভালো অভ্যাস হবে, তারা নতুন নতুন পয়েন্টস ধারণ করবে । ধারণ করতে না পারলে মহারথীদের লাইনে আনা যাবে না । সমস্তকিছু এই বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে আর ভাগ্যেরও ব্যাপার আছে । এও তো ড্রামাতেই আছে । এই ড্রামাকেও কেউ জানে না । এ কথা বুঝতে পারে যে কর্মক্ষেত্রে আমরা অভিনয় করছি কিন্তু ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে মনে করো কিছুই জানে না । তোমাদের তো সবকিছুই জানতে হবে ।

বাচ্চারা যখন জানতে পেরেছে যে, বাবা এসেছেন, তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো অন্যদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া। সমস্ত দুনিয়াকে জানানো হলো তোমাদের দায়িত্ব। তারা যেন বলতে না পারে যে আমরা জানতাম না। তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে। লিটারেচার ইত্যাদি অনেকই নেবে। শুরুতে বাচ্চারা অনেক সাক্ষাৎকার করেছে। এই ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম ভারতেই আসেন। বরাবর ভারত সবাইকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতই বেহদের বাবার জন্মভূমি কিন্তু ওরা এইকথা জানে না যে, এই ভারত ভগবানের জন্মভূমি। যদিও তারা বলে শিব পরমাত্মা তবুও সবাইকে পরমাত্মা বলে দিয়ে বেহদের বাবার গুরুত্ব নষ্ট করে দিয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে - ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থস্থান। বাকি আর যে পয়গম্বর ইত্যাদি আসেন, তারা আসেনই নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। তাদের পিছনে সমস্ত ধর্মের মানুষ আসতে - যেতে থাকে। এখন হলো অন্তিম সময়। সবাই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু তোমাদের এখানে কে এনেছেন? ক্রাইস্ট এসে খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন, তিনি তোমাদের আকর্ষণ করে এনেছেন। এখন সবাই ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ কথা তোমাদেরই বোঝাতে হবে যে, সবাই আসে নিজের - নিজের অভিনয় করতে। এই অভিনয় করতে করতে একদিন দুঃখে আসতেই হবে। এরপর এই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া - এ তো বাবার কাজ। এই ভারত হলো বাবার জন্মভূমি, এই গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমরা বাচ্চারাও সকলে জানো না। খুব অল্পই আছে, যারা বুঝতে পারে এবং তাদের নেশা চড়ে থাকে। কল্প - কল্প বাবা এই ভারতেই আসেন। এ কথা সবাইকেই বলতে হবে। সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। প্রথমে তো এই সেবা করতে হবে। লিটারেচার তৈরী করতে হবে। নিমন্ত্রণ তো সবাইকে করতে হবে, তাই না। রচয়িতা আর রচনার নলেজ কেউই জানে না। সেবাপরায়ণ হয়ে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। যারা তীক্ষ্ণ বাচ্চা, যাদের বুদ্ধিতে অনেক পয়েন্টস থাকে, সবাই তাদের সাহায্য চায়। তাদের নামই জপ করতে থাকে। এক তো শিববাবার নাম জপ করবে, তারপর ব্রহ্মাবাবার, তারপর নম্বুর অনুসারে বাচ্চাদের নাম জপ করতে থাকে। ভক্তিমার্গে মানুষ হাতে মালা জপ করে, এখন মুখে নাম জপ করে -- অমুকে খুব ভালো সেবাপরায়ণ, নিরহংকারী, খুব মিষ্টি, ওনার কোনো দেহবোধ নেই। বলা হয় না, মিষ্টি হও, তাহলেই সবাই মিষ্টি ব্যবহার করবে। বাবা বলেন যে - তোমরা দুঃখী হয়েছো, এখন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের সাহায্য করবো। তোমরা ঘৃণা করলে আমি কি করবো? এ তো নিজের উপরই ঘৃণা করা হলো। তাহলে তোমরা পদ পাবে না। তোমরা কতো অথৈ ধন পাও। কেউ কেউ লটারী পেলে তো কতো খুশী হয়। এই লটারীর উপহারও কতোভাবে আসে। ফার্স্ট প্রাইজ, সেকেন্ড প্রাইজ এরপর থার্ড প্রাইজ হয়। হুবুহু এও হলো ঈশ্বরীয় রেস। এ হলো জ্ঞান আর যোগবলের রেস। এতে যারা তীক্ষ্ণ হয় তারাই গলার হার হবে, আর হৃদয় আসনে কাছাকাছি বসবে। খুব সহজভাবেই তো এ কথা বোঝানো হয়। নিজের ঘরকেও দেখভাল করো কেননা তোমরা কর্মযোগী। ক্লাসে এক ঘন্টা পড়তে হবে তারপর ঘরে গিয়ে তার উপর চিন্তন করতে হবে। স্কুলেও তো এমনই করা হয়। স্কুলে পড়ে তারপর বাড়িতে গিয়ে হোম ওয়ার্ক করে। বাবা বলেন, এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা -- দিনে তো আধ ঘন্টা হয়। তারমধ্যেও বাবা বলেন এক ঘন্টা, আচ্ছা আধ ঘন্টা। পনেরো বা কুড়ি মিনিটই ক্লাস অ্যাটেও করো তারপর নিজস্ব কাজকর্মে লেগে যাও। আগে বাবা তোমাদের বসাতেন যে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। স্মরণের নাম তো ছিলোই, তাই না। বাবা এবং আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে করতে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যখন দেখবে ঘুম এসে যাবে, তখন গিয়ে শুয়ে পড়। তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। এরপর ভোরবেলা যখন উঠবে তখন সেই পয়েন্ট স্মরণে এসে যাবে। এমন অভ্যাস করতে করতে তোমরা নিদ্রাজয়ী হয়ে যাবে।

যা করবে তাই পাবে । যে করবে, সেই করা নজরে আসবে । তার চলনই প্রত্যক্ষ হয় । যে কিছু না করে তার চলনই অন্যরকম হয় । দেখা যায় যে, এই বাচ্চারা বিচার সাগর মন্থন করে, ধারণা করে । কোনো লোভ তো এদের নেই । এ তো পুরানো শরীর । এই শরীর তখনই ঠিক হবে যখন জ্ঞান আর যোগের ধারণা হবে । ধারণা না হলে শরীর আরোই খারাপ হতে থাকবে । নতুন শরীর ভবিষ্যতে পাওয়া যায় । আত্মাকে তো পবিত্র হতে হবে । এ তো পুরানো শরীর, একে যতই পাউডার, লিপস্টিক আদি লাগাও, শৃঙ্গারও করো তবুও ব্যর্থ, মূল্যহীন । এই শৃঙ্গার অপ্রয়োজনীয় ।

এখন তোমাদের সকালের বিবাহ বন্ধন শিববাবার সঙ্গে হয়েছে । যখন বিয়ে হয় তখন পুরানো কাপড় পড়ানো হয় । এখন এই শরীরকে সাজিও না । জ্ঞান আর যোগে সাজালে ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে পারবে । এ হলো জ্ঞান মান সরোবর । এতে জ্ঞানের ডুব দাও তাহলে স্বর্গের পরী হতে পারবে । প্রজাদের তো পরী বলবে না । বলা হয় যে, কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো, তারপর মহারানী, পাটরানী বানিয়েছিলো । এমন তো নয় যে, ভাগিয়ে নিয়ে প্রজাতে চণ্ডাল আদি বানিয়েছিলো । নিয়ে এসেছিলো মহারাজা, মহারানী বানানোর জন্য । তোমাদেরও এমন পুরুষার্থ করা উচিত । এমন নয় যে, যে পদ পেলাম, তাই ভালো ---- । এখানে মুখ্য হলো পড়া । এ তো পাঠশালা, তাই না । গীতা পাঠশালা অনেক খোলা হয় । তারা বসে কেবল গীতা শোনায়, মুখস্থ করায় । কোনো একটি শ্লোক নিয়ে আধ ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা তার উপর বলতে থাকে । এতে তো কোনো লাভই নেই । এখানে তো বাবা বসে পড়ান । এখানে এইম অবজেক্ট পরিষ্কার । আর কোনো বেদ শাস্ত্র, জপ - তপ ইত্যাদি করাতে কোনো এইম অবজেক্ট নেই । কেবল পুরুষার্থ করতে থাকো কিন্তু কি পাবে ? যখন অনেক ভক্তি করা হয় তখন ভগবান মিলিত হন, রাতের পর দিন তো অবশ্যই আসতে হবে । সময় হলেই তা হবে, তাই না । কল্পের আয়ু কেউ কি বলে দেয়, কেউ আবার অন্যকিছু বলে দেয় । তাদের বোঝালে বলবে, শাস্ত্র কিভাবে মিথ্যা হবে ? ভগবান খোড়াই মিথ্যা বলতে পারে । এই বোঝানোর শক্তির প্রয়োজন ।

বাচ্চারা, তোমাদের যোগের শক্তির প্রয়োজন । যোগবলে সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায় । কোনো কাজ না করতে পারলে মনে করা হবে শক্তিও নেই আর যোগবলও নেই । বাবা কোথায় না কোথায় সাহায্য করেন । এই ড্রামায় যা নিহিত আছে তাই রিপিট হয় । এও আমরাই বুঝি, আর কেউই ড্রামাকে বুঝতে পারে না । সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা চলে যাচ্ছে, টিক টিক হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই শ্রীমতে তাই অভিনয়ে আসে । এই শ্রীমতে না চললে কিভাবে শ্রেষ্ঠ হবে ? সবাই একরকম হতে পারে না । ওই মানুষরা মনে করে আমরা এক হয়ে যাবো কিন্তু একের অর্থ বোঝে না । এক কি হবে ? এক বাবা কি হওয়া উচিত নাকি সবাই এক ভাই হওয়া উচিত ? ভাই বললে তবুও ভালো । এই শ্রীমতেই আমরা বরাবর এক হতে পারি । তোমরা সবাই এক মতে চলো । তোমাদের বাবা, টিচার এবং গুরু একজনই । যারা সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলবে না তারা শ্রেষ্ঠও হতে পারবে না । একদম যদি না চলে তাহলে শেষ হয়ে যাবে । রেসে তারাই যায় যারা যোগ্য হয় । যখন কোনো বড় রেস হয়, তখন ঘোড়াও খুব ভালো ফার্স্টক্লাস রাখা হয় কেননা বড় লটারী রাখা হয় । এও অশ্ব রেস । হসেনের ঘোড়া, বলো না ! ওরা হসেনের ঘোড়া লড়াইতে দেখিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা তো ডবল অহিংসক । কামের হিংসা এক নম্বর । এটা যে হিংসা তা কেউ জানেই না । সল্ল্যাসীরাও এমন মনে করে না । কেবল বলে দেয় এ হলো বিকার । বাবা বলেন -- কাম হলো মহাশত্রু । এ আদি, মধ্য এবং অন্ত তোমাদের

দুঃখ দেয়। তোমাদের এ কথা সিদ্ধ করে বলতে হবে যে, আমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গের রাজযোগ। তোমাদের হলো হঠযোগ। তোমরা শংকরাচার্যের থেকে হঠযোগ শিখেছো আর আমরা শিবাচার্যের কাছে রাজযোগ শিখছি। এমন এমন কথা সময় মতো শোনানো উচিত।

কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, দেবতাদের যদি ৮৪ জন্ম হয় তাহলে এই খৃষ্টান ইত্যাদিদের কতো জন্ম? তাহলে বলো, এ তোমরা হিসেব করো। পাঁচ হাজার বছরে ৮৪ জন্ম হয়েছে। ক্রাইস্টের দু হাজার বছর হয়েছে। তাহলে হিসাব করো - এভারেজ কতো জন্ম হয়েছে? ৩০ - ৩২ জন্ম হবে। এ তো পরিষ্কার কথা। যারা অনেক সুখ দেখে তারা দুঃখও অনেক দেখে। আর ওরা কম সুখ আর কম দুঃখ পায়। এভারেজে এই হিসেব বের হয়। পরের দিকে যারা আসে তারা অল্প জন্ম নেয়। বুদ্ধ, ইব্রাহিমের হিসেবও বের করা যেতে পারে। খুব বেশী এক বা দুই জন্মের তফাত হবে। তাই এই সব বিষয়ে বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। কেউ জিজ্ঞেস করলে কি বোঝাবে? তবুও বলো -- প্রথমে তো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। তোমরা বাবাকে তো স্মরণ করো। তোমাদের যতো জন্ম নিতে হবে, তোমরা তত জন্মই নেবে। বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা তো নিয়ে নাও। তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এ হলো পরিশ্রমের কাজ। এই পরিশ্রমেই তোমরা সফল হবে। এতে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবার প্রতি আর বাবার সম্পদের প্রতি অনেক ভালোবাসার প্রয়োজন। কেউ তো এই সম্পদও নেয় না। আরে, জ্ঞান রত্ন তো ধারণ করো। তখন বলে আমরা কি করবো? আমরা তো বুঝতেই পারি না। না বুঝলে তোমাদের ভবিতব্য। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কাউকেই ঘৃণা করবে না। সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। জ্ঞান - যোগের রেস করে বাবার গলার হার হতে হবে।

২) নিদ্রাজয়ী হয়ে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। যা শুনবে তার উপর বিচার সাগর মন্বন করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :-- সদা সেফটির গন্ডীর ভিতর পরমাত্ম ছত্রছায়ায় অনুভব করে মায়াজিত ভব

"বাবা আর তুমি" এই হলো সেফটির গন্ডী, এই গন্ডীই পরমাত্ম ছত্রছায়া। যারা এই ছত্রছায়ায় গন্ডীর অন্দরে থাকে, তাদের কাছে মায়ী আসার সাহসও পায় না। তখন পরিশ্রম কি, বাধা কি, বিঘ্ন কি -- -এইসব শব্দে অবিদ্যা হয়ে যাবে। সদা সুরক্ষিত থাকবে, বাবার হৃদয়ে এক হয়ে থাকবে - এই হলো সবথেকে সহজ আর তীব্রগতিতে যাওয়ার অথবা মায়াজিত হওয়ার পুরুষার্থ।

স্লোগান :-- দিব্য গুণের সর্ব অলংকারে যদি সেজে থাকো তাহলে অহংকার আসতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতো তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের বুদ্ধির তালাও খুলতে থাকবে। যে বাচ্চা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়, সে খুবই আনলাকী-অভাগা বাচ্চা"

প্রশ্নঃ - খাতায় (পুণ্যের) জমা করার আধার কি ? সবচেয়ে বেশী অর্জন হয় কিসের দ্বারা ?

উত্তরঃ - খাতায় জমা হয় - দানের ফলে। যত তুমি অন্যদেরকে বাবার পরিচয় দেবে, ততই তোমার আয় বৃদ্ধি হতে থাকবে। মুরলীর দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপার্জন হবে তোমার। এই মুরলী-ই শ্যাম (কুংসিত) থেকে সুন্দর বানায়। মুরলীতেই জাদু আছে ভগবানের। এই মুরলীর দ্বারাই তুমি ধনীর থেকেও আরও ধনী খুব সম্পত্তিবান হতে পারো।

 *গীত :-* "হামে উন্ রাহো পর চলনা হয়্য, যাঁহা গিরনা ঔর সাম্বলনা হয়্য।" *(তার দিশাতেই চলবো আমরা, যদি হোচটও খাই, সামলে তো নিতে পারব।)*

ওম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, জীবনে চলার পথে যেমন হোঁচট খেয়ে পড়তে হয় তেমনি আবার তা সামলেও উঠতে হয়। প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যাওয়া যেন পড়ে গিয়ে হোঁচট খাওয়া। আবার তা সামলে ওঠা তখনই, যখন বাবা স্মরণে আসে। মায়্যা-ই বাবাকে স্মরণ করা ভুলিয়ে দেয়- যদিও তা নতুন কিছু নয়। তা না হলে কেউই এক মুহূর্তও বাবাকে ভুলে থাকতে পারতো না। যেমন স্ত্রী তার পতিকে কখনো ভোলে না। বাগান (সাগাই) হলেই বুদ্ধির যোগ তার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তারপর আর ভুলতেই পারে না। কিন্তু পতি তো পতি-ই, তেমনি এই বাবাও তো বাবা-ই। আর এই বাবা- নিরাকার বাবা, যাকে আবার 'সাজন'ও (প্রিয়তম) বলা হয়। আর 'সজনী' (প্রিয়া) বলা হয় তার ভক্তদেরকে। বর্তমান সময়কালে সবাই ভক্ত কিন্তু ভগবান একজনই। ভক্তদেরকে 'সজনী' আর ভগবানকে 'সাজন' অথবা ভক্তদেরকে 'বালক' আর ভগবানকে 'বাবা' বলা হয়। পতিদেরও পতি অথবা সকল পিতাদের পিতা কিন্তু একজনই। *প্রত্যেক আত্মার এক ও একমাত্র একই বাবা- যিনি পরমাত্মা।* কিন্তু জাগতিক বা লৌকিকে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পৃথক বাবা। *একমাত্র এই এক ও একমাত্র পারলৌকিক পরমপিতা সকল আত্মাদেরই বাবা যিনি 'গড়-ফাদার'। যার নাম 'শিববাবা'!* কেবল মাত্র গড়-ফাদার, মাউন্ট আবু লিখলেই কি চিঠি পৌঁছে যাবে? নামও তো লিখতে হবে। -তাই না ! ইনি অসীম-বেহদের বাবা। ঔনার নাম 'শিব'! যেমন 'শিবকাশী' বলা হয়। ওখানে 'শিব'-এর মন্দির আছে। শিব সেখানেও কখনও অবশ্যই গিয়ে থাকবেন। যেমন রামের বেলায় দেখানো হয়, রাম এখানে - ওখানে গিয়েছিলেন, তেমনি গান্ধীর বেলাতেও দেখানো হয় এখানে, ওখানে! এতেই তা প্রমাণ হয়। তাই শিববাবার চিত্রও এখানে ওখানে আছে। আচ্ছা, শিববাবা তো নিরাকার। তবে কেন ও ঔনাকে ফাদার (পিতা) বলা হয়, আর কাউকেই এমন ভাবে সবার ফাদার বলা হয় না ? শিববাবা আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও ফাদার। তাই তো ঔনার নাম 'শিব'। কাশীতে যেমন ঔনার মন্দির আছে, তেমনি উজ্জয়িনীতেও শিবের মন্দির আছে। কিন্তু এত মন্দির বানানো হয়েছে কেন, তা কেউ জানে না।

লোকেরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে, তারা একথাও বলে, এরাই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। কিন্তু সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল কখন, কিভাবেই বা তারা সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়েছিল, তা কেউই জানে না। পূজারী যাকে পূজা করে, তার গুণ ও কর্ম-কর্তব্যকেই যদি না জানে, তবে তো তাকে অন্ধশ্রদ্ধাই বলা হবে, তাই না। তেমনি এখানেও তোমরা ঔনাকে "বাবা" বলে ডাকো, কিন্তু তাঁর পুরো পরিচয় যদি না জানো ? এমন কি সঠিক ভাবে তোমরা এই (শরীরধারী) মাতা-পিতাকেও জানো না। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজারী লক্ষ্মী-নারায়ণকে না জেনেই কেবল পূজাই করে। লোকেরা শিব-মন্দিরে গিয়ে শিবের মহিমাই কীর্তন করে খালি, গানের মাধ্যমেই তারা আবার বলে, তুমিই মোদের মাতা-পিতা! কিন্তু তিনি কেমন মাতা-পিতা, কখন তা হয়েছিলেন - এসব কিছুই জানে না তারা। তেমনি ভারতবাসীরাও একেবারেই কিছু বোঝে না। অথচ খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা নিজেদের যীশুখৃষ্টকে বা গৌতমবুদ্ধকে স্মরণ করে। ফুট করে তাদের জীবন-চরিত, কর্ম-কর্তব্য বলে দেবে। তারা এও বলতে পারে, অমুক সময়ে যিশুখ্রিস্ট এসেছিলেন খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভারতবাসীরা যাকে পূজা করে, তারা তাদের বিষয়ে কিছুই জানে না - তিনি প্রকৃত কে? আর না জানে শিবকে, না তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর-কে, এমন কি জগৎ অশ্বা ও জগৎ পিতাকেও। লক্ষ্মী-নারায়ণের বিষয়েও কিছু জানেই না, তবুও পূজা করতেই থাকে। যাদের পূজা করে, তাদের জীবন-চরিত, গুণাবলী, কর্ম-কর্তব্য কি -এসব কিছুই জানে না তারা। তাই বাবা

স্বয়ং বসে বাচ্চাদের তা বোঝাচ্ছেন - *তোমরা বি.কে.-রা যখন স্বর্গ-রাজ্যে ছিলে, তোমাদের আত্মা আর শরীর উভয়ই পবিত্র ছিল, তাই তোমরা রাজত্ব করতে সেই স্বর্গ-রাজ্যে। প্রতি কল্পে তোমরাই সেই রাজত্ব ভোগ করো। তোমরাই পুনঃ পুনঃ জন্ম নিয়ে পুরো ৬৪-জন্ম ভোগ করতে করতে নিজেদের সেই রাজ্য-ভাগ্য খুঁয়ে ফেলে দিব্য- সুন্দর থেকে কুৎসিত -শ্যামে পরিণত হও।* লোকেরা তো আজকাল নারায়ণকেও কালো কুৎসিত রূপের বানায়। এতেই প্রমাণিত হয়, শৈশবের কৃষ্ণই পরবর্তীতে নারায়ণ হন। কিন্তু লোকেরা এসব কথা একেবারেই বোঝে না।

যাদবকুলের আবিষ্কার মিসাইল আর কৌরব ও পাণ্ডবেরা ভাই-ভাই। কৌরবেরা আসুরী-ভাই আর পাণ্ডবেরা দৈবী-ভাই। পূর্বে পাণ্ডবেরাও আসুরী ছিল, বাবা তাদেরকে উন্নত করে দৈবী-কুলের বানিয়েছেন। কিন্তু অবশেষে কি পরিণতি হলো এই দুই প্রকার ভাইয়েদের মধ্যে? পাণ্ডবদের নিশ্চয়তার জয় আর সংশয় বুদ্ধিদারী কৌরবদের বিনাশ। মাশ্বা-বাবা যদিও বা তোমাদেরকে সেইসব শুনিয়ে থাকেন, তারাও কিন্তু কৌরব-পাণ্ডবের বিনাশের বিস্তারিত তেমন ভাবে জানেন না। এখানে যারা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, সেইসব বাচ্চারা সঠিক ভাবে বোঝে না যে, এই বাবাই সেই বাবা যিনি তাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই তাদের মধ্যেও সেই নিশ্চয়তা আসে না। ফলে তারা দেহ-অভিমানী হবার কারণে, দেহের সম্বন্ধের মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিদেরই স্মরণ করতে থাকে। কিন্তু এখানে তো দেহী (নিরাকার) বাবাকেই স্মরণ করতে হয়। যা এক নতুন পদ্ধতি। সাধারণ মানুষেরা তা বুঝে উঠতেই পারে না। তাই তো এখানে তারা সেই মাতা-পিতার সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও সঠিক ভাবে জানতে পারে না বাচ্চারা। সত্যি, কি আশ্চর্যের - তাই না? যাদের (অলৌকিক) জন্ম হলো এখানে, তবুও তারা তা জানে না, বাবা যে নিরাকার। তাই তারা স্পষ্ট ভাবে বুঝে উঠতেও পারে না। ফলে বাবার শ্রীমতে চলতে না পেরে আশ্চর্যবৎ ভাগন্তী হয়ে যায়। যার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের আগামী ২১-জন্মের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়, তাকেই যদি না জানতে পারে.....! এই বোধ না আসার কারণেই তারা ছেড়ে চলে যায়। আর যারা বাবাকে জানতে পারে - তারা হয় সৌভাগ্যবান। সবার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মুক্তিদাতা একমাত্র এই বাবা। দুনিয়াটাই এখন কত প্রকারের দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই যে ভ্রষ্টাচারী রাজ্য। অবিনাশী ড্রামা অনুসারে ৫-হাজার বর্ষ বাদে এই সৃষ্টি-জগৎ আবারও এমনই ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াই হবে। আবার বাবা এসে সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী স্বরাজ্য স্থাপন করবেন। তোমরা এখানে এসেছো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। বর্তমান দুনিয়াটা মনুষ্য দুনিয়া। এখানকার মানুষেরা হয় পতিত। দেবতাদের দুনিয়া সত্যযুগ। যেখানে থাকে পবিত্র দেবতারা। যা কেবল তোমাদেরকেই বোঝানো হয়, ফলে তোমরাও ব্রাহ্মণে পরিণত হও। যারা যেমন যেমন স্তরের ব্রাহ্মণ হতে থাকবে, তারা তেমনই বুঝতে থাকবে। সবাই তো আর তেমন ব্রাহ্মণ হবে না। যারাই ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তারাই পরবর্তীতে দেবতা হতে পারবে। কিন্তু প্রথমে ব্রাহ্মণ হতে না পারলে দেবতা হওয়া যায় না। অন্তর থেকে বাবা-মাশ্বা বলতে পারলেই ব্রাহ্মণ কুলের হওয়া যায়। এরপর যা কিছু প্রাপ্তি তা হয় এই জ্ঞানের পাঠ আর পুরুষার্থের অনুসারে।

এখন আবার নতুন করে রাজ্য স্থাপনার কার্য চলছে। ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ইত্যাদিরা কোনও রাজ্য স্থাপন করেন না। যীশুখ্রীষ্টও একাই আসেন। যীশুর আত্মা কারও শরীরে প্রবেশ করে খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করেন, তারপর উপরে থাকা খ্রিস্টান ধর্মের আত্মারা তারাই আসতে থাকে ধীরে ধীরে। খ্রিস্টানদের সব আত্মাই এখন এই দুনিয়ায়। অস্তিম্বে সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। এই বাবা সবার গাইড হয়ে সবাইকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করেন। এই বাবাই সমগ্র মনুষ্যের মুক্তিদাতা ও গাইড। সব আত্মাকেই উনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মারা পতিত হওয়ার কারণে এইভাবে ফিরে যেতে পারে না, যেহেতু নিরাকারী দুনিয়া পবিত্র দুনিয়া। বর্তমানের এই সাকারী সৃষ্টি-জগৎ পতিত হয়ে আছে। কিন্তু তাকে পবিত্র বানাবে কে, যাতে আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারে? তাই তো লোকেরা ওনাকে ডাকে-"ও গড়-ফাদার এসো। গড়-ফাদারও এসে জানায়, কল্পে মাত্র একবারই আসেন উনি। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই ভ্রষ্টাচারী হয়ে ওঠে। কত গোলা-গুলি, কত বোম্-বারুদ, এইসব বানায়, একে অপরকে মারার জন্য। একদিকে যেমন বোম্-টোম্ বানায়, অপরদিকে তার উপর আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত - এত সবে মানুষ তো অসুস্থ হয়েই পড়বে - আবার ধরিগ্রীরও তো সারের প্রয়োজন। ময়লা আবর্জনা থেকেই তো সার হয়। সমগ্র সৃষ্টি জগতেই সারের প্রয়োজন এখন, তবেই তো আগামীতে খুব সুন্দর ফসল ফলবে। সত্যযুগে একমাত্র এই ভারত ভূ-খণ্ডই থাকে। বাকী যত ভূ-খণ্ড আছে সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তাই তো বাবা এসে এখানেই দৈবী-রাজধানী স্থাপন করেন। যেহেতু বাকী অংশ তো ধ্বংসই হয়ে যাবে। আর তোমরা বি.কে.-রা যাবে স্বর্গ-রাজ্যে। যে স্বর্গ-রাজ্যকে সবাই স্মরণ করে। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা কাদের ভাগ্যে যায় - তা জানে না কেউ। যেমন কেউ মারা গেলে লোকেরা বলে সে স্বর্গবাসী হলো। আরে, কলিযুগে যে মারা যাবে, সে তো আবারও এই কলিযুগেই পুনঃজন্ম নেবে। এই সামান্য বুদ্ধিটুকুও নেই কারও। অথচ কত বড়-বড় পদবী এদের, 'ডক্টর অফ ফিলোজফী ইত্যাদি কত কিছু। অথচ প্রকৃত বোধ-বুদ্ধিই নেই। এই মানুষেরাই একদা মন্দিরে থাকার উপযুক্ত ছিলো। সেই সময়টা ছিল

ক্ষীর-সাগর, বর্তমানে যা বিষয়-সাগর। বাবা বাচ্চাদেরকে এসব কথাই বোঝাচ্ছেন। মহামূল্য এই জ্ঞানের পাঠ, তা শেখাবেন তো মানুষদেরকেই, জঙ্ক-জানোয়ারকে তো আর তা পড়ানো যায় না!

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন -পূর্ব নির্ধারিত এই অবিনাশী ড্রামা বহু পূর্ব থেকেই তার চিত্রপট বানানো থাকে। যে যেমন বিত্তবান মানুষ, তার ফার্নিচার তেমনই হয়। গরীবের থাকবে পোঁড়া মাটির পাত্র, আর সম্পত্তিবানের থাকবে কত নানা ধাতুর কত প্রকারের আসবাব। তেমনি তোমরা অর্থাৎ বি.কে.-রাও সত্যযুগে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে হীরে-জহরৎ-এর মহল-এর মালিক হও। স্বর্গ-রাজ্যে কোনও প্রকারের ময়লা-আবর্জনা থাকে না। কোনও দুর্গন্ধ ইত্যাদিও নেই। এখানে তো কেবল দুর্গন্ধই দুর্গন্ধ। তাই এত প্রকারের ধূপকাঠি ইত্যাদি জ্বালানো হয়। সেখানে প্রাকৃতিক ফুলের কি সুন্দর গন্ধে চারিদিক ভরে থাকে। ধূপকাঠির প্রয়োজনই পড়ে না। তাই তো তাকে স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানাতে। একবার ভেবে দেখো, কত সাধারণ এই বাবা। তবুও এমন বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও তোমরা। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকলেই এমন ভুল হয়। যাদের থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়, এমন মাতা-পিতাকে ভুলে যাওয়া দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বা হতে পারে। বাবা এসে বাচ্চাদের উচ্চ থেকেও উচ্চতর বানান। এমন মাতা-পিতার নির্দেশিত পথে না চলতে পারলে তাকে ১০০% মোস্ট আনলাকী অভাগাই তো বলবে। এদেরও আবার ক্রমিক আছে। কোথায় জ্ঞানের পাঠ পড়ে জ্ঞান ধারণ করে সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়া, আর কোথায় চাকর-বাকর হওয়া। তা তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারবে, অদ্যাবধি কে কতটা জ্ঞান ধারণ করতে পেরেছে। ধর্ম স্থাপনের জন্য কেবলমাত্র ধর্ম পিতারাই আসে। আর এখানে মাতা-পিতা উভয়েই আছেন, যেহেতু এটা প্রবৃত্তি-মার্গ। পূর্বে যা ছিল পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গ, এখন তা হয়েছে অপবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গ। তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, ওনাদের সন্তানসন্ততিও তেমনই পবিত্র ছিল। তোমরা নিজেরাই এখন তা বুঝতে পারবে, কি হতে চলেছে তোমরা? যে মাতা-পিতা তোমাদেরকে এত উচ্চতর বানাতে চলেছেন, তাদেরকে অনুসরণ করা উচিত কি না? এই ভারত-ভূখণ্ডকেই সব দেশের মাতা-পিতা বলা হয়। সত্যযুগে যেমন সবাই পবিত্র ছিল, এখন তেমনি সবাই পতিত। কত সহজ-সুন্দর সরল ভাবে এসব বোঝানো হয়, কিন্তু বাবাকে তেমন ভাবে স্মরণ করতে পারো না বলেই বুদ্ধির তালা বন্ধই থেকে যায়। জ্ঞান শুনতে শুনতে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে, তালা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। জাগতিক স্কুলগুলিতে যেমন ক্রমিক অনুসারেই হয় সবকিছু। কেউ হয় মূর্খ-নির্বোধ পাথর বুদ্ধির আবার কেউ বা হয় জ্ঞানী-বুদ্ধিমান পরশ পাথরের মতন। যারা পাথর বুদ্ধির তাদের বোধে কিছুই ঢোকে না, তাই তারা সারা দিনে ৫-মিনিটও বাবাকে স্মরণ করে না। ৫-মিনিট স্মরণ করলে একটু তো তালা খুলবে। আর অনেক সময় স্মরণ করলে, অনেকটাই তালা খুলবে। সবকিছুই নির্ভর করছে স্মরণের উপর। কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখে-"প্রিয় বাবা" অথবা "প্রিয় দাদা", কিন্তু কেবলমাত্র "প্রিয় দাদা" লিখে পোস্ট করলে চিঠি কি আর সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবে? তাতে তো কারও নামেরও দরকার। এমন দাদা-দাদী তো দুনিয়াতে অনেক আছে। আচ্ছা!

আজ দীপাবলী উৎসব। দীপাবলীতে নতুন হিসেবের খাতা চালু হয়। তোমরা বি.কে.-রই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। জাগতিক ব্রাহ্মণেরা ব্যবসায়ীদের নতুন হিসাবের খাতা রাখতে বলেন। তেমনি তোমাদেরও নিজেদের নতুন খাতা রাখা উচিত, নতুন দুনিয়ার জন্য। ভক্তি-মার্গে তোমাদের যে খাতা ছিল, তা তো কেবল লোকসান আর লোকসানের খাতা। এখন তোমরা অসীম বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছো, বেহদের সুখ-শান্তিও পাচ্ছো। এসব বোঝাচ্ছেন সেই বেহদের বাবা, আর তা বুঝতে পারে একমাত্র বেহদের সুখ পাওয়া বাচ্চারা। লক্ষ-কোটির মধ্যে কেউ কেউ বাবার সান্নিধ্য আসার সৌভাগ্য লাভ করে। পথে চলতে চলতে পুণ্যার্জনে লোকসান হতে থাকলে, যা জমা হয়েছিল, তাও বাতিল হয়ে যায়। পুণ্য-জমার খাতা তখনই বৃদ্ধি পাবে, যদি তুমি নিজে দান-ধ্যান করো। দান না করলে তোমার পুণ্যার্জন বৃদ্ধিও হয় না। তোমরা যে পুরুষার্থ করো, তাও পুণ্যার্জনের লক্ষ্যেই। কিন্তু তা সফল তখনই হবে, যখন কারওকে কিছু দান-ধ্যান করো, কারও কিছু উপকার হয় তখনই। যেমন, কারওকে যখন বাবার পরিচয় দিলে, তখন তোমার খাতায় পুণ্যার্জন জমা হলো। পরিচয় না দিলে জমা হবে কোথেকে! তোমাদের এই রোজগার অনেক বড় অর্জন। মুরলীর জ্ঞানার্জনই তোমাদের প্রকৃত পুণ্যার্জন হয়। কিন্তু এই ধারণা স্পষ্ট হতে হবে এই মুরলী কার? বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝেই গেছো যারা এখন 'শ্যাম' হয়ে আছে 'সুন্দর' হবার জন্য তাদের মুরলী শুনতেই হবে। "আহা রে মুরলী, তোর মধ্যে কি এমন জাদু আছে রে।" --যা স্বয়ং ভগবানের জাদু। অর্থাৎ এই মুরলীতেই আছে ভগবানের জাদু। এই জ্ঞান তোমরা কেবল এই সময়কালেই পেয়ে থাকো। এমন কি দেবতারাও এই জ্ঞান পায় না। যেখানে তাদেরই এই জ্ঞান ছিলো না, তবে আর তার পরবর্তীদের তো তা থাকবেই না। বই-পুঁথি, শাস্ত্র-ইত্যাদি এসবের উদ্ভাবন তো অনেক পরে হয়, যদিও তা ভুলেই পরিণত হবে। প্রকৃত গীতা খুব কমই আছে। কিন্তু অন্য প্রকারের হাজার ধরণের, লক্ষ-লক্ষ প্রকারের গীতা সারা দুনিয়ায় অনেকই আছে। আর এটাই হলো

প্রকৃত গীতার আসল চরিত্র। লোকেদের সেইসব গীতা থেকে এতকিছু ধারণা হবে না, যতটা হবে, গীতার চিত্রগুলি বুঝতে পারলে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) মনোযোগ সহকারে এই স্তানের পাঠ পড়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান বানাতে হবে। দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে পাক্ষা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) দেহী (অশরীরী) বাবাকে স্মরণ করতে গেলে নিজেকেও দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহের ভাবকে ভোলার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে।

বরদান:- দিব্য গুণগুলিকে আহ্বানের দ্বারা সর্ব প্রকারের অবগুণগুলিকে আহুতি দিয়ে সন্তুষ্ট-আত্মা ভব*
দীপাবলীতে যেমন বিশেষ পরিষ্কার ও রোজগারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তেমনি তোমারও উচিত সর্ব-প্রকার পরিষ্কারের আর রোজগারের লক্ষ্য রেখে সন্তুষ্ট আত্মা হওয়া। সন্তুষ্টতার দ্বারাই সর্ব-প্রকারের দিব্য গুণগুলিকে আহ্বান করতে পারবে। তাতেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অবগুণগুলির আহুতি হয়ে যাবে। ভিতরের দুর্বলতা, অভাব, এবং যে নির্বলতা ও কোমলতা আছে, সেগুলি সমাপ্ত করে, এখন আবার নতুন খাতা শুরু কর, যাতে নতুন সংস্কারের নব-বস্ত্র ধারণ করে প্রকৃত দীপাবলী উৎসব পালন করতে পারো।

শ্লোগান:- ব্রাহ্মণ কুলের দীপক সে-ই হতে পারে যার স্মৃতির জ্যোতি সদাই জাগ্রত থাকে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যিকারের দীপাবলি তো নুতন দুনিয়াতে হবে। তাই তোমাদের এই পুরাতন দুনিয়ার মিথ্যা উৎসবগুলো দেখার ইচ্ছে হওয়া উচিত নয়।”

প্রশ্নঃ - তোমরা হলে পবিত্র হংস, তোমাদের কর্তব্য কি?

উত্তরঃ - আমাদের কর্তব্য হল কেবল বাবাকে স্মরণ করা এবং সকলের বুদ্ধিকে কেবল বাবার সাথেই যুক্ত করা। আমরা পবিত্র হচ্ছি এবং সবাইকে সেইরকম বানাচ্ছি। আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর কর্তব্যে সর্বদা নিযুক্ত থাকতে হবে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, গাইডের মতো মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির রাস্তা বলতে হবে।

গীতঃ- তুমহে পাকে হমনে জাঁহা পা লিয়া হয়... (তোমাকে পেয়ে আমরা গোটা দুনিয়া পেয়ে গেছি)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। বাচ্চারা বলছে যে আমরা স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করছি। সেই রাজত্বকে কেউ জ্বালাতে পারবে না, কেউ ছিনিয়ে নেবে না অথবা আমাদেরকে পরাজিত করে কেউ সেই রাজত্ব নিয়ে নেবে না। আত্মারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই বাবাকে মাতা-পিতাও বলা হয়। যে মাতা-পিতাকে চিনতে পারে, সে-ই এই সংস্কার আসতে পারে। বাবাও বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়াই এবং রাজযোগ শেখাই। বাচ্চারা এখানে এসে জীবিত অবস্থাতেই বেহদের বাবার সন্তান হয়ে যায়। জীবিত সন্তানকেই তো দত্তক নেওয়া হয়। তুমি আমার, আমি তোমার। তোমরা কেন আমার সন্তান হয়েছ? তোমরা বলো - বাবা, তোমার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য আমরা তোমার সন্তান হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে এইরকম বাবাকে কখনো ত্যাগ করো না যেন। নাহলে তার ফল কি হবে? স্বর্গের রাজত্বের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাবে না। মাঝমাঝে বাবা তো মহারাজা-মহারানী হন। তাই পুরুষার্থ করে ঠিক ততটাই উত্তরাধিকার নিতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা পুরুষার্থ করতে করতে বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। তারপর বিকারের বশীভূত হয়ে যায় অথবা নরকে গিয়ে পড়ে। নরককে হেল এবং স্বর্গকে হেভেন বলা হয়। তোমরা বলো- আমরা এখন নরকে আছি, তাই সদাকালের জন্য স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার বাচ্চা হয়েছি। হেভেনলি গড ফাদার, অর্থাৎ যিনি স্বর্গের রচয়িতা, তিনি যতক্ষণ না আসছেন, ততক্ষণ কেউ হেভেনে (স্বর্গে) যেতে পারবে না। তাঁর নামটাই হল হেভেনলি গড ফাদার। এটাও তোমরা জেনেছ। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা বরাবর ৫ হাজার বছর আগের মতো বাবা কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে এসেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতে চলতে মায়ার তুফান একদম খারাপ করে দেয়। তারপর পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ মরে যায়। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরে হাত ছেড়ে দেওয়ার অর্থ নুতন দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যাওয়া। হেভেনলি গড ফাদার-ই নরকের দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড হয়ে যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম, সেই সুইট সাইলেন্স হোমে নিয়ে যান। তারপর সুইট হেভেনের রাজত্ব প্রদান করেন। *বাবা আমাদেরকে দুটো জিনিস দেওয়ার জন্য এসেছেন - গতি এবং সদগতি।* সত্যযুগ হল সুখধাম, কলিযুগ হল দুঃখধাম। আর আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি, সেটা হল শান্তিধাম। এই বাবা আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সুখ-শান্তি প্রদান করেন। এই অশান্তির দেশ থেকে আমরা প্রথমে শান্তির দেশে যাব। সেই স্থানকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়। আমরা সেখানেই থাকি। আত্মারা বলছে - ওটা হল আমাদের সুইট হোম। এরপর আমরা এখন যে পাঠ পড়ছি, তার ফলস্বরূপ স্বর্গের রাজধানী পাব। বাবার নামটাই হল হেভেনলি গড ফাদার, লিবারেটর, গাইড, নলেজফুল, রিসফুল, জ্ঞানের সাগর। তাঁকে দয়াময়ও বলা হয়। তিনি সকলের ওপরেই দয়া করেন। তব্দের ওপরেও তিনি দয়া করেন। সকলেই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও তো দুঃখ পায়। কাউকে মারলে তো কষ্ট হবেই। বাবা বলছেন, শুধু মানুষই নয়, আমি সবাইকেই দুঃখ থেকে মুক্ত করি। কিন্তু জানোয়ারদেরকে তো আমার সাথে নিয়ে যাব না। এটা কেবল মানুষদের জন্যেই। এইরকম বেহদের বাবা কেবল একজনই আছেন। বাকি সবাই দুর্গতিতে নিয়ে যায়। তোমরা জানো যে বেহদের বাবা-ই স্বর্গের এবং মুক্তিধামের গিফ্ট অর্থাৎ উত্তরাধিকার দেন। বাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল ভক্তই সেই ভগবান অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করে। খ্রিস্টানরাও গডকে স্মরণ করে। শিববাবা-ই হলেন হেভেনলি গড ফাদার। তিনিই হলেন নলেজফুল এবং রিসফুল। এইসব কথার অর্থ তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ফ্রম রয়েছে। কেউ কেউ এমনও আছে, তাকে যতই জ্ঞানের সজ্জায় সজ্জিত করা হোক, তাও সে বিকারের বশীভূত হবে অথবা দুনিয়ার নোংরা জিনিস দেখবে। কোনো কোনো বাচ্চা দীপাবলি দেখতে যায়। কিন্তু বাস্তবে আমার বাচ্চা হয়ে এই দীপাবলি দেখা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে তো ইচ্ছে হবেই। তোমাদের দীপাবলি তো সত্যযুগে হবে, যখন

তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সবাইকে বোঝাও যে বাবা আসেন সুইট হোম এবং সুইট হেভেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যে ভালোভাবে পড়বে, ধারণ করবে, সে-ই স্বর্গের রাজধানীতে আসবে। কিন্তু ভাগ্যেও থাকতে হবে। *শ্রীমৎ অনুসারে না চললে শ্রেষ্ঠ হবে না। এটাই হল শ্রী শিব ভগবানুবাচ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বাবার পরিচয় না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি করবে। যখন পাকাপাকি ভাবে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন আপনা-আপনিই ভক্তি ছেড়ে দেবে*। তোমরা হলে হোলি (পবিত্র) হংস। তোমরা গড ফাদারের ডাইরেকশন অনুসারে সবাইকে পবিত্র বানাচ্ছ। ওরা তো কেবল হিন্দুদেরকে, কেবল মুসলমানদেরকে কিংবা কেবল খ্রিষ্টানদেরকে বানায়। তোমরা আসুরিক মানুষদেরকে পবিত্র বানাচ্ছ। পবিত্র হলেই হেভেন অথবা সুইট হোমে যেতে পারবে। নান বাট ওয়ান, তোমরা কেবল বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। যেহেতু কেবল বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাই কেবল সেই বাবাকেই স্মরণ করব। তোমরা নিজেরা পবিত্র হচ্ছ এবং অন্যকেও পবিত্র হওয়ার জন্য সাহায্য করছ। ওই নান-রা (সল্যাসিনীরা) কাউকে পবিত্র বানায় না কিংবা নিজের মতো সল্যাসিনীও বানায় না। কেবল হিন্দুদেরকে খ্রিষ্টান বানায়। তোমরা হলে হোলি নান্স। তোমরা সবাইকে পবিত্র বানাচ্ছ এবং সকল আত্মার বুদ্ধিকে গড ফাদারের সাথে যুক্ত করছ। গীতাতেও রয়েছে - দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ কর। এরপর জ্ঞান ধারণ করলেই রাজস্ব পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে এভার-হেলদী হবে এবং নলেজের দ্বারা এভার-ওয়েলদী হবে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। ইনি হলেন ব্রহ্মা। শিববাবা এনার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এনার দ্বারা তোমরা জ্ঞানলাভ করছ। এরপর তোমাদের কাছ থেকে অন্যেরা পাচ্ছে।

কোনো কোনো বাচ্চা বলে - বাবা, আমি এই রুহানি হাসপাতাল খুলেছি যেখানে রোগী মানুষরা এসে নিরোগী হবে এবং স্বর্গের উত্তরাধিকার নেবে, নিজের জীবন সফল করবে, অনেক সুখ পাবে। তখন সে অবশ্যই অনেকের আশীর্বাদ পাবে। বাবা আগেও একদিন বুঝিয়েছিলেন যে গীতা, ভাগবৎ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি যেসব ভারতীয় শাস্ত্র রয়েছে, সেগুলো পাঠ করা, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, তীর্থ ইত্যাদি করা, এইসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী অর্থাৎ ঘোল। কেবল শ্রীমৎ ভাগবৎ গীতার দ্বারা-ই ভারত প্রকৃত মাখন লাভ করে। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতাকেও খন্ডন করা হয়েছে। জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-র পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম বলে দিয়ে ঘোল বানিয়ে দিয়েছে। এটাই হল সবথেকে বড় ভুল। এখন তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের সাগর ডাইরেক্ট জ্ঞান দিচ্ছেন। তোমরা এখন জেনেছ যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সৃষ্টিরূপী এই কল্পবৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়? তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সর্বোচ্চ কুল, শিববাবা হলেন তোমাদের পিতা। এরপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবে। এটা অনেকটা ডিগবাজির মতো। এটাকে ৮৪ জন্মের চক্র বলা হয়। যারা বেদ-সম্মেলন করে, তোমরা তাদেরকেও বোঝাতে পারো। ভক্তি হল ঘোল আর জ্ঞান হল মাখন। এই মাখনের দ্বারা-ই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। যদি তুমি এখন বিস্তারিত ভাবে এই জ্ঞান বুঝতে চাও তাহলে ধৈর্য ধরে শোনো। ব্রহ্মাকুমারীরা তোমাদেরকে বোঝাতে পারবে। শাস্ত্রতেও লেখা আছে যে অন্তিমে এই বাচ্চারা-ই ভীষ্ম পিতামহ, অশ্বখামা ইত্যাদি ব্যক্তিকে জ্ঞান দিয়েছিল। অন্তিমে এরা সকলেই বুঝতে পারবে যে এরা ঠিক কথাই বলছে, অন্তিমে এরা অবশ্যই আসবে। তোমরা যখন প্রদর্শনী করো, তখন কত হাজার হাজার মানুষ আসে, কিন্তু সবাই তো নিশ্চয়বুদ্ধি হয় না। কোটির মধ্যে এমন কয়েকজন থাকে যারা ভালোভাবে বুঝে নিশ্চিত হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি লাকি জ্ঞানের নক্ষত্রদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ:-

১) নিজে পবিত্র হয়ে, অপরকেও নিজের মতো পবিত্র বানাতে হবে। কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কাউকে স্মরণ করা যাবে না।

২) অনেক আত্মার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য রুহানি হাসপাতাল খুলতে হবে। সবাইকে গতি এবং সদগতির রাস্তা বলতে হবে।

বরদানঃ:- নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে লৌকিকের মধ্যেও অলৌকিক ভাবনা রেখে ডবল সেবাধারী অর্থাৎ ট্রাস্টি হও*
কোনো কোনো বাচ্চা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়। মনে করে যে এইরকম পরিস্থিতি কখনোই বদলাবে না। এইরকম ভাবে হতাশ হয়ে যেও না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে আমিশ্বভাবের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধি

সরিয়ে চলতে থাকে। কোনো কোনো আত্মার ভক্তির হিসাবপত্র মিটেতে একটু সময় লাগে। তাই ধৈর্য্য ধরে, সাক্ষীর আসনে বসে, ওইসব আত্মাদেরকে শক্তি এবং শান্তির সহযোগ দিতে থাকে। লৌকিকের মধ্যেও অলৌকিক ভাবনা রাখো। ডবল সেবাধারী অর্থাৎ ট্রাস্টি হও।

স্লোগান:- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শ্রেষ্ঠ বানানো - এটাই হল সত্যিকারের সেবা।*

-:মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য:-

১) “এই ঐশ্বরীয় সংসঙ্গ কোনো কমন সংসঙ্গ নয়”

আমাদের এই ঐশ্বরীয় সংসঙ্গ কোনো কমন (সাধারণ) সংসঙ্গ নয়। এটা হল ঐশ্বরীয় স্কুল অথবা কলেজ। এই কলেজে রেগুলার স্টাডি করতে হয়। বাকি সব জায়গায় তো কেবল সংসঙ্গ করা হয়। কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে শুনল, তারপর আবার আগের মতোই হয়ে যায়। কারন ওখানে এইরকম কোনো রেগুলার পড়াশুনা হয় না যেখান থেকে কিছু প্রাপ্তি হবে। তাই আমাদের এই সংসঙ্গ কোনো কমন সংসঙ্গ নয়। এটা হল ঐশ্বরীয় কলেজ যেখানে স্বয়ং পরমাত্মা বসে থেকে শিক্ষা দেন এবং আমরা সেই পাঠ সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি। স্কুলে যেমন মাস্টারমশাই প্রতিদিন পড়ান এবং শেষে ডিগ্রী প্রদান করা হয়, ঠিক সেইরকম এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা গুরু, পিতা এবং টিচারের রূপে আমাদেরকে পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করান। তাই এই স্কুলের সাথে যুক্ত হওয়া খুবই জরুরি। এখানে যারা আসে তাদেরকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে এখানে কিসের শিক্ষা দেওয়া হয়? এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের প্রাপ্তি কি হবে? আমরা তো জেনে গেছি যে স্বয়ং পরমাত্মা এসে আমাদেরকে ডিগ্রী দেন এবং এই একটা জন্মেই আমাদেরকে পুরো কোর্স শেষ করতে হবে। তাই যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানের কোর্স সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করবে, তারাই ফুল পাস হবে। কিন্তু যারা কোর্স চলাকালীন আসবে, ওরা তো এতটা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। ওরা কিভাবে জানবে যে আগে কি কোর্স করানো হয়েছে? তাই এখানে রেগুলার পড়তে হবে। এই জ্ঞান ধারণ করলেই আগে এগিয়ে যাবে। তাই রেগুলার স্টাডি করতে হবে।

২) “পরমাত্মার সত্যিকারের সন্তান হওয়ার পরে কোনো বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়”

যেহেতু পরমাত্মা নিজে এই সৃষ্টিতে অবতরণ করেছেন, তাই পরমাত্মাকে পাকাপাকি ভাবে নিজের হাত দিতে হবে। কিন্তু যারা বাবার পাক্কা এবং সত্যিকারের বাচ্চা, তারাই বাবাকে হাত দিতে পারবে। এইরকম বাবার হাত ছেড়ে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। যদি ছেড়ে দাও তাহলে অনাথ হয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? যখন একবার পরমাত্মার হাত ধরেই নিয়েছ, তখন সূক্ষ্ম ভাবেও পরমাত্মার হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প করা উচিত নয় কিংবা এইরকম সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয় যে আমি পাশ করতে পারব কি না। এমন কোনো কোনো বাচ্চা আছে যারা বাবাকে চিনতে না পেরে বাবার মুখে মুখে উত্তর দেয় আর বলে যে আমি কাউকে পরোয়া করি না। যদি এইরকম খেয়াল আসে, তাহলে বাবা কিভাবে এইরকম অযোগ্য সন্তানের দেখাশোনা করবেন? সেক্ষেত্রে বুঝে নাও যে তার পড়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত। কারণ মায়া তো ফেলে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে। মায়া তো অবশ্যই পরীক্ষা নেবে যে কোন যোদ্ধা কত বড় পালোয়ান হয়েছে। আমরা প্রভুর দ্বারা যত শক্তিশালী হব, মায়াও তত শক্তিশালী হয়ে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এইরকম অবশ্যই হবে। এটা একেবারে পারফেক্ট জুটি। প্রভু যত শক্তিশালী, মায়াও ততটাই শক্তি প্রদর্শন করবে। কিন্তু আমাদের তো পাক্কা নিশ্চয় আছে যে পরমাত্মা-ই হলেন মহান শক্তিশালী এবং পরিশেষে তাঁর-ই জিৎ হবে। প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদেরকে এই বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। মায়া তো অবশ্যই শক্তি প্রদর্শন করবে, প্রভুর সামনে সে কখনোই নিজের দুর্বলতা দেখাবে না। একবারের জন্যেও দুর্বল হলেই শেষ হয়ে যাবে। তাই মায়া যতই বল প্রয়োগ করুক, কিন্তু আমরা কখনোই মায়াপতির হাত ছাড়ব না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে হাত ধরে থাকলে তো বিজয় নিশ্চিত। যেহেতু পরমাত্মা-ই আমাদের মালিক, তাই কখনোই তাঁর হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্প আসা উচিত নয়। পরমাত্মা বলছেন - বাচ্চারা, আমি যেহেতু সমর্থ, তাই আমার সাথে থাকলে তোমরাও অবশ্যই সমর্থ হয়ে যাবে। বুঝেছ ?

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সেকেন্ডে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। বাবাকে যথাযথভাবে জেনে স্মরণ করো এবং সবাইকে বাবার পরিচয় দাও"

প্রশ্ন:- কোন্ নেশার আধারে তোমরা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারো?

উত্তর:- নেশা যেন থাকে যে আমরা এখন ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। সকল মানুষ মাত্রকে আমাদেরই সত্যের পথ বলে দিতে হবে। আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি। আমাদেরই নিজেদের রয়্যাল চলন দ্বারা বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে। বাবা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সবাইকে বলতে হবে।

গীত:- আগামী দিনের ভাগ্য হলে তোমরা

ওম্ শান্তি। এই গীত গাওয়া হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে, বাকি দুনিয়ার ভাগ্যের অর্থ কি, সে তো ভারতবাসী জানে না। সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন, সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তনকারী নরককে স্বর্গে পরিবর্তনকারী কোনো মানুষ হতে পারে না। এই মহিমা কোনো মানুষের নয়। যদি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হবে তাহলে কেউ কৃষ্ণের গ্লানি করতে পারবে না। মানুষ এই কথাও বোঝে না যে চতুর্থীর চন্দ্রমা কৃষ্ণ কিভাবে দেখলেন যে কলঙ্কিত হলেন। বাস্তবে কলঙ্ক কৃষ্ণকেও লাগেনা, গীতার ভগবানকেও লাগেনা। কলঙ্ক লাগে ব্রহ্মাকে। কৃষ্ণকে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে তাও নারী অপহরণের। শিববাবার কথা তো কারো জানা নেই। ঈশ্বরের খোঁজে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের গ্লানি তো করা হয় না। না-ই ঈশ্বর, না-ই কৃষ্ণকে কুকথা বলা হয়। দুজনেরই মহিমা হল উত্তম। কৃষ্ণের মহিমাও হল নম্বর ওয়ান। লক্ষ্মী নারায়ণের এত মহিমা হয় না কারণ তাঁরা হলেন বিবাহিত। কৃষ্ণ হলেন কুমার তাই তাঁর মহিমা বেশি, যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমাও এমনই গায়ন করা হবে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী..... কৃষ্ণকে তো দ্বাপরে বলা হয়। তারা ভাবে এমন মহিমা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে। এইসব কথা গুলি তোমরা বাচ্চারা জানো। এ তো হল ঈশ্বরীয় নলেজ, ঈশ্বর রাম রাজ্য স্থাপন করেছেন। রাম রাজ্যকে মানুষ বুঝতে পারে না। বাবা স্বয়ং এসে এই সবার জ্ঞান প্রদান করেন। গীতায় সবকিছু নির্ভর করছে, গীতায় ভুল লিখে দেওয়া হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ তো হয়নি অর্জুনের কথা নেই। এখানে তো বাবা বসে পাঠশালায় পড়াচ্ছেন। পাঠশালা যুদ্ধের ময়দানে হবে না। হ্যাঁ, এই যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সঙ্গে। তাকেই পরাজিত করতে হবে। মায়াকে হারিয়ে জগৎজিত হতে হবে। কিন্তু এইসব কথা একটুও বুঝতে পারে না। ড্রামাতে এমনটাই নির্দিষ্ট আছে। তাদেরকেই পরে এসে বুঝতে হবে। আর তোমরা বাচ্চারাই বোঝাতে পারো। ভীষ্ম পিতামহ প্রমুখকে হিংসক বাণ ইত্যাদি মারার কোনো ব্যাপারই নেই। শাস্ত্রে তো কত কথা লিখে দিয়েছে। তাদের কাছে গিয়ে মাতাদের সময় চেয়ে নেওয়া উচিত। বলো, আমরা আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে চাই। এই গীতা গায়ন করেছেন ভগবান। ভগবানের মহিমা আছে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন আলাদা। এই কথাতেই আমাদের সংশয় আছে। রুদ্র ভগবানুবাচ, ওঁনার এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু। এই হল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞান যন্তু। মানুষ তাও বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। ভগবান তো বাস্তবে একজনকেই বলা হয়, তাঁর মহিমা লেখা উচিত। এ হল কৃষ্ণের মহিমা, এবারে দুইজনের মধ্যে গীতার ভগবান কে? গীতায় লেখা আছে সহজ রাজযোগ। বাবা বলেন বেহদের সন্ন্যাস করো। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো, মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান। গীতায় আছে শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অতএব পরমপিতা পরমাত্মা শিব-কেই বলা হবে। কৃষ্ণ তো হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। গীতার ভগবান তো হলেন শিব, যিনি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। যথাযথভাবে শেষের দিকে সব ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সত্যযুগে একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সেই ধর্ম কৃষ্ণের দ্বারা নয় কিন্তু ভগবান স্থাপন করেছেন। এই হল ওঁনারই মহিমা। ওঁনাকেই স্বমেব মাতাশ্চ পিতা বলা হয়। কৃষ্ণকে বলা হবে না। তোমাদের সত্য পিতার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে ভগবান হলেন লিবারেটর এবং গাইড উনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, মশার মতন সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল শিবের কাজ। সুপ্রিম শব্দটি খুব ভালো। সুতরাং শিব পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, দুটি কথা প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। শিব তো জন্ম- মরণে আসবেন না। তিনি হলেন পতিত-পাবন। কৃষ্ণ তো পুরো ৮৪ জন্ম নেন। এবারে পরমাত্মা কাকে বলা যায়? এই কথাও লেখা উচিত। বেহদের পিতাকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে। সত্যযুগে যখন সনাথ হয়ে যাবে তখন সুখী হবে। কথা গুলো এমন স্পষ্ট হওয়া উচিত। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো আর বর্ষা প্রাপ্ত করো। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, এখনও শিববাবা এমনই বলেন। মহিমা পুরো লিখতে হবে। শিবায় নমঃ, তাঁর কাছে স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। এই সৃষ্টি চক্রকে বুঝলে তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাবে। এবারে

জাজ করো - রাইট কি ? বাচ্চারা তোমাদের সন্ত্যাসীদের আশ্রমে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা উচিত । সভা সম্মেলনে তাদের খুব অহংকার থাকে।

বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা থাকা উচিত যে মানুষকে সত্যের পথ কিভাবে বলে দেওয়া যায় ? ভগবানুবাচ - আমি এই সাধু সন্ত্যাসীদেরও উদ্ধার করি। লিবারেটর নামও আছে। বেহদের বাবা-ই বলেন আমার আপন হও। ফাদার শোজ সান তারপরে সান শোজ ফাদার হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ফাদার বলা হবে না। গড ফাদারের সন্তান সবাই হতে পারে। সবাই মানুষ মাত্রের সন্তান হতে পারে না। তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝানোর নেশা থাকা উচিত। বেহদের পিতার আমরা সন্তান, রাজার সন্তান রাজকুমার। তোমাদের চলন দেখো কতখানি রয়্যাল হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নামে ভারতবাসীরা কত কলঙ্ক লাগিয়েছে। তারা বলবে ভারতবাসী তো হলে তোমরাও। বলা হয়, আমরাও কিন্তু আমরা এখন সঙ্গমে আছি। আমরা ভগবানের সন্তান আর তাঁর কাছেই পড়াশোনা করি। ভগবানুবাচ - তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কৃষ্ণের কথা হতে পারে না। ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। রাজা জনক ইঙ্গিত দেখেই বুঝেছিলেন তাই না ! পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করেই ধ্যান মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্যান মগ্ন তো অনেকেই হয়। ধ্যান করলে নিরাকারী দুনিয়া ও বৈকুণ্ঠের দর্শন হবে। এ কথা তো জানো যে আমরা নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। পরমধাম থেকে এখানে এসে পাট প্লে করি। বিনাশও সামনে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, বুদ্ধি খাটাচ্ছে - এ হল সায়েন্সের চূড়ান্ত অহংকার, ফলে নিজেদেরই বিনাশ করে। বাকি মুন ইত্যাদিতে কিছু নেই। কথা তো খুব ভালো শুধু বোঝার জন্য যুক্তি চাই। আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা । তিনি হলেন তোমাদেরও পিতা। তাঁর মহিমা এবং কৃষ্ণের মহিমা দুই-ই আলাদা। এ হল রুদ্র অবিনাশী জ্ঞান যন্ত, এতেই সবকিছু আছতি হবে । এই পয়েন্ট গুলো খুবই ভালো, কিন্তু তার এখনও হয়ত দেরি আছে।

এই পয়েন্টও ভালো - প্রথম হল রুহানী যাত্রা, দ্বিতীয় হল দৈহিক যাত্রা। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে অস্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি হবে অর্থাৎ মুক্তি পাবে। স্পিরিচুয়াল ফাদার ব্যতীত এই জ্ঞান কেউ শেখাতে পারে না। এমন এমন পয়েন্ট লেখা উচিত। মন্মনাভব - মধ্যজিভব, এ হল মুক্তি-জীবনমুক্তির যাত্রা। যাত্রা তো বাবা-ই করাবেন, কৃষ্ণ করাতে পারেন না। স্মরণ করার অভ্যাসটাই করতে হবে । যত স্মরণ করবে তত খুশীতে থাকবে। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। সার্ভিস তো সবাই করে, কিন্তু উঁচু ও নীচু সার্ভিস তো আছে তাইনা। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া হল সবথেকে সহজ। আচ্ছা - রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস

যেমন পাহাড়ে হাওয়া খেতে, রিফ্রেশ হতে যায় । বাড়িতে বা অফিসে বুদ্ধিতে কাজের চিন্তাই থাকে। বাইরে গেলে অফিসের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। এখানেও বাচ্চারা রিফ্রেশ হতে আসে। অর্ধকল্প ভক্তি করতে-করতে ক্লান্ত হয়েছে, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তোমরা রিফ্রেশ হয়ে যাও। তোমরা জানো এখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়, নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়। প্রলয় তো হয় না। তারা ভাবে দুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নয়। চেজ হয়। এই হল নরক, পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়া কি, সে তো তোমরা জানো। তোমাদের ডিটেলে বোঝানো হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে বিস্তারিত ভাবে আছে তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বোঝানোর জন্যেও রিফাইনেনেস চাই। কাউকে এমন বোঝাও যে চট করে বুদ্ধিতে বসে যায়। অনেক বাচ্চারা জ্ঞানে কাঁচা থাকে তো চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। ভগবানুবাচও আছে আশ্চর্য হয়ে শোনে, অন্যকে শোনায়ও, তারপর। এখানে হল মায়ার সাথে যুদ্ধ। মায়ার কাছে মরে ঈশ্বরের আপন হয়, আবার ঈশ্বরের কাছে মরে মায়ার কাছে যায়। বাবার কাছে অ্যাডপ্ট হয়েও পালিয়ে যায়। মায়া খুব প্রবল, অনেকে তুফানে ফেঁসে যায়। বাচ্চারাও বোঝে - হার জিত হয়। এই খেলাটি হল হার জিতের খেলা। ৫ বিকারের কাছে হার হয়। এখন তোমরা জিতবার জন্যে পুরুষার্থ করছ। শেষমেশ জিত হবে তোমাদেরই। যখন বাবার আপন হয়েছে তো পাকা হওয়া উচিত। তোমরা দেখো মায়া কত প্রলোভন দেয় ! কখনও ধ্যান মগ্ন হলে খেলার সর্বনাশ হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করা হয়েছে। দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতায় পরিণত হবে। এই কথা ভুলবেনা। যদি এই কথাও ভুলে যাও তো চলার পথে পিছিয়ে যাবে তারপরে দুনিয়ার কথায় বুদ্ধি যাবে। মুরলি ইত্যাদিও স্মরণে থাকবে না। স্মরণের যাত্রাও কঠিন অনুভব হবে। এও

এক আশ্চর্যের বিষয়।

অনেক বাচ্চাদের ব্যাজ লাগাতে লজ্জা হয়, এ হল দেহ-অভিমান তাই না ! গালাগালি তো খেতেই হবে। কৃষ্ণকে কত কুকথা শুনতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি কটু কথা শুনেছেন শিব। তারপরে কৃষ্ণ। তারপরে সবচেয়ে বেশি কুকথা শুনেছেন রাম। নন্দ্রর অনুসারে আছে। ডিফেম করাতে ভারতের কত অপমান হয়েছে ! বাচ্চারা, তোমাদের এইসবে ভয় পাওয়া চলবেনা। আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণ স্নেহ ও গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধি দ্বারা বেহদের সন্ধ্যাস করে, রুহানী যাত্রায় তৎপর থাকতে হবে। স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) ফাদার শো'জ সান, সান শো' জ ফাদার - সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির পথ বলতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্ম রূপী ডাল ধরে না ঝুলে থেকে উড়ন্ত পাখি হয়ে হিরো পাটধারী ভব*

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করো - সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম হল হীরে স্বরূপ শাখা। সঙ্গম যুগের যেমনই শ্রেষ্ঠ কর্ম হোক কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অথবা হদের ইচ্ছে রাখা - এই হল সোনার শেকল। এই সোনার শেকলে বা হীরে স্বরূপ শাখা প্রশাখায় ঝুলে থাকবেনা কারণ বন্ধন তো বন্ধন হয় তাই বাপদাদা সকল উড়ন্ত পাখিদের স্মরণ করাচ্ছেন যে সর্ব বন্ধন অর্থাৎ হদ বা পরিসীমা পার করে হিরো পাটধারী হও।

স্লোগান:- অন্তরের স্থিতির দর্পণ হল চেহারা, সর্বদা যেন খুশীর চেহারা থাকে, দুঃখের নয়।*

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য:-

"কলিযুগী অসার সংসার থেকে সত্যযুগী সার যুক্ত দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া কার কাজ"

এই কলিযুগী সংসারকে অসার সংসার কেন বলা হয় ? কারণ এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই অর্থাৎ কোনো জিনিসেই সেইরকম শক্তি নেই অর্থাৎ সুখ শান্তি পবিত্রতা নেই। যে সৃষ্টিতে এক সময়ে সুখ শান্তি পবিত্রতা ছিল। এখন সেই শক্তি নেই, কারণ এই সৃষ্টিতে ৫ টি ভূতের প্রবেশ হয়েছে সেইজন্যই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর অথবা কর্ম বন্ধনের সাগর বলা হয় তাই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে আহ্বান করছে, পরমাত্মা আমাদের ভব সাগর পার করো। যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে নিশ্চয়ই কোনো অভয় বা নির্ভয়তার সংসার আছে যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, তবেই এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়, যা পার করে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় যেতে চায়। সুতরাং দুনিয়া হল দুটি, একটি সত্যযুগী সার যুক্ত দুনিয়া দ্বিতীয়টি হল কলিযুগী অসার দুনিয়া। দুটি দুনিয়াই এই সৃষ্টিতেই হয়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যকথার তীর তখনই লাগবে যখন হৃদয়ে সততা আর স্বচ্ছতা থাকবে
। সত্যিকারের বাবার সঙ্গ পেয়েছ, তাই সৎ হও"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, কোন্ কথা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত ?

উত্তর :- কখনো কোনো ভুল হলে সত্য বলো, সত্যি বললেই উন্নতি হবে। তোমাদের নিজের সেবা অন্য কাউকে দিয়ে করানো উচিত নয়। যদি এখানে সেবা নেবে তো ওখানে করতে হবে। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়াও তাহলে বাবা খুশী হবেন। বাবা প্রেমের সাগর, ওঁনার ভালোবাসা এমন যে বাচ্চাদের পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান।

গীত :- কে এই সব খেলা রচনা করেছে

ওম্ শান্তি। আজকাল সমাচার আসে যে আমরা গীতা জয়ন্তী পালন করছি। এখন গীতার জন্ম কে দিয়েছে, এ সব হলো টপিক(বিষয়)। জয়ন্তী যখন বলা হয়েছে তখন জন্ম তো অবশ্যই হয়েছে তাই না ! একে বলা হয় শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জয়ন্তী, তখন অবশ্যই তার জন্মদাতাও চাই, তাই না ! সকলে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আসে, গীতা পিছনে চলে যায়। তাহলে গীতার রচয়িতাকে তো অবশ্যই চাই। যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ, পরে গীতার আসা উচিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে গীতা শোনাতে পারে না। এটা প্রমাণ করতে হবে যে গীতার জন্মদাতা কে? এ হোল অতি গূহ্য কথা। কৃষ্ণ তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, সে তো স্বয়ং প্রিন্সের পদ প্রাপ্ত করেছে গীতার দ্বারা রাজযোগ শিখে। এখন কথা হল গীতার জন্মদাতা কে? পরমপিতা পরমাত্মা শিব না শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তবে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী একজনকেই বলা হয়। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোকের উপর রাজ্য করেন যিনি। মূল, সূক্ষ্ম, স্থূল- এই তিনটি-কে বলে ত্রিলোকী, আর একে যিনি জানেন তিনি হলেন ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই মহিমা ওঁনার, না কি শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণের মহিমাও আছে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণসম্পন্ন.....। শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হয় চন্দ্রমার সাথে। পরমাত্মার তুলনা চন্দ্রমার সাথে করা যাবে না। ওঁনার কর্তব্যই আলাদা। তিনি হলেন গীতার জন্মদাতা, রচয়িতা। গীতার জ্ঞান বা রাজযোগ থেকেই দেবতারা তৈরী হয়। মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য বাবাকে এসে নলেজ দিতে হয়। এখন এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য বড় হুশিয়ার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী চাই। সবাই একই রকমভাবে বুঝতে পারে না। বাচ্চারাও তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। টপিকও এমন রাখা উচিত কি শ্রীমত ভাগবত গীতার জন্ম কে দিয়েছে? এরজন্য কন্ট্রাস্ট(পার্থক্য) বোঝাতে হবে। ভগবান তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। সেই জ্ঞানসাগরের থেকে জ্ঞান শুনে কৃষ্ণ এই পদ প্রাপ্ত করেছিল। সহজ রাজযোগ থেকে এই পদ কীভাবে পেয়েছে, তা বোঝাতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। সকল বেদ-শাস্ত্রের সার শোনান। ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মা মুখবংশাবলীও চাই। ব্রহ্মাই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান লাভ করে। ত্রিলোকী অর্থাৎ তিন লোকেরই জ্ঞান পায়। ত্রিকাল আদি,মধ্য,অন্তকে মিলিয়ে বলা হয় আর তিন লোক অর্থাৎ মূল, সূক্ষ্ম, স্থূলবতন। একথা স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলিয়েছে দেহ অহংকার-রূপী মায়া। তাহলে গীতার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব না কি শ্রীকৃষ্ণ। পরমপিতা পরমাত্মাই

ত্রিকালদর্শী তথা ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের এই নলেজ নেই। হ্যাঁ, যারা এই নলেজ বাবার থেকে পেয়েছে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে গেছে। যখন সন্নতি পেয়ে যায় তখন এই নলেজ বুদ্ধি থেকে হারিয়ে যায়। সকলের সন্নতি দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। পুনর্জন্ম শুরু হয় সত্যযুগ ইত্যাদি থেকে। কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৮৪ জন্ম নেয়, এই জ্ঞান ঠিক মতো বোঝাতে হবে। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। যে এই গীতা লিখেছে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। প্রথমেই লিখেছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এ একদমই ভুল। ভুলও অবশ্যই হতে হবে। যখন সব শাস্ত্র ভুল হয়ে যায় তখনই তো বাবা এসে সঠিক জ্ঞান শোনাবে। সর্বদা ব্রহ্মার দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সত্য-সার শোনায় সেইজন্য তাঁকে সত্য বলা হয়। এখন তোমাদের হলো এক সত্যের সাথে সঙ্গ, যা তোমাদের সত্য বানায়।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাও ঐনার মুখবংশাবলী হলেন এই জগদম্বা সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সব বাচ্চারাই পরস্পর ভাই-বোন। কোথাও মন্দিরে গিয়ে ভাষণ করা উচিত। ওখানে অনেকে ঘুরতে-ফিরতে আসে। একজনকে বোঝালেই সত্যসঙ্গ লেগে যাবে। শ্মশানেও যাওয়া উচিত। সেখানে মানুষের বৈরাগ্য আসে। কিন্তু বাবা বলেন যে আমার ভক্তদের বোঝালে তারা ঝট করে বুঝে যাবে। তাই শিববাবার মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাবা-মাম্মা বলা হয় না। শিবকে বাবা বলা হয় তাহলে মাম্মাও অবশ্যই চাই, তিনি হলেন গুপ্ত। শিববাবা হলেন রচয়িতা, তাঁকে মাতা-পিতা কীভাবে বলা হয়, এই গুপ্ত কথা কেউ জানতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো নিজের একটাই সন্তান থাকবে। বাকী ঐনার নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু ও শংকর-কে উঁচুতে রাখা হয় না। উঁচুতে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাকে রাখা হয়। যেমন শিব পরমাত্মাকে রচয়িতা বলা হয় তেমন-ই ব্রহ্মাকেও রচয়িতা বলা হয়। এক উনিই(শিব) হলেন অবিনাশী। যখন রচনা শব্দটি বলবে তখন জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে রচনা করেছেন? তিনি তো রচয়িতা। বাকী রচনা করা হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এখন ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মা সব আত্মাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দেন। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ আধাকল্প চলে, এ হলো জ্ঞান-কান্ড। যখন ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয় তখন সবাই পতিত, তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। প্রথমে সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো-তে আসে। উপর থেকে যে সব পবিত্র আত্মারা আসে তারা এমন কোনো কর্ম করেনা যাতে তাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। ক্রাইস্টের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল, এটা তো হতে পারে না। নতুন আত্মারা যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসে তারা তো দুঃখ পেতে পারে না, কারণ তারা তো কর্মরত অবস্থা প্রাপ্ত ম্যাসেঞ্জার(দূত), ধর্ম স্থাপন করতে আসে। লড়াইতেও যখন কোনো ম্যাসেঞ্জার পাঠানো হয় তখন সে শ্বেত-পতাকা নিয়ে আসে, তাতে অপরপক্ষ বুঝে যায় যে এ কোনো ম্যাসেজ(খবর) নিয়ে এসেছে, তাই তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই ম্যাসেঞ্জার যিনি আসেন, তাকে কেউ ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পারে না। দুঃখ আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। আত্মা নির্লেপ (তাদের কোনো কালিমা লাগে না) নয়, একথা লেখা উচিত। আত্মাকে নির্লেপ বলা ভুল, একথা কে বলেছে? শিব ভগবানুবাচ। এই পয়েন্ট তোমাদের নোট করা উচিত। লেখার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই। মনে কর, প্রদর্শনীতে খ্রিস্টানরা এলে, তাদেরকেও বলতে পারো যে ক্রাইস্টের আত্মাকে ক্রুশে চড়ানো হয় নি। বাকী যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন সেই আত্মা দুঃখ পায়। এমন কথা শুনে তো বিস্মিত হবে। ওই পবিত্র আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করেছে। গড ফাদারের ডায়রেকশন অনুসারে। এও ড্রামা। ড্রামাকেও অনেক লোক বোঝে কিন্তু তার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এমন এমন কথা শুনে ওইসব লোকেরা কিছু বোঝার চেষ্টা করে। কৃষ্ণকে কেউ গালি দেয় না। গালি অবশ্যই দেওয়া

হয় কিন্তু কাকে? শিবকে নয়, এই সাকার-কে। বাবা তো টিচার, পবিত্র আত্মা আর ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অপবিত্র, এখন পবিত্র হচ্ছেন। যে বুঝবে সে কোনো সংশয় প্রকাশ করবে না। আর তা নাহলে লোকেরা মনে করবে যে এ তো শেখানো বুলি(কথা)। তখন তা কেউ গ্রহণ করে না। তীর নিশানায় লাগে না। অনেক সততা আর স্বচ্ছতা চাই। যে নিজে বিকারী সে যদি বলে কাম মহাশত্রু তাহলে তীর সঠিক স্থানে লাগতে পারে না। যেমন পন্ডিতের উদাহরণ আছে - রাম-রাম বললেই নদী বা সাগর পার হয়ে যাবে(পন্ডিত নিজে পার হতে পারেনি, কিন্তু তার শিষ্য বিশ্বাসের জোরে পার হয়ে যায়)। এ হোল এখানকারই কথা। শিববাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিষয় সাগর পার হয়ে যাবে। কোন সাগর? তা এই পন্ডিত জানে না। বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে চলে যাবে। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বলা হয় যে, বাবা হয় ভালোবাসো, আর না হয় দূরে ঠেলে দাও.....। এখানে তো শুধু বোঝান হয়, তাও অনেকে মৃত-প্রায় হয়ে যায়। বাচ্চাদের এখানে লেখা-পড়া করতে হয়। বাবা হলেন প্রেমের সাগর অর্থাৎ পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান। এটাই হলো ভালোবাসা। বাবা যখন পড়ান তখন পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবাকে খুশী করতে হবে। বাবার সার্ভিসে সদা তৎপর থাকতে হবে। বাবার সার্ভিস এটাই যে নিজের তন, মন, ধন দ্বারা ভারতের সত্য সেবা কর। তোমাদের তো শক্তিশালী আওয়াজ দ্বারা বোঝান উচিত। সবাই এখানে নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, রাজধানীতেও নম্বরের ক্রমানুসারেই হবে। টিচার বুঝে যান যে এ দৈবী রাজধানীতে কী নম্বর পাবে। সার্ভিস দ্বারা বুঝতে পারো, কে কে মুখ্য হবে। নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা যদি বাবা-মাম্মার মতো সার্ভিস না করি তাহলে দাস-দাসীর পদ পাবো। পরে তোমরা সবাই সবকিছুই জানতে পারবে। যদি তোমরা শ্রীমত অনুসারে না চল তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, এখন যদি তোমরা নিজের দাসী বানাও তবে তোমাদেরও দাস-দাসী হতে হবে। এখানে মহারানী হওয়া হলো দেহ-অভিমান। সত্যি বলতে হবে যে বাবা এই ভুল হয়েছে। এখনো তো সবাই সম্পূর্ণ হয় নি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তো লজ্জিত হতে হয়। বাবার রাত্রি মনের মধ্যে খেয়াল চলছিল যে, মানুষ ২১ জন্ম বলে, গায়নও করে, কিন্তু এখন এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো আলাদা। ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ২১ জন্ম দ্বাপরে, ৪২ জন্ম কলিযুগে। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম যা হলো অ্যাডপ্টেড(দণ্ডক নেওয়া)। একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণেদেরই এই সৌভাগ্যশালী জন্ম হয়। আচ্ছা,

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রেমের সাগর বাবার ভালোবাসাকে রিটার্ন(ফেরত) করতে হবে। ভালো করে পড়ে তারপর পড়াতে হবে। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

২) সততা আর স্বচ্ছতা দ্বারা প্রথমে নিজে ধারণাযুক্ত হয়ে তারপর অন্যদের ধারণা করাতে হবে। এক বাবার সঙ্গই করতে হবে।

বরদান :- পার্থিব সকল কিছুর থেকে উর্ধ্ব উঠে গিয়ে আপন ভাবের অনুভূতি করানো অনুভবের প্রতিমূর্ত ভব

ব্যাখ্যা:- যেমন প্রত্যেকের মন থেকে নির্গত হয় যে "আমার বাবা" । এমনই যেন সকলের মন থেকে বেরোয় যে ইনি আমার বেহদের ভাই বা বোন, দিদি বা দাদী। যেখানেই থাকো যেন বেহদের সেবার নিমিত্তে রয়েছ । পার্থিব সকল কিছুর থেকে উর্ধ্ব উঠে গিয়ে বেহদের ভাবনা, বেহদের শ্রেষ্ঠ কামনা রাখতে হবে - এটাই হলো ফলো ফাদার করা। এখন এর প্রাক্টিক্যাল অনুভব করো এবং করাও। এছাড়াও অনুভাবী গুরুজনেদের পিতা জী, কাকা জী বলা হয়। এমন বেহদের অনুভাবী অর্থাৎ সবার আপনজন, এমন যেন অনুভব হয়।

স্লোগান :- উপরাম স্থিতির দ্বারা উড়তী কলায় উড়তে থাকো তাহলে কর্ম-রূপী ডাল-পালার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে না ।

"শাখা-প্রশাখার বন্ধনে আবদ্ধ হবে না"

মাতেশ্বরী জী-র মধুর মহাবাক্য- "মানুষের ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ যোনি নয়"

এখন এই যে আমরা বাচ্চারা বলি, প্রভু আমাদের ঐ পারে নিয়ে চলো - তো ঐ পারের অর্থ কী? লোকেরা মনে করে যে ঐপারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এতো হলো মানুষের কথা, কিন্তু তিনি বলেন, বাচ্চারা, যেখানে সত্যিই সুখ-শান্তি আছে, দুঃখ - অশান্তির থেকে দূরে - তাকে কোনো দুনিয়া বলে না। মানুষ সুখ চায় তাও তা আবার এই জীবনেই চায়। এখন সে তো সত্যযুগী বৈকুণ্ঠ, দেবতাদের দুনিয়া ছিল যেখানে সর্বদাই সুখময় জীবন ছিল, সেই দেবতাদের-কেই অমর বলা হতো। এখন অমরের-ও কোনো অর্থ নেই, এমনও নয় দেবতাদের আয়ু এতো বেশী ছিল যে কখনো মারা যেতো না। এখন এটা বলা তাদের ভুল কারণ এরকম হয় না। তাঁদের আয়ু সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত চলে না। কিন্তু দেবী-দেবতাদের জন্ম সত্যযুগ-ত্রৈতায় অনেকবার হয়েছে, ২১ জন্ম তাঁরা ভালোই রাজস্ব চালিয়েছে। তারপর আবার ৬৩ জন্ম দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অবতরণ (পতন) কলায় ; তাঁদের টোটাল জন্ম হলো, ২১ জন্ম চড়তী কলার আর অবনতি কলার ৬৩ জন্ম। টোটাল মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু এই যে মানুষ মনে করে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনি ভোগ করে, এমন বলা ভুল। যদি মানুষ নিজের যোনিতে সুখ-দুঃখ উভয় পার্ট-ই ভোগ করতে পারে তবে পশু-যোনিতে ভোগ করার প্রয়োজন আছে কী? এখন মানুষের এই নলেজই নেই, মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া টোটাল এই সৃষ্টিতে জন্তু জানোয়ার, পশু, পাখী ইত্যাদি সব মিলিয়ে অবশ্যই ৮৪ লক্ষ যোনি আছে। যেমন অনেক প্রজাতির জীব-জন্তু আছে, তার মধ্যেও মানুষ তার নিজের যোনিতেই পাপ-পুণ্য ভোগ করছে আর পশু তার নিজের যোনিতে ভোগ করছে। না মানুষ পশু-যোনিতে যায়, না পশু মনুষ্যযোনিতে আসে। মানুষ তো নিজের যোনিতেই (জন্মতে) দুর্ভোগ ভোগ করে, তখন তাদের দুঃখ-সুখের অনুভব আসে। তেমনই পশুরাও তাদের নিজের যোনিতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাদের এই বোঝার বুদ্ধি নেই যে কোন্ কর্মের ফলে তাদের এই ভোগান্তি হয়। ভোগের অনুভবও মানুষই করে কারণ মানুষ বুদ্ধিমান। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনি ভোগ করে। অচেতন গাছ-পালাও আপন যোনিতে আসে। এ তো সহজ আর বিবেক-বুদ্ধির কথা যে অচেতন গাছ-পালা কী এমন কর্ম-অকর্ম করেছে যে তাদের হিসাব-কিতাব তৈরী হবে। যেমন দ্যাখো গুরুনানক সাহেব এমন মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন -

অন্তিমকালে যে ব্যক্তি পুত্রকে স্মরণ করতে করতে মারা যাবে সে শুয়োরের যোনীতে আসে.....কিন্তু এ কথার অর্থ এটা নয় যে মানুষ শুয়োরের যোনীতে আসবে। কিন্তু শুয়োরের অর্থ হলো এই যে মানুষের কাজ-কর্মই এমন হয়ে যায়, পশুর কাজ-কর্মের মতো । এছাড়া এমন নয় যে মানুষ পশু হয়ে যায়। এখন এ তো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এমন শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে সঙ্গমের এই সময় নিজেকে পরিবর্তন করে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বাপদাদার অদ্ভুত চিত্রশালা

বাপদাদা আজ নিজের চিত্রশালা দেখছেন। বাপদাদার কোন্ চিত্রশালা আছে, এটা জানো তোমরা ? বাপদাদা সব বাচ্চাদের চরিত্রের অর্থাৎ তাদের দৈবী কার্যকলাপের চিত্র দেখছিলেন। আদি থেকে এখন পর্যন্ত সকলের চরিত্রের চিত্র কেমন হয়েছে! চিত্রশালা কতো বড়ো হবে, ভাবো তাহলে ! বাবা সেই চিত্রে প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে বিশেষ তিনটে বিষয় লক্ষ্য করেছেন ! এক, পবিত্রতার পার্সোনালিটি। দুই, রিয়্যালিটির রয়্যালটি। তিন, সম্বন্ধের নৈকট্য। এই তিন বিষয় সবার চিত্রে দেখেছেন।

পিওরিটির পার্সোনালিটির চিত্রের চারপাশে সূক্ষ্ম জ্বলজ্বলে আলো রূপে দৃশ্যমান ছিলো। রিয়্যালিটির রয়্যালটি চেহারাতে মনের উল্লাস এবং স্বচ্ছতা হয়ে ঝলমল করছিলো, আর সম্বন্ধের নৈকট্য ছিলো ললাটের মধ্যভাগে দুটিমান তারা, কেউ কেউ চতুর্দিকে কিরণ ছড়িয়ে অন্যদের থেকে বেশি জ্বলজ্বল করছিলো, কেউ স্বল্প কিরণসহ জ্বলজ্বল করছিলো। নিকটবর্তী আত্মারা বাবা সমান বেহদের অর্থাৎ চতুর্দিকে তাদের কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। লাইট আর মাইট, উভয়তঃ তারা বাবাসমান দৃশ্যমান ছিলো। প্রত্যেকের চরিত্রের চিত্রে এই তিন বিশেষত্ব দেখেছেন। এর সাথে সাথে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই তিন বিষয়ে তোমরা সদা শ্রেষ্ঠ থেকেছো কিনা, অথবা কখনো একভাবে তো কখনো আরেকভাবে থেকেছো, সেই রেজাল্ট প্রত্যেকের চিত্রে দেখেছেন। স্কুল শরীরে যেমন নাড়ি দ্বারা চেক করা হয় সবকিছু সঠিক গতিতে চলছে, নাকি নিচে ওপরে হচ্ছে ; নাড়ির তীরগতি বা ধীরগতি থেকে তোমরা কারও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পারো। একইভাবে প্রত্যেক চিত্রের মধ্যভাগ, হৃদয় থেকে লাইট নিচে থেকে ওপরে সারা শরীরে যাচ্ছিল। গতিও দৃশ্যমান ছিলো। একই গতিতে লাইট নিচে থেকে ওপরে ঘোরাঘুরি করছে নাকি সময় সময়তে গতিতে অন্তর ছিলো ? এর সাথে সাথে লাইটের কালার পরিবর্তন হচ্ছে, নাকি অবিচল আছে তাও মাঝে মাঝে চেক করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, চলতে চলতে লাইট কোথাও থেমে গেছে নাকি একটানা চলতেই থাকছে - এই বিধি দ্বারা বাবা প্রত্যেকের চরিত্রের চিত্র দেখেছেন। তোমরাও তোমাদের চিত্র দেখতে পারো, তাই না ?

পার্সোনালিটি, রয়্যালটি এবং নৈকট্য এই তিন বিশেষত্বের দ্বারা চেক করো, তোমার চিত্র কেমন হবে ! তোমার লাইটের গতি কেমন হবে ! এটা অবশ্যই নম্বরক্রমে হয়। কিন্তু আদি থেকে এখন পর্যন্ত এই তিন বিশেষত্ব আর লাইটের তিন প্রকারের গতিতে সদা অবিচল থেকেছে - মেজরিটির এমন চিত্র ছিল না, মাইনরিটির দিকেই ছিল। তিন লাইটের গতি আর তিন বিশেষত্ব, ছ'টা বিষয়ই তো হল, তাই না ! এই ছয় বিষয়ের মধ্যে মেজরিটি চার-পাঁচটা বিষয়ে, আর কিছু ছিলো তিনটে বিষয় পর্যন্ত। পিওরিটির পার্সোনালিটির লাইটের আকার কারও শুধু তাজসম ছিল অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্র তাদের ফেসের আশপাশে বিদ্যমান ছিল, আর কারও অর্ধ শরীর পর্যন্ত এবং কারও সারা শরীরের চারপাশে প্রতীয়মান হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যেমন তোমরা ফটো তোলা, সেই রকম। যারা ছিল, তারা তাদের মন্সা, বাচা, কর্মণায় আদি থেকে এখন পর্যন্ত পবিত্র থেকেছে। তাদের মন্সাতে নিজেদের প্রতি বা অন্য কারও প্রতি ব্যর্থরূপী কোনোরকম অপবিত্র সঙ্কল্পও চলেনি। কারও কোনোরকম দুর্বলতা বা অপগুণরূপী অপবিত্রতার সঙ্কল্পও ধারণ করেনি। তাদের সঙ্কল্পে তারা জন্ম থেকে বৈষ্ণব হয়েছে, সঙ্কল্প হল বুদ্ধির ভোজন। জন্ম থেকে বৈষ্ণব অর্থাৎ অশুদ্ধি বা অপগুণ, ব্যর্থ সঙ্কল্পকে মন, বুদ্ধিতে গ্রহণ করেনি। একেই বলা হয়ে থাকে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া বা বাল ব্রহ্মচারী। সুতরাং প্রত্যেকের চিত্রে বাবা

এইরকম পিওরিটির পার্সোনালিটির রেখা লাইটের আকারে দেখেছেন । যারা মন্সা, বাচা, কর্মণা এই তিনটে ব্যাপারে পবিত্র থেকেছে (কর্মণাতে সম্বন্ধ, সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত) তাদের ললাট থেকে পা পর্যন্ত লাইটের আকারে চিত্র মিলমিল করছিল । বুঝেছো তোমরা ! নলেজের দর্পণে তুমি তোমার চিত্র দেখেছো ? বাপদাদা তোমাদের যে ছবি দেখেছেন, খুব ভালো করে দেখে নিও, তোমার চিত্র কেমন হয়েছে । আচ্ছা !

বাবার সাথে মিলিত হয়েছে যারা, তাদের লিস্ট লম্বা । অব্যক্ত বতনে তো না তোমরা কোনো নাস্তার পাবে আর না সময়ের কোনো ব্যাপার থাকবে । যখন ইচ্ছে যতক্ষণ ইচ্ছে যত(জন) চাও বাবার সাথে মিলিত হতে পারো, কারণ সেটা হদের দুনিয়ার উর্ধ্বে । এই সাকার দুনিয়াতেই এই সমস্ত বন্ধন (নিষেধাঙ্গা), এইজন্য নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বাঁধা পড়তেই হয় ।

তোমরা টিচাররা সন্তুষ্ট তো হয়েছে, তাই না ! সবাই তোমরা নিজেদের ভাগের পুরো অংশ পেয়েছ তো ! তোমরা নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মা । বাপদাদাও বিশেষ আত্মাদের বিশেষ রিগার্ড দেন । তোমরা তো এখনো সেবার সাথী, তাই না ! বাস্তবে তো সবাই সাথী, কিন্তু তবুও নিমিত্তরা যখন নিজেদের নিমিত্ত মনে করবে তখনই সেবায় সফলতা লাভ হবে । যেমনই হোক, অনেক বাচ্চারা অতি তীব্র উৎসাহ-উদ্দীপনায় সেবার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে । তবুও নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের রিগার্ড দেওয়া অর্থাৎ বাবাকে রিগার্ড দেওয়া এবং সেই রিগার্ডের রিটার্নে তোমরা বাবার হৃদয়ের স্নেহ লাভ করো । বুঝেছো তোমরা ? টিচারকে রিগার্ড দিচ্ছ না, বাবার থেকে তাঁর হৃদয়ের স্নেহ রিটার্ন নিচ্ছ । আচ্ছা ।

এইরকম সদা দিলদরিয়া বাবার হৃদয়ের স্নেহ নেওয়ার সুপাত্র অর্থাৎ সুযোগ্য আত্মারা, যারা সদা পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রিয়্যালিটির রয়্যালটি নিজেদের মধ্যে অনুভব করে নিকট এবং বাবা সমান হয়, সেই বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ এবং নমস্কার ।

ইউ.কে. গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

সবাই তোমরা সব রহস্যে সম্পন্ন রাজযুক্ত এবং যোগযুক্ত আত্মা, তাই না ! শুরু থেকে তোমরা চারিদিকে বাপদাদার নাম প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত আত্মা । বাপদাদা এমন আদি রত্নদের, সেবার সাথীদের দেখে সদা খুশি হন । সবাই তোমরা বাপদাদার রাইট হ্যান্ড গ্রুপা খুব ভালো ভালো রত্ন তোমরা । কেউ একরকম, অন্যরা আরেকরকম, কিন্তু রত্ন তোমরা সবাই, কারণ তোমরা অনুভাবী হয়ে অন্যদেরও অনুভাবী বানানোর নিমিত্ত আত্মা । বাপদাদা জানেন, সবাই কতো উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্মরণ আর সেবায় সদা মগ্ন থাকা আত্মা তোমরা । স্মরণ আর সেবা ব্যতীত আর কিছুই নেই, তোমাদের সবকিছু সমাপ্ত হয়ে গেছে । শুধুমাত্র এক, সবাই একের, একরস স্থিতিতে স্থিত - এটাই সবার উক্তি । বাস্তবে, এটাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ জীবন । যাদের এমন শ্রেষ্ঠ জীবন তারা সদাই বাপদাদার কাছে । তোমরাই নিশ্চয়বুদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাও । সদা বাহ্ আমার বাবা, বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য - সদা এটাই তোমাদের স্মরণে থাকে, তাই না ! বাপদাদা এমন স্মৃতিস্বরূপ বাচ্চাদের দেখে সদা পুলকিত হন, "বাহ্ ! আমার শ্রেষ্ঠ বাচ্চারা বাহ্" । বাপদাদা এমন বাচ্চাদের গীত গান । লন্ডন বিদেশের সেবার ফাউন্ডেশন । তোমরা সবাই সেবার ফাউন্ডেশন স্টোন । তোমাদের সকলের সমর্থ হওয়ার প্রভাবে সেবায় বৃদ্ধি অব্যাহত আছে । যদিও ফাউন্ডেশন বৃক্ষের বিস্তারে লুকিয়ে থাকে, তবুও তো ফাউন্ডেশনই, তাই না ! বৃক্ষের সুন্দর বিস্তার দেখে, প্রত্যেকের দৃষ্টি সেদিকেই বেশি আকৃষ্ট হয় । ফাউন্ডেশন গুপ্ত

থেকে যায়। এইভাবে তোমরাও নিমিত্ত হয়ে অন্যকে চাম্স দেওয়া সমর্থী হয়ে গেছ, কিন্তু তবুও আদি, আদিই হয়। অন্যদের চাম্স দিয়ে সামনে নিয়ে আসায় তোমাদের খুশি হয়, তাই না? তোমরা এইরকম ভাবো না তো যে ডবল বিদেশি এসেছে, তাই তোমরা লুকিয়ে গেছ? তবুও তোমরাই নিমিত্ত। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার নিমিত্ত। যারা অন্যদের নিজেদের সামনে রাখে, তারা নিজেরা সামনেই আছে। যেমন তোমরা ছোট বাচ্চাদের তোমাদের সামনে চলতে বলো, আর বড়রা পিছনে থাকো। ছোটদের এগিয়ে যেতে দেওয়ার অর্থই হলো বড়দের সামনে থাকা। এর প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যই তোমরা পেতে থাকো। যদি তোমরা সহযোগী না হও, তবে লন্ডনে এত সেন্টার খোলা হতো না। কেউ এক জায়গার নিমিত্ত হয়েছে এবং এর কেউ অন্য কোথাও। আচ্ছা।

মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর গ্রুপের সাথে - সবাই তোমরা নিজেদের বাবার স্নেহী আত্মা অনুভব করো! সদা এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়, এই স্থিতিতে স্থিত থাকো তোমরা? এই স্থিতিকেই একরস স্থিতি বলা হয়, কারণ যেখানে এক সেখানে একরস স্থিতি। যদি অনেক হয় তবে তোমার স্থিতি নিচে-ওপর হয়। বাবা তোমাদের সহজ রাস্তা দেখিয়েছেন, "একের মধ্যে সবকিছু দেখ"। অনেককে স্মরণ করা থেকে আর এদিকে-ওদিকে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো থেকে নিস্তার পেয়েছো তোমরা। তোমরা সবাই এক, তোমরা একের এবং একরস স্থিতি - এর দ্বারা সদা নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো।

যারা সিঙ্গাপুর এবং হংকংয়ের, তাদের চীনে সেন্টার খোলার সঙ্কল্প করা উচিত। সমগ্র চায়নাতে এখন কোনও কেন্দ্র নেই। তাদেরকে তোমাদের কানেকশনে এনে অনুভব করাও। সাহসের সাথে তোমরা সঙ্কল্প করলে হয়ে যাবে। রাজযোগ দ্বারা তাদের পরমাত্ম-স্নেহ, শান্তি, শক্তির অনুভব করাও, আত্মারা অটোমেটিক্যালি পরিবর্তন হয়ে যাবে। রাজযোগী বানাও, তাদের ডিইটি (deity/দেবতা) বানিও না। রাজযোগী অটোমেটিক্যালি ডিইটি হয়ে যাবে। আচ্ছা।

পোল্যান্ড গ্রুপের সাথে :- বাপদাদা খুশি, তোমরা সব বাচ্চারা তোমাদের সুইট হোমে পৌঁছে গেছ। তোমাদেরও এই খুশি হয় যে এইরকম মহান তীর্থে তোমরা পৌঁছে গেছ, তাই না! এই অভ্যাস করতে করতেই তোমাদের জীবন তো শ্রেষ্ঠ হয়েই যাবে, কিন্তু তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য লাভ করেছো যে এই স্থানে, নিজের প্রকৃত ঈশ্বরীয় স্নেহময় পরিবারে পৌঁছে গেছ! এত খরচ করে, মেহনত করে এসেছো তোমরা, এখন ভাবছো খরচা আর মেহনত সফল হয়েছে। এমন মনে কোনো না তো যে জানি না কোথায় এসে পৌঁছলাম! পরিবারের আর বাবার কতো প্রিয় তোমরা! বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বিশেষত্বই দেখেন। তোমরা জানো তোমাদের বিশেষত্ব? তোমাদের তো বিশেষত্ব আছে, তোমাদের গভীর অনুরাগে এত দূর থেকে তোমরা এখানে পৌঁছেছো। এখন নিজের ঈশ্বরীয় পরিবার এবং রাজযোগের ঈশ্বরীয় বিধি সদাসর্বদা তোমাদের সাথে রাখো। এখন, তোমরা সেখানে ফিরে গিয়ে রাজযোগ কেন্দ্র ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেও কারণ এমন আত্মারা আছে, যারা প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত প্রেম আর প্রকৃত সুখের পিয়াসী। তাদেরকে রাস্তা তো বলে দেবে, তাই না! যেমনই হোক, কেউ জলের জন্য পিপাসার্ত হলে যদি সময়ে তাকে কেউ জল পান করায় তবে জীবনভর সেই পিপাসার্ত তার গুণগান করতে থাকে। সুতরাং, তোমরা জন্ম -জন্মান্তরের জন্য আত্মাদের সুখ-শান্তির তৃষ্ণা মিটিয়ে দিও, এতে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। তোমাদের খুশি দেখে সবাই খুশি হয়ে যাবে। খুশিই সেবার সাধন।

এই মহান তীর্থস্থানে পৌঁছনোতে সব তীর্থ এতে মিশে গেছে । এই মহান তীর্থে জ্ঞানস্নান করো আর যা কিছু কমজোরি আছে সেই সবকিছু দান করো । তীর্থে কিছু ছেড়েও দিতে হয় । কি ছাড়বে? যে ব্যাপারে তোমার দৃষ্টিচ্যুত হয় সেটাই ছাড়তে হবে । ব্যস! তখনই মহান তীর্থ সফল হয়ে যায় । শুধু এটা দান করো আর এই দানের মাধ্যমে তুমি পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে, কারণ কোনো খারাপ কিছুর ত্যাগ অর্থাৎ ভালো কিছু ধারণ করা । যখন তুমি অপগুণ ত্যাগ করে গুণ ধারণ করবে তো নিজে থেকেই তুমি পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । এটাই এই মহান তীর্থের সফলতা । মহান তীর্থে তোমরা এসেছো, এতো খুব ভালো, আসা অর্থাৎ ভাগ্যবানের লিষ্টে হয়ে যাওয়া, এতটাই শক্তি এই মহান তীর্থের । যাই হোক, এর পর থেকে তোমরা কি করতে চলেছো ? এক, ভাগ্যবান হওয়া, দুই, সৌভাগ্যবান হওয়া এবং তারপরে পদমাপদম ভাগ্যবান হওয়া । এই সঙ্গতে যতই থাকবে, গুণের ধারণ করতে থাকবে ততোই পদমাপদম ভাগ্যবান হতে থাকবে । আচ্ছা !

ডবল বিদেশি টিচারদের সাথে :- টিচারদের কখনও নিজেকে "আমি অন্য ধর্মের, এখানে এসেছি" এমন সঙ্কল্প হওয়া উচিত নয় । এটা নতুনরা বলে । তোমরা পুরানো, তবেই তো নিমিত্ত হয়েছে । এটা এরকম নয় যে তোমরা অন্য ধর্মের ছিলে, এই ধর্মে এসেছো, না ! "আমরা আর এরা আলাদা" - এই সঙ্কল্প তোমাদের স্বপ্নেও হতে দিওনা । এটা এমন নয়, ভারত আলাদা, বিদেশ আলাদা । এই সঙ্কল্প আমাদের ঐক্য মতানৈক্যে ভাগ করে দেবে । তারপরে হয়ে গেল আমরা আর ওরা , তাই না ! যেখানে আমরা আর ওরা, সেখানে কি হবে ? সেখানে শুধু মতবিরোধ হবে । এই কারণে সবাই তোমরা সম্মত । বাপদাদা শুধু প্রতীকী হিসেবে তোমাদের ডবল বিদেশি বলেন । তাই বলে তোমরা আলাদা নও । এইরকম মনে করোনা যে 'আমরা ডবল বিদেশি, সুতরাং আমরা আলাদা, আর এই দেশবাসী আলাদা' । না ! যখন তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম হলো তো ব্রাহ্মণ জন্মের মাধ্যমে তোমরা কি হয়েছে ? ব্রাহ্মণ এক ধর্মের, তা'তে বিদেশি দেশী হয়না । আমরা সবাই এক ব্রাহ্মণ ধর্মের, ব্রাহ্মণ জীবনের এবং একই বাবার সেবার নিমিত্ত । কখনও এই ভাষা ইউজই করোনা যে আমাদের বিচার এইরকম, তোমরা ইন্ডিয়ান থেকে যারা, তোমাদের এই রকম ! এই ভাষা রং । ভুল করেও এই শব্দ বলোনা । ভিন্ন ভিন্ন বিচার তো ভারতের যারা তাদেরও হতে পারে -এটা অন্য ব্যাপার । যেমনই হোক, ভারত আর বিদেশের মধ্যে কখনও ফারাক করোনা । কখনও ভেবোনা, আমরা সব ফরেনারদের সাথে সবসময় এইরকমই হয়, না ; কখনো ব'লোনা, যতোই হোক আমাদের নেচার এইরকম । না, কখনো এইভাবে ভেবোনা । বাবা এক এবং এক বাবারই আমরা সবাই । নিমিত্ত টিচার্স যেমন ভাষা বলে, সেই একই ভাষা অন্যরাও বলবে । সুতরাং, প্রতিটা শব্দ সুকৌশলে অর্থাৎ খুব যুক্তিযুক্তভাবে বলো । যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত দুইই একই সময়ে হতে হবে । কেউ কেউ যোগে খুব এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু কর্মে যুক্তিযুক্ত নয় । দুইয়ের ব্যালেন্স হতে দাও । যোগযুক্ত হওয়ার লক্ষণই হলো যুক্তিযুক্ত হওয়া । আচ্ছা ।

সেবাধারীদের সাথে :- যজ্ঞসেবার ভাগ্য পাওয়া, এও খুব বড়ো ভাগ্যের লক্ষণ । যদি ভাষণ নাও করো, কোর্স না করাও, তবুও সেবার মার্কস তো পেয়েই যাবে, তাই না ! এতেও তোমরা পাস হয়ে যাবে । প্রত্যেক সাবজেক্টের নিজের নিজের মার্কস আছে । এমন ভেবোনা যে 'আমি ভাষণ করতে পারিনা, সুতরাং আমি পিছনে' । সেবাধারী সদাই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ফলের অধিকারী । তোমাদের খুশি অনুভব হয়, তাই না ! মাতারা জানে, মন কিভাবে নাচে ! যদি তোমরা কিছু নাও করো, শুধু খুশিতে মন থেকে নাচতে থাকো, সেটাও অনেক সেবা হয়ে যাবে ।

বরদানঃ - সমানতার অনুভূতি বজায় রেখে একই সময়ে প্রতি পদে বিশেষত্বের অনুভব করিয়ে বিশেষ আত্মা ভব

সব বাচ্চার মধ্যে নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে । বিশেষ আত্মাদের কর্ম সাধারণ আত্মাদের থেকে আলাদা । সবার মধ্যে সমানতার অনুভূতি হতে হবে, কিন্তু এটাও দৃশ্যমান হতে হবে যে প্রত্যেকে বিশেষ আত্মা । 'বিশেষ আত্মা' অর্থাৎ যারা শুধু বলেই না, কিছু বিশেষ করে । এইরকম আত্মাদের থেকে সবার ফিলিংগ আসবে যে এইই স্নেহের ভান্ডার । তোমাদের প্রতি পদে, প্রতি পালকের দৃষ্টিতে স্নেহ অনুভব হতে দাও, এটাই বিশেষত্ব ।

স্লোগানঃ - সৃষ্টির বিনাশের আগে নিজেদের অপূর্ণতা এবং কমজোরি বিনাশ করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের বুলবুল পাখি হয়ে সারা দিন জ্ঞানের কথা বলতে থাকে (কচকচ করো, টিকলু টিকলু করো) তাহলে লৌকিক ও পারলৌকিক মাতা-পিতাকে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ করাতে পারবে "

প্রশ্ন:- কথায় আছে - "নিজে পেশাই করলে (ঘুটলে) নেশা বাড়ে" এর অর্থ কি ?

উত্তর :- নিজের সামগ্রী নিজে পেশাই করতে থাকা অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ চারদিকে না ঘুরিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করা। একমাত্র বাবা স্মরণে থাকলে নেশা বাড়বে। কিন্তু এতেই দেহ অভিমান বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শরীর একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়, বন্ধু আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসে, তাই নেশা বাড়ে না। যোগে থাকলে তো ব্যথাও কমে যাবে।

গীত :- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে, আর দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এই মানব জনম, ব্যর্থ করে দিলে

ওম্ শান্তি। এই সব কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে। একে অপরকে বোঝানো হয়। অনেক রকমের মতামত গুরুরা প্রদান করে থাকেন। অনেক ভালো ভালো ভক্তরা কুঠিতে বসে, একটি গৌ মুখ কাপড় থাকে, তার মধ্যে হাত রেখে মালা জপ করে। এও হল ফ্যাশান, শেখানো হয়েছে। এবারে বাবা বলেন - এইসব ত্যাগ করো। আত্মাকে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এর জন্যে মালা জপ করার ব্যাপারই নেই। সবচেয়ে ভালো গান হল শিবায় নমঃ গান। এতেই বোঝানো হয় তুমি হলে মাতা-পিতা। ভগবানকেই রচয়িতা পিতা বলা হয়। এবারে রচয়িতা বলা হয় তো তিনি কি রচনা করেছেন ? নিশ্চয়ই সে কথা সবাই বুঝতে পারে যে নতুন দুনিয়ার রচনা করেছেন। গায়নও আছে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার সন্তান.... তো প্রথম কথা হল - ঈশ্বর হলেন সকলের পিতা। ফাদার আছেন তো মাদারও থাকা চাই। মাদার ব্যতীত ক্রিয়েট করা সম্ভব নয়। শুধু এই কথা কেউ জানে না যে ক্রিয়েট করেন কিভাবে ? দ্বিতীয় কথা হল - নিজেদের মধ্যে সবাই হল ভাই বোন। তৃতীয় - সৃষ্টি রচনা অবশ্যই পিতা করেছেন। আমরা সন্তান ছিলাম আবার এখন হয়েছি। ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে আবার মাতা-পিতার শরণে এসেছি। ভক্তি মার্গে যার গায়ন আছে। মাতা-পিতা সৃষ্টি রচনা করেন, তাঁর সন্তান হলে নিশ্চয়ই ঘন সুখের প্রাপ্তি হবে। এইসব কেউ জানেনা যে পরমাত্মা আমাদের মাতা-পিতাও হয়ে থাকেন। টিচারও হয়ে থাকেন, সদগুরুও হন।

আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই বোন হই। বলাও হয় ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাদেরও রচনা করেন তিনি। অগাধ সুখের প্রাপ্তির জন্যে মাতা-পিতার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। অগাধ সুখের প্রাপ্তি তখন হয় যখন আমরা দুঃখে বাস করি, এমন নয় যে ভবিষ্যতে সুখের সময়ে এসে শিক্ষা দেবেন। যখন আমরা দুঃখে আছি তখন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সুখের জগতে প্রবেশ করার। তিনিই হলেন মাতা পিতা, এসে সুখ প্রদান করেন। অ্যাডম এবং ইভ তো বিখ্যাত। তারাও অবশ্যই ভগবানের সন্তান ছিলেন। তাহলে ভগবান বা গড কে ?

এ কথা বাচ্চারা তো জানে যে বাবা যে নলেজ প্রদান করেন সেইটি হল সব ধর্মের মানুষদের জন্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মায়া ভূত বুদ্ধিযোগ পিতার সঙ্গে যুক্ত করতে দেয়না, আরও বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাবা এসে ভূতকে পরাজিত করতে শেখান। আজকাল দুনিয়ায় রিদ্ধি-সিদ্ধি সম্পন্ন এমন অনেকে আছে। এইটি হল ভূতের দুনিয়া। কাম বিকার রূপী ভূত একে অপরকে আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয়। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া ভূতের কাজ। সত্যযুগে ভূত থাকেনা। সুতরাং এই কথাও বোঝান হয়েছে ঘোস্ত নামটি বাইবেলে আছে। রাবণ অর্থাৎ ঘোস্ত বা ভূত, এইটি হল ভূতের রাজ্য। সত্যযুগে রাম রাজ্যে ভূত থাকেনা। সেখানে থাকে ঘন সুখ।

ওম্ নমঃ শিবায় গানটি হল খুব ভালো। শিব হলেন মাতা-পিতা।। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে মাতা পিতা বলা হবেনা। শিবকেই ফাদার বলা হবে। অ্যাডম -ইভ অর্থাৎ ব্রহ্মা -সরস্বতী এখানে আছেন। খ্রিস্টানরা গড ফাদারের কাছে প্রার্থনা করে। এই ভারত তো হল মাতা পিতার গ্রাম। তাঁদের জন্ম-ই হয় এখানে। অতএব বোঝাতে হবে তোমরা মাতা পিতা গায়ন কর অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হলে তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেন। তিনি তো অ্যাডপ্ট করেন। সরস্বতীও অ্যাডপ্ট হয়েছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অ্যাডপ্ট করেছেন, তবে তো এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার -কুমারী আছে। শিববাবা অ্যাডপ্ট করতে থাকেন। নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মা দ্বারা-ই হয়। বোঝানোর জন্যে অনেক যুক্তি চাই। কিন্তু পুরো তো বোঝায়না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন - এই শিবায় নমঃ গানটি সর্বত্র বাজাও। আমরা মাতা-পিতার সন্তান হই কিভাবে ? বসে সেসব বোঝাও। ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হয়েছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময় পুনরায় সত্যযুগ স্থাপনা করা হচ্ছে। বুদ্ধিতে ধারণা করতে হবে। নলেজ খুব সহজ। মায়ার ঝড় জ্ঞান - যোগে স্থির থাকতে দেয়না। বুদ্ধি ঘুরে যায়। সর্বদা বোঝাতে হবে ভগবান রচয়িতা হলেন সবার এক, ফাদার তো সবাই বলবে তাইনা। তিনি হলেন নিরাকার জন্ম মরণ হীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্ম দেহ আছে। মানুষ ৮৪ জন্ম এখানেই গ্রহণ করে, সূক্ষ্ম বতনে নয়। তোমরা জানো আমরা মাতা পিতার সন্তান। আমরা সন্তানরা হলাম নতুন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো কত প্রজা হবে ? নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করেছিলেন। ব্রহ্মাকে বহু ভূজাধারী দেখানো হয়, অর্থ তো কিছু বোঝেনা। যে সব চিত্র গুলি আছে অথবা শাস্ত্র ইত্যাদি আছে - এই সবই হল ড্রামার উপর আধারিত। ব্রহ্মার দিন ছিল তারপর ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়েছে, সেই টি চলে আসছে। এই রাজ যোগ বাবা এসে শেখান। সে কথা স্মরণে থাকা উচিত।

বলা হয় কিনা - নিজেই নিজের সামগ্রী পেমাই করলে (ঘটলে) নেশা বাড়ে। কিন্তু বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এখানে তো অনেকের বুদ্ধিযোগ বাইরে ঘুরতে থাকে। পুরানো দুনিয়ার আত্মীয় স্বজন স্মরণে থাকে বা দেহ অভিমানে ফেঁসে থাকে। একটু অসুস্থ হলেই অস্থির হয়ে যায়। আরে, যোগে থাকলে ব্যথা কমে যাবে। যোগ না করলে রোগ মুক্ত হবে কিভাবে ? স্মরণে থাকা চাই - মাতা-পিতা যাঁরা নম্বর ওয়ান পবিত্র হয় তাঁদের সবচেয়ে বেশি নীচে পতন হয়। তাঁদের কর্মভোগও বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগে থাকার জন্যে রোগ মিটেতে থাকে। নাহলে এঁদের সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হয়। কিন্তু যোগবলের দ্বারা দুঃখ দূর হয় এবং অনেক খুশীতে থাকে - বাবার কাছে আমরা স্বর্গের ঘন সুখ প্রাপ্ত করি। অনেক বাচ্চারা নিজেদের আত্মা ভাবেনা। সারা দিন দেহের চেতনে থাকে।

বাবা এসে জ্ঞানের টিকলু টিকলু শেখান অর্থাৎ জ্ঞান মনন করে দান করতে শেখান। সুতরাং তোমাদের জ্ঞান রূপী বুলবুল পাখি হতে হবে। বাইরে খুব ভালো ছোট কন্যারা জ্ঞানের টিকলু টিকলু করে । ভীষ্ম পিতামহ কুমারী দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেন। ছোট বাচ্চাদের দাঁড় করাতে হবে। ছোট বাচ্চারা লৌকিক এবং পারলৌকিক মাতা-পিতাকে শো করে অর্থাৎ মাতা পিতাকে সকলের সামনে প্রত্যক্ষ করায় । তার ফলেই তো লোক-পরলোক মহিমাম্বিত হয়, তাইনা ! তাই লৌকিক মাতা পিতাকেও জ্ঞানে আনতে হবে। সেসবও তোমরা দেখবে, যে ছোট ছোট কন্যারা মা-বাবাকে জ্ঞানে আনবে। কুমারীদের সম্মান আছে। কুমারীদের সবাই নমন করে। শিব শক্তি সেনা-য় সবাই হল কুমারী। যদিও মাতারা আছে কিন্তু তাদেরও কুমারী বলা হয়, তাইনা ! অনেক ভালো ভালো কুমারীরা থাকবে। ছোট ছোট কন্যারাই বিশাল শো' বা প্রদর্শন করবে। কোনো কোনো ছোট কন্যারা খুব ভালো সেবা করে । কিন্তু কারো কারো মোহও অনেক থাকে। এই মোহ হল খুব খারাপ। এও হল এক ভূত, বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। মায়া ভূতের কাজ হল পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে বিমুখ করা।

এই ওম্ নমঃ শিবায় গানটি সব থেকে ভালো গান। এর মধ্যেই কথা গুলো আছে - তুমি হলে মাতা পিতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাধে-কৃষ্ণের মন্দিরে যুগল মূর্তি দেখানো হয়। গীতায় কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধার নাম নেই। কৃষ্ণের মহিমা হল আলাদা - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, শিবের মহিমা আলাদা। কত মহিমা গায়ন হয় শিবের আরতিতে। অর্থ কিছুই বোঝেনা। পূজা করে সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছে । তোমরা জানো মাম্মা-বাবা এবং আমরা ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি পূজারী হয়েছি। বর্তমানে এসে আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। তাতেও নশ্বর অনুযায়ী আছে। কর্ম ভোগও আছে, যা যোগ দ্বারা মেটাতে হবে। দেহ-অভিমানকে ভাঙতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে খুব খুশীতে থাকতে হবে। মাতা পিতার কাছে আমরা গহন সুখ প্রাপ্ত করি। এই ব্রহ্মা বলবেন - বাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা আমার দেহ রূপী রথ লোনে নিয়েছেন। এবার বাবা এই রথের খেয়াল তো রাখবেন। প্রথমে ভাবতাম - আমি আত্মা এই রথকে খাওয়াই। এটা তো রথ - তাইনা। এখন বলা হবে এই রথকে তিনিই খাওয়ান। এই রথের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে, তাই ঘোড়াকে হাত দিয়ে খাওয়ান, কখনও পিঠে হাত বলায় । খুব খেয়াল রাখে, কারণ ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে। বাবা এই রথে বসে যাত্রা করেন, তাহলে বাবা খেয়াল রাখবেন না, এমন হয় ? বাবা যখন স্নান করেন তখন ভাবেন আমিও স্নান করছি, বাবাকেও করাতে হয় কারণ তিনি এই রথ লোনে নিয়েছেন। শিববাবা বলেন আমিও তোমার শরীরকে স্নান করাই, খাওয়াই। আমি খাইনা, শরীরকে খাওয়াই। বাবা খাওয়ান, খান না। এইসব বিভিন্ন রকম চিন্তা মনের মধ্যে চলতে থাকে - স্নানের সময়, ঘুরে বেড়ানোর সময়। এইসব তো অনুভবের কথা, তাই না ! বাবা নিজেই বলেন - অনেক জন্মের শেষ জন্মে প্রবেশ করি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) নিজের জন্ম গুলি জানেন না, আমি (শিববাবা) জানি। তোমরা বলো পুনরায় বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন। বর্সা নিতে হবে স্বর্গের। সত্যযুগে তো রাজা , প্রজা ইত্যাদি সবাই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে বাবার কাছে বর্সা নেওয়ার জন্য। এখন না নিলে কল্প কল্প মিস করতে হবে, উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। এ হল জন্ম জন্মান্তরের বাজি, তো কতখানি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। কল্প কল্প নিমিত্ত হব আমরা। কল্প কল্প বর্সা প্রাপ্ত করেছি। কল্প কল্পের জন্যে এই পড়াশোনা। এতেই খুব একাগ্র থাকতে হবে। ৭ দিনের

কোর্স করে নিজের লক্ষ্যকে বুঝে নিয়ে তারপর ঘরে বসেও মুরলী পড়া যায়। বাবা খুবই সহজ করে দেন। ড্রামা তো বুদ্ধিতে থাকা চাই, তাই না !

একেই ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বলা হয়। তো যেখানেই যাও না কেন, তা সেটা আমেরিকাই হোক না কেন, বাবার থেকে বর্সা নিতে পারো। শুধু সাত দিনের কোর্স করে ধারণা পাকা করে যাও। ভগবানের বাচ্চারা তো হলে ভাই বোন, তাই না ! প্রজাপিতা. হলেন ব্রহ্মা - তাই তাঁর সব সন্তানরা হল ভাই বোন । অবশ্য গৃহস্থে থেকে নিজেদের মধ্যে ভাই বোন রূপে থাকলে পবিত্র থাকতে পারবে। খুব সহজ। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার :-

১) নিজেকে মায়া রূপী ভূতের হাত থেকে রক্ষা করতে জ্ঞান-যোগে তৎপর থাকতে হবে। মোহ রূপী ভূতের ত্যাগ করে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। জ্ঞানের কথা বলতে হবে (টিকলু টিকলু করতে হবে)।

২) পড়াশোনায় সম্পূর্ণ একাগ্র হয়ে বাবার থেকে বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। কল্প কল্পের এই বাজি কোনো মতে হারানো চলবে না।

বরদান :- কর্ম যোগের স্টেজ দ্বারা কর্ম ভোগকে পরাজিত করতে পারা বিজয়ী রত্ন ভব

ব্যাখ্যা: কর্মযোগী হলে শরীরের কোনো কর্মভোগ ভোগ করছি বলে অনুভব হয় না। মনে কোনো রোগ থাকলে রুগী বলা হয়, যদি মন রোগ মুক্ত থাকে, তাহলে সুস্থ বলা হবে। শুধু শেষ শয্যায় শুয়েই বিষ্ণুর মতন জ্ঞানের স্মরণ করে হর্ষিত হতে হবে, মনন শক্তি দ্বারা সাগরের আরও গভীরে যাওয়ার চান্স পাওয়া যায়। এমন কর্মযোগী-ই কর্ম ভোগকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়।

স্নোগান - সাহসকে সঙ্গী করে নাও, তাহলে প্রতিটি কর্মে সফল হবে।

মাতেস্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক (সন্তান) তোমার কৃপায় গহন সুখ এই মহিমা কাকে উদ্দেশ্য করে গায়ন করা হয়েছে ? অবশ্যই পরমাত্মার জন্যে গায়ন করা হয়েছে, কারণ পরমাত্মা স্বয়ং মাতা পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অসীম সুখ প্রদান করেন। নিশ্চয়ই পরমাত্মা কোনো সময়ে সুখের সৃষ্টি তৈরি করেছিলেন, তাই তো ওঁনাকে মাতা পিতা বলা হয়। কিন্তু মানুষ তো সেসব জানেনা যে সুখ অর্থাৎ কি ? যখন এই সৃষ্টিতে অসীম সুখ ছিল তখন সৃষ্টিতে শান্তি ছিল, কিন্তু এখন সে সুখ নেই। যদিও মানুষের ইচ্ছা থাকে সেই সুখ প্রাপ্তির, তখন কেউ ধন সম্পদ চায়, কেউ সন্তান চায়,

কেউ আবার এমনও চায় যে আমি যেন পতিব্রতা নারী হই, সদা সৌভাগ্যবতী হই, ইচ্ছা তো সুখেরই থাকে, তাই না ! অতএব পরমাত্মা কোনো সময়ে তাদের ইচ্ছা তো অবশ্যই পূরণ করবেন। তাই সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টিতে স্বর্গ থাকে তখন সদা সুখ থাকে, যেখানে স্ত্রী কখনও বিধবা হয়না, অর্থাৎ সেই ইচ্ছা সত্যযুগে পূর্ণ হয় যেখানে অপার সুখ থাকে। বাকি এই সময় তো হল কলিযুগ। এই সময়ে মানুষ তো দুঃখ ভোগ-ই করে। আচ্ছা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দিনে শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করো, রাতে বসে জ্ঞান মন্থন করো, বাবাকে স্মরণ করো, বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্রে ঘোরাও, তাহলেই নেশা চড়তে থাকবে"

প্রশ্ন :-- মায়া কোন্ বাচ্চাদের স্মরণে বসতেই দেয় না ?

উত্তর :-- যে বাচ্চাদের বুদ্ধি কোনো না কোনো কিছুতে আটকে থাকে, যার বুদ্ধির তালা লেগে থাকে, যারা ভালোভাবে এই পড়া পড়ে না, মায়া তাদের স্মরণে বসতেই দেয় না । তারা মনমনাভব থাকতেই পারে না । তখন সেবার জন্যও তাদের বুদ্ধি চালিত হয় না । শ্রীমতে না চলার কারণে তারা নাম বদনাম করে দেয়, তারা ধোকা দেয় ফলে তাদের অনেক সাজাও খেতে হয় ।

গীত :-- তোমাকে ডাকতে মন চাইছে ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে । গড ফাদারকেই ডাকা হয়, কৃষ্ণকে নয় । বাবাকে বলবে - এসো, আবার কংসপুরীকে পরিবর্তন করে কৃষ্ণপুরী বানাও । কৃষ্ণকে তো ডাকবে না । কৃষ্ণপুরীকে তো স্বর্গ বলা হয় । এ কথা কেউই জানে না কারণ কৃষ্ণকে সবাই দ্বাপরে নিয়ে গেছে । এই সব ভুল শাস্ত্র থেকে হয়েছে । বাবা এখন যথার্থ কথা বুঝিয়ে বলছেন । বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বড়, গড ফাদার । সবাইকে সেই এক গড ফাদারকে স্মরণ করতে হবে । যদিও মানুষ ক্রাইস্ট, বুদ্ধ অথবা আদিদের স্মরণ করে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে । এই স্মরণ করা শুরু হয়েছে দ্বাপর থেকে । ভারতে এই গায়নও আছে যে, দুঃখে সবাই স্মরণ করে কিন্তু সুখে কেউ করে না । পরের দিকেই স্মরণ করার নিয়ম শুরু হয়, কেননা দুঃখ আসতে থাকে । প্রথমদিকে ভারতবাসীরা স্মরণ শুরু করে । তাদের দেখে অন্য ধর্মের মানুষও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করতে লেগে যায় । বাবাও ধর্ম স্থাপন করেন । মানুষ কিন্তু বাবাকে ভুলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের ধর্মের কথা তারা জানেই না । স্মরণ তো না লক্ষ্মী - নারায়ণকে আর না কৃষ্ণকে করতে হবে । স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করতে হবে যিনি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । এরপর যখন এরা ভক্তিমার্গে শিবের পূজা করতে শুরু করে, তখন মনে করে গীতার ভগবান কৃষ্ণ । তাঁকে তখন স্মরণ করতে থাকে । তাদের দেখে অন্যেরাও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে । তারা ভুলে যায় যে, এই দেবতা ধর্ম ভগবান স্থাপন করেছিলেন । আমরা লিখতে পারি, গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নন, শিববাবা । তিনি হলেন নিরাকার । এ তো আশ্চর্যের কথা হলো, তাই না । কারোর কাছেই শিববাবার কোনো পরিচয় নেই । তিনি হলেন তারার মতো । সব জায়গায় শিবের মন্দির আছে, তাই তারা মনে করে, এতো বড়, এ হলো এক অখণ্ড জ্যোতি তব্ব কিন্তু তিনি তো মহাত্মা থাকেন, যেখানে আত্মারা থাকে । আত্মার রূপ স্টারের মতো, পরমপিতা, পরমাত্মাও স্টার কিন্তু তিনি নলেজফুল, বীজরূপ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে শক্তি থাকে । আত্মার পিতা (বীজ) পরমাত্মাকে বলা হবে । তিনি হলেন নিরাকার । মানুষকে তো জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর বলা বলা যাবে না ! তাই বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অখরিটির দরকার, যার বুদ্ধি অনেক বিশাল । তোমাদের সকলের মধ্যে মুখ্য হলেন মাশ্বা, বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছে । কন্যাদের দ্বারা বাণ নিষ্ক্ষেপ করানো হয়েছে । অধর কুমার, অধর কুমারীদের রহস্য কোথায় না নেই । কেবল মন্দিরেই তা সিদ্ধ হয় । বরাবর জগদম্বাও আছেন কিন্তু তিনি জানেন না যে তিনি কে ?

বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মমুখ কমলের দ্বারা রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলি। এই ড্রামাতে কি আছে তা মানুষের বুদ্ধিতে আসার প্রয়োজন। এ হলো বেহদের ড্রামা। আমরা এই ড্রামার অভিনেতা, তাই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যাদের বুদ্ধিতে এ কথা থাকে, তাদের অনেক নেশা থাকে। সারাদিন শরীর নির্বাহ করলেও রাতে বসে স্মৃতিতে আনো - এই ড্রামা কিভাবে চক্র লাগায়? এ হলো মনমনাভব। মায়া কিন্তু রাতেও বসতে দেয় না। অভিনেতাদের বুদ্ধিতে তো ড্রামার রহস্য থাকা উচিত, তাই না কিন্তু এ অনেক মুশকিল। কোথায় না কোথায় ফেসে যায়, তো বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেয়। এ হলো অনেক বড় লক্ষ্য। ভালো পড়া যারা করে তারা তো অনেক টাকা বেতনও পায়, তাই না। এ হলো পড়া কিন্তু বাইরে গেলেই সব ভুলে যায় তখন নিজের মতে চলতে থাকে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমতে চললেই তোমাদের কল্যাণ। এ হলো পতিত দুনিয়া। বিকারকে বিষ বলা হয়, সল্যাসীরা যার সল্যাস করে থাকে। এই রাবণ রাজ্য শুরুই হয় দ্বাপর থেকে, এই বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সার্ভিসের জন্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চালিত হওয়া উচিত। শ্রীমতে চললে ধারণাও হবে। বাচ্চারা জানে যে বিনাশ সামনে উপস্থিত। সবাই দুঃখী হয়ে চিৎকার করবে - হে ভগবান, দয়া করো। গ্রাহি - গ্রাহি করার সময় ভগবানকে স্মরণ করবে। পার্টিশনের সময় কতো স্মরণ করতো - হে ভগবান দয়া করো, ক্ষমা করো। এখন কি রক্ষা করবে? যিনি রক্ষা করেন, তাঁকেই মানুষ জানে না তো রক্ষা কিভাবে করবে? বাবা এখন এসেছেন কিন্তু খুব মুশকিলের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা বসে। বাবা বোঝান যে - এমন এমন করে সেবা করো। বাবার কাছ থেকে এই শ্রীমত পাওয়া যায়। এমন বাবাকে চিনতে পারে না, এও কেমন আশ্চর্যের। এ কতো বোঝার কথা। সারাদিন যেন শিববাবার স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে। ইনিও তো তাঁরই রথ এবং সাথী।

বাবা দেখেন যে -- বাচ্চারা আজ খুবই ভালো নিশ্চয়বুদ্ধির, আবার কাল সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়। মায়ার তুফান লাগলে অবস্থার অবনতি হয়, তো বাবা এতে কি করতে পারেন। তোমরা জ্ঞানে এসেছো, সমর্পিত হয়েছো, তো তোমরা ট্রাস্টি হয়ে গেলে। তোমরা কেন চিন্তা করো? সমর্পণ করেছো, এরপর সার্ভিসও করতে হবে, তাহলে রিটার্নে অনেককিছু পাবে। আবার সমর্পিত হয়ে সার্ভিস যদি না করে, তাহলে তাদের খাওয়াতে তো হবে, তো ওই অর্থে খেতে খেতে সব শেষ করে দেয়, সার্ভিসই করে না। তোমাদের মানুষকে হীরের মতো বানানোর সেবা করতে হবে। মুখ্য হলো বাবার রুহানী সার্ভিস করতে হবে, যাতে মানুষ উঁচু হতে পারে। সার্ভিস না করলে দাস - দাসী হতে হবে। যারা ভালো পড়ে, তাদের অনেক সম্মান হয় আর যারা পাস করতে না পারে, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে।

বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো আর আশীর্বাদী বর্সা নাও। ব্যস, এই মনমনাভব অক্ষরই সঠিক। জ্ঞানের সাগর বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এমন কথা কৃষ্ণ বলতে পারে না, বাবাই বলেন -- মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, আর ভবিষ্যৎ রাজ্য পদকে স্মরণ করো। এ তো রাজযোগ, তাই না। এতে প্রবৃত্তি মার্গ সিদ্ধ হয়। এ কথা তোমরাই বোঝাতে পারো। তোমাদের মধ্যেও যারা সেবাপরায়ণ এবং তীক্ষ্ণ, তাদের ডাকা হয়। বোঝা যায় এরা খুবই ইন্ডিয়ান হ্যান্ড। বাচ্চাদের যোগযুক্ত হতে হবে। শ্রীমতে যদি না চলে তাহলে নাম বদনাম করে দেয়। ধোকা দিলে তখন সাজাও খেতে হয়। টাইবুনালও তো বসে তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :--

বাচ্চাদের প্রথমে দিকে বাবাকে বোঝাতে হয় । বেহদের বাবাই আমাদের পড়ান, গীতা পাঠ যারা করে তারা কৃষ্ণকে ভগবান বলে । তাদের বোঝাতে হবে যে, ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয় । দেহধারী তো অনেকেই আছে । বিদেহী হলেন একজনই । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা । এ কথা খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসাও । বেহদের বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা পাওয়া যায়, তিনিই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি হলেন বেহদের বাবা আর ইনি হলেন হদের বাবা । আর অন্য কেউই ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা দেয় না । এমন কোনো বাবা নেই, যাঁর কাছ থেকে অমর পদ প্রাপ্ত করা যায় । অমরলোক হলো সত্যযুগ । এ হলো মৃত্যুলোক । তাই বাবার পরিচয় দিলে বুঝতে পারবে, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, যাকে দৈবী স্বরাজ্য বলা হয় । এই স্বরাজ্য বাবাই দেন । তিনিই পতিত - পাবন, এমন গায়ন হয়, তিনি বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ কেটে যাবে । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার যোগ্য হতে পারো । কল্প - কল্প বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এখন সেই পবিত্র দুনিয়া আসছে । পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে । প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে পাকা করাতে হবে । যখন পাকাপাকি ভাবে বাবাকে জানতে পারবে, তখন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাবে । এতে মায়া অনেক ভুলিয়ে দেয় । তোমরা বাবাকে স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করো, তবুও আবার ভুলে যাও । শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পাপমুক্ত হবে । সেই বাবা এনার দ্বারা বলেন, বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো । তবুও কাজকর্মে গেলে ভুলে যায় । এই ভুলে যাওয়া উচিত নয় । এই হলো পরিশ্রমের কথা । বাবাকে স্মরণ করতে করতে কর্মজীত অবস্থায় পৌঁছাতে হবে । কর্মজীত অবস্থাসম্পন্নদের বলা হয় ফরিস্তা । তাই এই কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো যে, কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে । এ কথা পাকা নিশ্চিত যেন থাকে যে, আমরা আত্মা ভাইদের বোঝাই । সবাইকে বাবার খবর দিতে হবে । কেউ কেউ বলে, আমরা বাবার কাছে যাবো, দর্শন করবো কিন্তু এখানে দর্শন আদির তো কোনো কথাই নেই । ভগবান এসে শেখান আর মুখে বলেন যে, তোমরা তোমাদের নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ কেটে যায় । যেখানেই কাজ - কারবারে থাকো না কেন, প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাকে স্মরণ করো । নিরন্তর যারা স্মরণ করবে তারাই জয় পাবে । স্মরণ না করলে মার্কস কম হয়ে যাবে । এই পড়া হলোই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার, যা এক বাবাই পড়ান । তোমাদের চক্রবর্তী রাজা হতে হবে তাই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে হবে । কর্মজীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে । তা অন্ত সময় সম্পূর্ণ হবে । এই অন্ত যে কোনো সময় আসতে পারে তাই লাগাতার পুরুষার্থ করতে হবে । নিত্য যেন তোমাদের পুরুষার্থ চলতে থাকে । লৌকিক বাবা তোমাদের এমন কখনোই বলবেন না যে, দেহের সর্ব সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো । শরীরের ভাব ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে । এ তো বেহদের বাবাই বলেন যে, আমি এই একের স্মরণেই থাকো তো সব পাপ কেটে যাবে । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই কাজ তো খুশীর সঙ্গে করা চাই, তাই না । ভোজন গ্রহণ করার সময়ও বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণে থাকার গুপ্ত অভ্যাস যদি তোমাদের

চলতে থাকে তো খুবই ভালো । এতে তোমাদেরই কল্যাণ । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমি বাবাকে কতো সময় ধরে স্মরণ করি ? আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ - স্নেহ আর শুভরাত্রি । ওম শান্তি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মানুষকে হীরেতুল্য করার রুহানী সার্ভিস করতে হবে । কখনোই সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়া ছেড়ে দিও না । ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে ।

২) শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শ্রীমতকে নিজের কল্যাণ মনে করে তাতেই চলতে হবে । নিজের মত চালাবে না ।

বরদান :-- সকলের প্রতি শুভ কল্যাণের ভাবনা রেখে পরিবর্তনকারী বেহদের সেবাধারী ভব

বেশিরভাগ বাচ্চা বাপদাদার সামনে এমন আশা রাখে যে, আমাদের অমুক সম্বন্ধী যেন পরিবর্তন হয়ে যায় । বাড়ীর লোক সাথী হয়ে যাক, কিন্তু কেবলমাত্র ওইসব আত্মাদের নিজের মনে করে এই আশা যদি রাখা তাহলে হদের দর্শনের কারণে তোমাদের শুভ কল্যাণের ভাবনা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছায় না । বেহদের সেবাধারী যদি সর্ব আত্মার প্রতি আত্মিক ভাব, বেহদের আত্মিক দৃষ্টি, ভাই - ভাইয়ের সম্বন্ধের বৃত্তির দ্বারা যদি শুভ ভাবনা যদি রাখে তো তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় -- এই হলো মনের সেবার যথার্থ বিধি ।

স্লোগান :-- জ্ঞানরূপী বাণকে বুদ্ধিরূপী ধনুকে ভরে মায়ার চ্যালেঞ্জকারী আত্মাই মহাবীর যোদ্ধা হয় ।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য

"মনের অশান্তির কারণ হলো কর্মবন্ধন আর শান্তির কারণ হল কর্মাতীত"

বাস্তবে প্রত্যেক মানুষের এই চাহিদা অবশ্যই থাকে যে, আমি যেন মনের শান্তি পাই, তাই মানুষ এতদিন অনেক প্রয়াস করে এসেছে কিন্তু মনের শান্তি এখনো প্রাপ্ত হয় নি, এর যথার্থ কারণ কি ? এখন এই কথা চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরী যে, মনের অশান্তির মূল কারণ কি ? মনের অশান্তির মূল কারণ হলো -- কর্মবন্ধনে আটকে যাওয়া । যতক্ষণ না মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ মানুষ এই অশান্তির হাত থেকেও মুক্তি পাবে না । যখন কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় তখন মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে । এখন চিন্তা করতে হবে - এই কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে কিভাবে ? আর তা ছিন্ন করাবেন কে ? এ তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আত্মাই অন্য কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না । এই কর্মবন্ধনের হিসেব - নিকেশ ছিন্ন করান একমাত্র পরমাত্মা, তিনি এসেই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা আমাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করেন, এই কারণেই পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয় । যতক্ষণ না প্রথমে এই জ্ঞান হয় যে আমি আত্মা, আমি প্রকৃতপক্ষে কার সন্তান, আমার প্রকৃত গুণ কি ? যখন এই কথা বুদ্ধিতে এসে যাবে তখনই কর্মবন্ধন

ছিল হবে । এখন এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছেই প্রাপ্ত করি আর পরমাত্মার দ্বারাই কর্মবন্ধন মুক্ত হই । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-অভিমান মানুষকে কাঁদায়। দেহী-অভিমानी হতে পারলেই সঠিক পুরুষার্থ হয়, ফলে যেমনি নির্মল ও স্বচ্ছ হৃদয় হবে, তেমনি সম্পূর্ণ রূপে বাবাকে অনুসরণ করতে পারবে"

প্রশ্ন:- যে কোনও পরিস্থিতি বা প্রতিকূলতার স্থিতিতে নির্ভয় ও একরস হয়ে থাকতে পারো কখন?

উত্তর:- ড্রামার এই জ্ঞানে যখন সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চয়তা আসবে, তখন যে কোনও প্রতিকূলতাই সামনে হাজির হোক না কেন, তা ড্রামাতে নির্দিষ্ট - এমন ভাবই আসবে, পূর্ব কল্পেও যা অতিক্রম করেছি, অতএব এতে ভয়ের কিছু নেই। অবশ্য বাচ্চাদেরও মহাবীর হতে হবে। যে সম্পূর্ণ রূপে বাবার সহযোগী সুপুত্র হয়, সে বাবার হৃদয়াসনে জায়গা করে নেয়। এমন বাচ্চারাই সদা স্থির ও একরস অবস্থায় থাকে।

🎵 *গীত :- ওগো দূর-দেশের অভিযাত্রী, আমাকেও নিয়ে চলো সাথে!*

ওম্ শান্তি! বিনাশের সময়েও কিছু না কিছু অবশ্যই বেঁচে যায়, বিনাশের হাত থেকে। তখন যেমন রামের কিছু সেনা আবার রাবণের কিছু সেনা- উভয় তরফেরই কিছু কিছু বেঁচে থাকে। কিন্তু, কেবল রাবণের সেনারাই কাঁদে। প্রথমতঃ তারা সাথে যেতে পারে না, এছাড়াও তাদের শেষের দিকটা খুবই কষ্টের, যেহেতু চারিদিকেই তখন গ্রাহি গ্রাহি অবস্থা। তোমাদের বি.কে.-দের মধ্যে যারা অনন্য হবে, কেবল তারাই বিনাশ দেখার যোগ্য। যেহেতু তারা বীর অঙ্গদ-এর মতন স্থির। একমাত্র তোমাদের মধ্যে ছাড়া আর কেউ সেই বিনাশ দেখে স্থির থাকবে না। চতুর্দিকে গ্রাহি-গ্রাহি রব এমন হবে যে, অপারেশন হবার সময় তা দেখে যেমন সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না- তেমনি। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা পারো। চারিদিকে হাহাকারও হতে থাকবে। যারা বাবার অনন্য সুপুত্র, অর্থাৎ সহযোগী বাচ্চা, কেবল তারাই বাবার হৃদয়াসনে স্থান পাবে। হনুমান কোনও একজন নয়। সম্পূর্ণ মালা-ই হনুমান ও মহাবীরদের। যেমন রুদ্রাক্ষের মালা - তেমনি। রুদ্র ভগবানের জন্য যে মালা-"রুদ্রাক্ষ-মালা"। প্রকৃত রুদ্রাক্ষ মহামূল্যবান বীজ। এই রুদ্রাক্ষের মধ্যেও আসল/নকল হয়। যা ১০০-টাকায় কিনতে হয়, আবার ২-টাকাতেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এমন। যেমন এই বাবা তোমাদের হীরের মতন মূল্যবান করে গড়ে তুলছেন, তার তুলনায় অন্যেরা বানায় নকল হীরে। সত্য পরমাত্মার তুলনায় তারা সবাই যে মিথ্যার কানা-কড়ি। যেমন প্রবাদ আছে- সূর্যের আলোর প্রকাশকে অন্ধকার ঢেকে রাখতে পারে না। বাবা হলেন জ্ঞান-সূর্য, ওনার প্রকাশের আলোতে অজ্ঞান লুকিয়ে থাকতে পারে না। সেই সত্য-বাবার সত্য-জ্ঞান পাচ্ছে তোমরা। তোমরা জানো, সত্য-ঈশ্বর এই বাবার নামে লোকেরা যা বলে, তা সবই মিথ্যা।

তোমরা তো বুঝেছো, গীতার প্রকৃত ভগবান যে শিব, মোটেই তা দৈবগুণধারী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই নয়। বর্তমান সময়কালটা যখন সঙ্গমযুগ, অতএব সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন এই জ্ঞানের পাঠই পড়ছেন। অথচ অস্ত্র মানুষেরা ভাবে কৃষ্ণই (গীতার) জ্ঞানদাতা। ধারণার কত আকাশ-পাতাল তফাৎ। যেখানে একজন বাবা, অপরজন তার বাচ্চা। বাবার নামকে লুপ্ত করে সেখানে বাচ্চার নাম বসিয়ে দিয়েছে অজ্ঞানী পণ্ডিতেরা। তোমরা যতই এই দিশায় এগোতে থাকবে, ততই নানা সত্য উদ্ঘাটন হতে থাকবে। এটাই প্রথম ও প্রধান মুখ্য কথা। কিন্তু, লোকেরা এমন ধারণা করলো কেন-বাবা সর্বব্যাপী? যেহেতু গীতাতে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেছে-তাই। অবশ্য তোমরা বি.কে.-রা এর প্রকৃত কারণটা জানো। শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবী-দেবতাদের আত্মারা পুরো ৮৪-জন্মই নেয়। একথাও প্রচলিত আছে- আত্মা আর পরমাত্মার বিচ্ছেদ হয়েছে বহুকাল! তোমরা বি.কে.-রাই সর্বাগ্রে পৃথক হও, অন্য আত্মারা তখন বাবার কাছে সেখানেই থাকে। এর প্রকৃত ভাবটা অন্যেরা কিন্তু বোঝেই না। তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই যথার্থ রীতিতে তা বুঝতে পারে। এই দেহ-অভিমানই সবার দুঃখ-কষ্টের কারণ। দেহী-অভিমानी হতে পারলেই সঠিক ভাবে পুরুষার্থ করতে পারে, ফলে সঠিক ধারণা খুব সুন্দর ভাবে ধারণ করে সম্পূর্ণ রূপে বাবাকে অনুসরণ করতে পারে। বাবা নিজেও তো এই নাটকের পার্টধারী। 'ফাদার' দু-জনকেই বলা হয়। কিন্তু তোমরা তা সঠিক বুঝিয়ে বলতে পারো না, কোন্ বাবা কখন কি বলছেন। যেহেতু বাবা (পরমাত্মা) ও দাদা (আত্মা) উভয়েই একই শরীরে অবস্থান করছে। কিন্তু, তোমরা অনুসরণ করবে তাকেই, যিনি তার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে এসেছেন এই দুনিয়ায়।

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমानी হও। অনেক ভাল-ভাল বাচ্চাও দেহ-অভিমানই থাকে, তাই তারা বাবাকে স্মরণ করে না। আর যে যোগী নয়, সে সঠিক ধারণা করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন সততার। সত্য বাবাকে

সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করা উচিত। যা শুনবে তা ধারণ করে অন্যদেরকেও বোঝাতে থাকে। নির্ভয়চিত হতে হবে। ড্রামার প্রতি নিশ্চয়তা আনতে হবে। যে কোনও প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন, ভাববে এটাই ড্রামায় নির্ধারিত। সেই প্রতিকূলতা তো তুমি আগেও পেরিয়ে এসেছো। তোমরাই তো বাবার সেই মহাবীর বাচ্চা। তাই তো তোমাদের এত মহিমা। তোমাদের মধ্যে ৮-জন হবে খুব বড় মহাবীর, ১০৮-জন তাদের থেকে একটু কম, আর ১৬-হাজার তাদের চাইতেও আরও একটু কম মহাবীর। তোমাদেরই তো তা হতে হবে। পূর্ব কল্পের মতনই আবারও তোমাদের জন্যই স্থাপনার কাজ চলছে। কিন্তু তবুও সংশয় বুদ্ধিতে এসে অনেকেই এই জ্ঞানের পাঠ ছেড়েও দেয়। নিশ্চয় বুদ্ধির হলে সে কখনও এমন প্রিয় বাবার সঙ্গে ছাড়ে না। এমনকি জোর জবরদস্তী জ্ঞান-অমৃত পান করাতে চাইলেও, অনেকে তাও চায় না। তাদের বোধবুদ্ধি যেন খুবই ছোট বাচ্চার মতন। তাই তো বাবা জ্ঞান-দুধ পান করাতে গেলেও তা পান করে না, মাথা ঘুড়িয়ে রাখে অন্যদিকে। ফলে তাদের জীবন একেবারে ব্যর্থ-জীবনে পরিণত হয়। এমনকি মুখের উপরে বলেও দেয়, মা-বাবার কোনও কিছুই প্রয়োজন নেই তার। আরও বলে -যেখানে আমি শ্রীমৎ অনুসারে চলতেই পারবো না, সেখানে শ্রেষ্ঠ হবার প্রশ্নই তো নেই। 'শ্রীমৎ' অর্থাৎ ভগবান প্রদত্ত মত। অতএব এমন স্লোগান লেখা উচিত : নিরাকার জ্ঞান সাগর পতিত পাবন ভগবান শিবাচার্য উবাচঃ - "মাতারা স্বর্গের দ্বার।" আর অন্যকে তা বোঝাবার জন্য নিজের বুদ্ধিতে পয়েন্টগুলি তৈরী করে রাখতে হবে। যদিও ছাত্রেরা তাদের ক্রমিক অনুসারেই তা পারবে। তারা প্রত্যেকেই যে যার নিজের নিজের পাঠও করে চলেছে ড্রামা অনুসারে। ওনাকে (শিববাবাকে) আমরা কেবল দুঃখের সময়ই স্মরণ করি। বাবা থাকেন বহু দূরের দেশে। আমরা আত্মাধারীরা ওনাকেই স্মরণ করি। দুঃখের সময় সবাই তাকে স্মরণ করে, অথচ সুখের সময় কেউ না। বর্তমানের এই দুনিয়াটাও যে দুঃখের দুনিয়া। যা বুঝতে অসুবিধা হয় না মোটেই। অন্যদের বোঝাবার সময় শুরুতেই তা বোঝাতে হবে যে, একমাত্র এই বাবাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাকার, তবে কেনই বা আমরা ওনার থেকে সেই স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী নেবো না? যদিও তা জানা আছে, কিন্তু সবাই তো আর সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাবে না। সবাই যদি স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে যায়, তবে তো আর নরকের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। আর নরক রাজ্য না হলে এত লোকসংখ্যা হবেই বা কি করে?

একথা তো প্রচলিত আছেই - ভারত ভূখণ্ড অবিনাশী-খণ্ড অর্থাৎ অবিনাশী বাবার জন্মস্থান। এই ভারতই একদা ছিল স্বর্গ-রাজ্য। তাই আমরা আনন্দ সহকারে বলে থাকি- ৫-হাজার বছর আগে ভারত ছিল স্বর্গ-রাজ্য। চিত্রে তা দেখানো আছে, বরাবরই এই ভারতেই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হয়। খ্রীষ্ট-জন্মের তিন-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারতই ছিল সেই স্বর্গ-রাজ্য। তবে তো অবশ্যই এই ভারতেই ছিল সেই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা। এসবের বহু চিত্রও আছে। সত্যি, কত সহজ সরল তথ্য। তোমাদের মন-বুদ্ধিতেও যেন এই জ্ঞান চলতেই থাকে। বাবার আত্মাতে এই জ্ঞান ছিল বলেই তো তোমাদের আত্মাতেও সেই ধারণা করাতে পারছেন উনি। উনি যে স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। তবুও উনিই আবার বলেন-এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাহায্যে রাজযোগের শিক্ষা দেওয়ার ফলে বি.কে.-রা হতে পারছে রাজাদেরও রাজা। যদিও পরবর্তীতে এই জ্ঞান আবার প্রায় লোপ পেয়েও যায়, যে জ্ঞান এখন তোমাদের দেওয়া হচ্ছে। অতএব বাচ্চারা, এখন তোমরা অন্যদের সাথে এ বিষয়ে তর্কও করতে পারবে। যদিও এর জন্য তেমন বুদ্ধিমান বাচ্চারই প্রয়োজন। বাবা ওনার নিজের কাছে কখনই উৎকৃষ্ট জিনিষটা রেখে দেন না। তাই তো উনি বলেন, এতসব ঘর-বাড়ী ইত্যাদি যা কিছুই তৈরী হচ্ছে, তা তো বাচ্চাদেরই থাকার জন্য। তা না হলে বাচ্চারা এসে থাকবে কোথায়! আগামীতে এই সব বাড়ী-ঘর তো তোমাদেরই হবে। ভগবানের চোখাটে ভক্তদের ভিড় তো উপচে পড়বেই। তারা ভগবানকে এতসব দিয়েছে তো এসব তৈরী করার জন্যই। বাস্তব তো এটাই। তোমরা ভাবো তখন সেখানে কতই বা ভীড় হবে। দুনিয়ায় অন্ধশ্রদ্ধার সংখ্যা অনেক। কোথাও কোনো মেলা বসলে কতই না ভীড় হয় সেখানে। কখনও কখনও তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যায়। এই ভীড়ের কারণেই কতজনের মৃত্যুও ঘটে। কতজনের কতকিছু নষ্ট ও লোকসান হয়। অতএব, এই স্ব-দর্শণ চক্রই সবচেয়ে ভাল পন্থা। সেখানে অবশ্যই সেখানে স্লোগান লিখে রাখবে। অবশেষে এই মাতাদের কাছেই সবাইকে নতশির হতে হবে। শক্তির তেমন চিত্রও বানাতে হবে। বাবা তো তোমাদের জন্য সেই জ্ঞান-বারুদ তৈরী করেই দেন। তোমাদের কেবল তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে বোঝাতে হয়। যা তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যায়।

ভক্তরা স্মরণ করে ভগবানকে, আর সাধুরা সাধনা করে - ভগবানের সাক্ষ্যাৎ পাবার জন্য। ভগবানকেই 'বাবা' বলা হয়। চিরকালই তোমরা তার প্রকৃত সন্তান। সুতরাং তোমরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে ভাই-ভাই। যেমন হিন্দু-চীনা ভাই-ভাই। কিন্তু সবারই বাবা সেই একজন - তাই না? আবার জাগতিক হিসাবে তোমাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। অতএব, বিকারী দৃষ্টি হওয়া উচিত নয় -এটাই পবিত্র থাকার যুক্তি। বাবা বারবার জানাচ্ছেন, কাম-বিকার মহাশত্রু। অবশ্য তোমরা যদি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারো। মুখ্য কথা হলো- "ভগবান সবারই বাবা"। এই বাবাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা

করতে চলেছেন, অতএব বাবার থেকে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই নিতে হবে তোমাদের। পূর্বেও এই বর্সা পেয়েছিলে তোমরা, কিন্তু নিজেরাই তা খুইয়েছো। অবশ্য এই ড্রামা যে সুখ-দুঃখের খেলা। যা খুব ভালভাবে বুঝতে ও বোঝাতে হবে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সত্যকে ধারণ করে বাবার প্রতিটি আচরণকে অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান-অমৃত পান করে অন্যদেরও পান করাতে হবে। নির্ভয়চিত্ত হতে হবে।

২) আমরা সবাই ভগবানের সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক-এই স্মৃতিতে নিজের দৃষ্টি-বৃত্তিকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান:- বিশেষতাগুলিকে সামনে রেখে সদা মহানন্দে এগোতে থাকা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন ভব*
নিজের যা কিছু বিশেষত্ব আছে, তাকে সামনে রাখে। দুর্বলতাগুলিকে নয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই নিজের উপর আস্থা থাকবে। দুর্বলতাগুলিকে বার বার মনে আনবে না, তবেই আনন্দ সহকারে এগিয়ে যেতে থাকবে। এই নিশ্চয়তা অবশ্যই যেন থাকে, সর্বশক্তিমান বাবার হাত যে ধরবে, সে সহজেই ভবসাগর পার হবে। সে সদাই নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন হয়। নিজের প্রতি নিশ্চয়তা, বাবার উপর নিশ্চয়তা আর ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে দেখা সত্ত্বেও তাতেও সম্পূর্ণ নিশ্চয় হতে পারলে, বিজয়ী হবেই সে।

স্লাগান:- পিউরিটির রযেলিটিতে থাকলে এই হদের আকর্ষণগুলি থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারবে।*

~~~~~\*:"তমোগুণী মাযার বিস্তার"\*~~~~~

সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী - এই যে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, এর যথার্থ ভাবার্থ জানা খুবই দরকার। লোকেরা ভেবে থাকে এই তিনটি গুণ একসাথেই চলতে থাকে, কিন্তু বিবেক কি বলে - এই তিনটি গুণ কি একই সাথে চলে, নাকি এই তিনটি গুণের পার্ট চলে ভিন্ন-ভিন্ন যুগে ? বিবেক তো এমনই বলছে, এই তিনটি গুণ একত্রে চলে না। সত্যযুগে থাকে সতোগুণী, দ্বাপরে থাকে রজোগুণ আর কলিযুগে হয় তমোগুণ। যখন সতোগুণ থাকে তখন রজোগুণ ও তমোগুণ নয়, আবার যখন রজোগুণ থাকে তখন সতোগুণ থাকে না। কিন্তু জাগতিক মানুষেরা তো এমনই ভেবে বসে আছে যে, তিনটি গুণই একত্রে চলে। এমনটি বলা একেবারেই ভুল। তারা ভাবে মানুষেরা যখন সত্যকথা বলে, কোনও পাপ-কর্ম করে না, তখন সে সতোগুণী হয়। কিন্তু বিবেক বলছে, আমি যখন সতোগুণ বলছি, তখন সেই সতোগুণের অর্থ সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগৎই সতোগুণী। তাই বলে এমনটা মোটেই বলা যাবে না- যে সত্যকথা বলছে, সে সতোগুণী আর যে মিথ্যা কথা বলছে সে কলিযুগী তমোগুণী, আর দুনিয়াও সেই হিসাবে চলে আসছে। এখন যদি আমরা সত্যযুগ বলি, তবে তো তার মানে এই এসে দাঁড়ায়, তবে সমগ্র সৃষ্টিতেই সতোগুণ ও সতোপ্রধান হওয়া চাই। কিন্তু একথাও ঠিক, কোনও সময়ে তেমনই সত্যযুগ অবশ্যই ছিল, যখন সমগ্র সৃষ্টি-সংসারই সতোগুণী ছিল। সেই সত্যযুগ এখন আর নেই। বর্তমানের এই দুনিয়াটা কলিযুগী দুনিয়া, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিতেই তমোগুণের রাজত্ব। এই তমোগুণী সময়কালে তবে সতোগুণ আসবেই বা কোথা থেকে। বর্তমান সময়টা তো ঘোর তমসাম্বলন হয়ে আছে, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আর ব্রহ্মার রাত হলো কলিযুগ। অতএব এই দুটোকে তো একত্রে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। \*আচ্ছা! \* \*ওঁম শান্তি! \*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের রয়্যাল চলন দ্বারা সেবা করতে হবে, শ্রীমৎ অনুসারে বুদ্ধিকে রিফাইন করতে হবে, মাতাদের সম্মান রাখতে হবে"\*

\*প্রশ্ন:- কোন্ কর্তব্যটি হল একমাত্র বাবার, কোনো মানুষের নয়?\*

\*উত্তর:- সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, এই কর্তব্য হল বাবার। মানুষ যতই কনফারেন্স ইত্যাদি করুক শান্তি হতে পারে না। শান্তির সাগর বাবা যখন বাচ্চাদেরকে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করান তখন শান্তি স্থাপন হয়। পবিত্র দুনিয়ায় শান্তি আছে। তোমরা বাচ্চারা এই কথা খুব যুক্তি দিয়ে এবং খুব আড়ম্বর করে বোঝাও তবে বাবার নাম মহিমান্বিত হবে।\*

\*গীত:- আমি একটি ছোট্ট শিশু, আর তুমি হল বলবান, হে প্রভু, আমার মান রাখো\* ....

\*ওম্ শান্তি।\* এই গীত ভক্তি মার্গে গায়ন হয়েছে কারণ একদিকে আছে ভক্তির প্রভাব অন্য দিকে আছে এখন জ্ঞানের প্রভাব। ভক্তি ও জ্ঞানে রাত-দিনের তফাৎ আছে। কোন্ তফাৎ? এতো খুব সহজ। ভক্তি হল রাত, জ্ঞান হল দিন। ভক্তিতে আছে দুঃখ, যখন ভক্ত দুঃখী হয় তখন ভগবানকে আহবান করে। তখন ভগবানকে আসতে হয় দুঃখীদের দুঃখ দূর করতে। তারপরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় - ড্রামাতে কি কিছু ভুল আছে? বাবা বলেন - হ্যাঁ, খুব বড় ভুল আছে, তোমরা যে আমায় ভুলে যাও। কে ভুলিয়ে দেয়? মায়া রাবণ। বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এই খেলাটি তৈরি। স্বর্গ ও নরক হয়-ই ভারতে। ভারতেই কারো মৃত্যু হলে বলা হয় বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। এই কথা তো জানেনা যে স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ কখন হয়? যখন স্বর্গ হয় তখন মানুষ পুনর্জন্ম স্বর্গেই নেবে। এখন তো হল নরক তাই পুনর্জন্ম অবশ্যই নরকে হবে, যতক্ষণ স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। মানুষ এই কথা জানেনা। এক হল ঈশ্বরীয় অথবা রাম সম্প্রদায়, দ্বিতীয় হল রাবণ সম্প্রদায়। সত্যযুগ - ত্রেতায় আছে রাম সম্প্রদায়, তাদের কোনো দুঃখ থাকেনা। অশোক বাটীকায় থাকে। তার অর্ধকল্প পরে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। এখন বাবা পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। সেই ধর্মটি হল সবচেয়ে সর্বোত্তম ধর্ম। সবই তো হল ধর্ম তাই না! ধর্ম গুলির কনফারেন্স হয়। ভারতে অনেক ধর্মের লোক আসে, কনফারেন্স করে। এখন যে ভারতবাসী ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা কনফারেন্স কি করবে? বাস্তবে ভারতের প্রাচীন ধর্ম তো হলই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম তো নেই। সবচেয়ে উঁচু হল দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিয়ম বলে সবচেয়ে উঁচু ধর্মের মানুষকে সিংহাসনে বসানো উচিত। সবথেকে প্রথমে কাকে বসানো হবে? এই বিষয়েও তাদের কখনও ঝগড়া লেগে যায়। যেমন একবার কুস্ত্র মেলায় ঝগড়া লেগেছিল। একজন বলে আমাদের শোভা যাত্রা আগে যাবে, আরেকজন বলে আমাদের। লড়াই লেগেছিল। তাই এখন এই কনফারেন্সে বাচ্চাদের এই কথা বোঝাতে হবে যে উঁচু থেকে উঁচু ধর্ম হল কোন্ টি? তারা তো জানেনা। বাবা বলেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যে ধর্মটি এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছে। এবারে চীনের বাসিন্দা নিজের ধর্ম চীন তো বলবেনা, তারা তো যাকে বিখ্যাত দেখে তাকেই মুখ্য পদে বসিয়ে দেয়। নিয়ম অনুযায়ী কনফারেন্সে অনেকে আসতে পারে না। শুধুমাত্র ধর্মের হেড দের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাদের পরামর্শ দাতা তো কেউ নেই। তোমরা হলে উঁচু থেকে উঁচু দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। এখন দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছ। তোমরাই বলতে পারো ভারতের যে মুখ্য ধর্ম আছে, যে ধর্মটি হল সব ধর্মের মাতা-পিতা তাদের হেড কে এই কনফারেন্সে মুখ্য করা উচিত। সিংহাসনে তাকে বসানো উচিত। বাকিরা তো সবাই হল তার নীচে। সুতরাং মুখ্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চলা উচিত।

ভগবান অর্জুনকে বসে বুঝিয়ে ছিলেন। ইনি হলেন সঞ্জয়। তাতে রথবান হলেন বাবা, তারা ভাবে রূপ পরিণত করে কৃষ্ণের দেহে এসে জ্ঞান প্রদান করেছেন। কিন্তু এমন তো হয়না। এখন প্রজাপিতাও আছেন, ত্রিমূর্তির উপরে খুব ভালো রীতি বোঝানো যেতে পারে। ত্রিমূর্তির উপরে শিববাবার চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। তিনি হলেন সূক্ষ্ম বতনের রচনা। বাচ্চারা বুঝতে পারে বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন স্থাপন কর্তা। তাই ওনারও চিত্র চাই। এইসব হল খুবই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। বুদ্ধিতে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ণুও তো চাই। যাঁর দ্বারা স্থাপনা করানো হবে তাঁর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণও করানো হবে। স্থাপনা করানো হয় ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতী ইত্যাদি অনেক সন্তান আছে। বাস্তবে ইনি ও পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছেন। সুতরাং কনফারেন্স ইত্যাদিতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হেড জগদম্বা হওয়া উচিত কারণ মাতাদের অনেক সম্মান আছে। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা হয়। তিনি হলেন জগৎ পিতার কন্যা

সন্তান। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। গীতা এপিসোড রিপিট হচ্ছে। এই হল সেই মহাভারত লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাও বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, ব্রহ্মাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী করতে। জগৎ অস্বা গডেজ অফ নলেজ রূপে গায়ন আছে। ওনার সঙ্গে জ্ঞান গঙ্গাও আছে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁরা এই নলেজ কোথা থেকে পেয়েছে ! নলেজফুল গড ফাদার তো হলেন একজনই, তিনি নলেজ কিভাবে দেবেন ? নিশ্চয়ই দেহ ধারণ করতে হবে। তাই ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। এইসব কথা মাতারা বসে বোঝাবেন। কনফারেন্সে সবার এই কথা জানা দরকার যে কোন ধর্ম টি বড় ? এই কথা তো কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। বাবা বলেন এই ধর্মটি যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় তখন আমি এসে পুনরায় স্থাপনা করি। এখন দেবতা ধর্ম নেই। বাকি অন্য তিনটি ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং তাহলে নিশ্চয়ই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করতে হয়। তখন এইসব ধর্ম থাকবে না। বাবা আসেনই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। তোমরা বাচ্চিরা বলতে পারো শান্তি কিভাবে স্থাপনা হতে পারে ? শান্তির সাগর তো আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। সুতরাং শান্তি নিশ্চয়ই তিনি-ই স্থাপন করবেন। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হলেন তিনি। গায়নও আছে পতিত-পাবন আসুন, এসে ভারতকে পবিত্র রামরাজ্যে পরিণত করুন। শান্তিপূর্ণ তো তিনি-ই করবেন। এইটি হল বাবার-ই কর্তব্য। তোমরা ওঁনার মতে চলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন যারা আমার আপন হবে, রাজ যোগ শিখবে এবং পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে যে বাবা আমরা পবিত্র হয়ে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করব আমরাই মালিক হব, পতিত থেকে পবিত্র হব। পবিত্র হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বোচ্চ। এখন আবার পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা শান্তির জন্যে কনফারেন্স করছ কিন্তু মানুষ কি শান্তি স্থাপনা করতে পারবে। এইটি তো হল শান্তির সাগর বাবার কাজ। কনফারেন্সে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসে, অনেক মেশ্বার তৈরি হয় তখন তাদের পরামর্শ দিতে হয়। ফাদার শোজ সান। শিববাবার নাতি ব্রহ্মার সন্তান হল গডেজ অফ নলেজ। তাদেরকে গড নলেজ দিয়েছে। মানুষ তো শাস্ত্রের নলেজ পড়ে। এমন প্রদর্শনী আয়োজন করে বোঝাও তাহলে মজা হবে। যুক্তি অবশ্যই রচনা করতে হবে। একদিকে তাদের কনফারেন্স হবে, অন্য দিকে তোমাদের খুব সাজসজ্জা সহ কনফারেন্স হবে। চিত্র তো ক্লিয়ার আছে, যার ফলে চট করে বুঝতে পারবে। দুই এরই অক্যুপেশান আলাদা। এমন তো নয় যে সবই এক। না। সব ধর্মের আলাদা পার্ট আছে। শান্তির জন্যে একত্রে কাজ করে, বলে রিলিজন ইজ মাইট (ধর্ম-ই শক্তি)। কিন্তু সবথেকে বেশি শক্তিশালী কে ? তিনিই এসে প্রথম নম্বরের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা তোমরা বাচ্চিরাই জানো। দিন-প্রতিদিন বাচ্চারা তোমাদের পয়েন্টস প্রাপ্ত হতে থাকে। বোঝাবার শক্তিও আছে। যোগীর শক্তি বেশি হবে। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মা-ই আমার প্রিয়। এমন নয় যোগী আত্মা প্রিয় নয়। যে জ্ঞানী হবে সে যোগীও অবশ্যই হবে। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। যোগ ব্যতীত ধারণা হবেনা। যাদের যোগ নেই তাদের ধারণাও নেই কারণ দেহ-অভিমান অনেক আছে। বাবা তো বোঝান - অসুরী বুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধি করতে হবে। পাথর বুদ্ধিকে পারস বুদ্ধি করেন পিতা, ঈশ্বর। রাবণ এসে পাথর বুদ্ধি করে। তার নামই হল অসুরী সম্প্রদায়। দেবতাদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের কোনো গুণ নেই, আমরা কামুক স্বভাবের, আমরা ছল কপট করি। তোমরা মাতারা ভালো করে বোঝাতে পারো। মুরলি চালানোর সাহস চাই। বড় বড় সভায় এমন কথা বলতে হবে। মাম্মা হলেন গডেজ অফ নলেজ। ব্রহ্মাকেও গড অফ নলেজ বলা হয় না। সরস্বতীর নামই গায়ন আছে। যে নাম যার সেটাই রাখা হয়। মাতাদের নাম উচ্ছ্বল করতে হবে। অনেক গোপ দেহ অভিমানে থাকে। তারা ভাবে আমরা ব্রহ্মাকুমার-রা কি গড অফ নলেজ নই ! আরে, স্বয়ং ব্রহ্মা নিজেকে গড অফ নলেজ বলেন না। মাতাদের সম্মান রাখতে হয়। এই মাতা-রাই জীবন পাল্টে দেবে। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করবে। মাতারাও, কন্যারাও। অধর কুমারীদের রহস্য তো কেউ বুঝতে পারেনা। যদিও বিবাহিত তবু ব্রহ্মাকুমারী। এই হল খুব ওয়ান্ডার ফুল কথা। যাদেরকে বাবার কাছে বর্ষা নিতে হবে তারা বুঝতে পারে। বাকি যাদের ভাগ্যে নেই তারা বোঝেনা, অবশ্যই নম্বুর অনুযায়ী পদ মর্যাদা অনুসারে আছে। সেখানেও কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ প্রজা হবে। প্রজাও তো চাই। মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে তো প্রজাও বৃদ্ধি হতে থাকবে। অতএব এমন এমন কনফারেন্স যে হয় তার জন্যে যারা নিজেদের মুখ্য ভাবে তাদের তৈরি থাকা উচিত। যাদের জ্ঞান নেই তারা তো হল শিশু। এত বুদ্ধি নেই। যদিও দেখতে বড় হয় কিন্তু বুদ্ধি নেই, তারা হল ছোট। কারো বুদ্ধি খুব ভালো হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বুদ্ধির উপরে। ছোটরাও তীক্ষ্ণ হয়। চলন দ্বারা-ও শো হয় তাইনা। বাচ্চাদের চলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনো আন-রয়্যাল কাজ করা উচিত করা নয়। নাম যারা খারাপ করে তারা উঁচু পদের অধিকারী হয় না। শিববাবার নাম খারাপ করলে বাবার অধিকার আছে বোঝানোর। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

## \*রাত্রি ক্লাস\*

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে আমরা হলাম জীব আত্মা আমরা পরম পিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। একেই মঙ্গল মিলন বলা হয়। গায়ন আছে কিনা - 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু'। এখন মঙ্গল আছে কিনা, মিলনের। ভগবান বর্ষা দেন বিষ্ণু কুলের, তাই তাঁকেই 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু' বলা হয়। যখন বাবা জীব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হন, সেই মিলন হল খুবই সুন্দর। তোমরাও বুঝতে পারো এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, ঈশ্বরের কাছে নিজের আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে। বাচ্চারা জানে ঈশ্বরের বর্ষা-র পরে দৈবী বর্ষা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বর্গে পুনর্জন্ম হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। তোমাদের মতন ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী তো আর কেউ নেই। দুনিয়ায় ব্রাহ্মণ কুল ব্যতীত ভাগ্যশালী আর কেউ হতে পারেনা। বিষ্ণু কুল হল দ্বিতীয় নম্বরে। সেটা তো হল দৈবী কোল। এখন হল ঈশ্বরীয় কোল। এইটি তো সর্বোচ্চ হল তাই না ! দিলবাডা মন্দির হল ঈশ্বরীয় কোলের মন্দির। যেমন অশ্বা দেবীর মন্দির আছে, সেই মন্দিরটি সঙ্গম যুগের সাক্ষাৎকার ততখানি করায় না, এই দিলওয়ারা মন্দিরটি সঙ্গমযুগের সাক্ষাৎকার করায়। বাচ্চাদের যত বুদ্ধি আছে তত বুদ্ধি আর কোনো মানুষ মাত্রের হতে পারেনা। তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের যত বুদ্ধি আছে, তত বুদ্ধি তো দেবতাদেরও নেই। তোমরা হলে সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। তারা সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের মহিমা করে। বলে ব্রাহ্মণ-ই দেবতা। এমন ব্রাহ্মণদের নমঃ। ব্রাহ্মণ-রাই নরককে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করে, এমন বাচ্চাদের (ব্রাহ্মণদের) নমস্কার করি। আচ্ছা ! গুডনাইট।

## \*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ\*

\*১)\* বাবার প্রিয় হতে স্ত্রী ও যোগী হতে হবে। দেহ অভিমানে আসবে না।

\*২)\* মুরলি সেবা করার সাহস রাখতে হবে। নিজের আচার আচরণ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে।

**\*বরদানঃ\*** মন ও বচনের শক্তিকে যথার্থ এবং সমর্থ রূপে কাজে লাগাতে পারা তীর পুরুষার্থী ভব\*  
ব্যাখা: তীর পুরুষার্থী অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে আসে যে বাচ্চারা, তারা সঙ্কল্প শক্তি এবং বাণী-র শক্তিকে যথার্থ ও সমর্থ রূপে কাজে লাগায়। তারা এই বিষয়ে টিলে হয় না। তাদের এই স্লোগান সদা স্মরণে থাকে যে "কথা কম বলো, ধীরে বলো এবং মধুর বলো"। তাদের প্রতিটি বক্তব্য হয় যোগ যুক্ত, যুক্তি যুক্ত। তারা আবশ্যিক কথা-ই বলে, ব্যর্থ কথা, বিস্তারিত কথা বলে নিজের এনার্জি নষ্ট করে না। তারা সর্বদা একান্তপ্রিয় হয়।

**\*স্লোগানঃ\*** সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হল তারা, যারা আমার-ভাবের অধিকারও ত্যাগ করে দেয়।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের রুহানী পান্ডা হয়ে যাত্রা করতে হবে ও করাতে হবে, স্মরণ-ই হল তোমাদের যাত্রা, স্মরণ করতে থাকো তাহলেই খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে"\*

\*প্রশ্ন:- নিরাকারী দুনিয়ায় গেলেই কোন্ সংস্কারটি সমাপ্ত হয়ে যায় এবং কোন্ সংস্কারটি রয়ে যায় ?\*

\*উত্তর:- সেখানে জ্ঞানের সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়, প্রালঙ্কের সংস্কার রয়ে যায়। যে সংস্কার গুলির আধারে তোমরা, বাচ্চারা সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করো, সেখানে আবার পড়াশোনার বা পুরুষার্থের সংস্কার থাকে না। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হলে তখন জ্ঞান শেষ হয়ে যায়।\*

\*গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ও না\* ....

\*ওম্ শান্তি\* এখানে সম্মুখে শিব ভগবানুবাচ আছেন। গীতায় দেখানো হয় - শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ কিন্তু কৃষ্ণ তো সেই নাম-রূপে সম্মুখে হতে পারবেন না। ইনি তো সম্মুখে বলেন, নিরাকার ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ উবাচ বললে তো সাকার হয়ে যাবে। যারা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, তারা এমন বলবেন যে ভগবানুবাচ, কারণ সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মা ইত্যাদি সব সাকারে বসে আছে। এরপর বাবা বলেন - হে রুহানী পথিক। রুহানী পিতা নিশ্চয়ই রুহ অর্থাৎ আত্মাদের বলবেন যে বাচ্চারা, ক্লান্ত হয়ো না। যাত্রায় যখন কেউ ক্লান্ত হয়ে যায় তো ফিরে আসে। সেটা হল দৈহিক যাত্রা। বিভিন্ন মন্দিরে দৈহিক তীর্থ যাত্রা করতে যাওয়া হয়। কেউ শিবের মন্দিরে যায়, সেখানে সব দৈহিক চিত্র রাখা থাকে ভক্তি মার্গের। এখানে তো সুপ্রিম রুহ বা সুপ্রিম আত্মা পরম পিতা পরমাত্মা আত্মাদের বলেন যে হে বাচ্চারা, এবারে একমাত্র আমার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও এবং জ্ঞানও প্রদান করেন। তীর্থ স্থানে ব্রাহ্মণরা বসে কথা কীর্তন করে। তোমাদের তো একটি সত্য নারায়ণের কথা আছে, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। তোমরা জানো প্রথমে সুইট হোম যাব তারপরে বিষ্ণুপুরীতে আসব। এই সময় তোমরা আছ ব্রহ্মপুরীতে, যাকে পিতৃ গৃহ অর্থাৎ পিতার ঘর বলা হয়। তোমাদের কাছে কোনো গহনা বা অলঙ্কার ইত্যাদি কিছুই নেই কারণ তোমরা আছ পিতৃ গৃহে। তোমরা জানো শ্বশুর গৃহে আমরা অসীম সুখের অধিকারী হব। এখানে কলিযুগী শ্বশুর গৃহে তো অসীম দুঃখ আছে। তোমাদের তো যেতে হবে ঐ পারে সুখধামে। এখান থেকে ট্রান্সফার হতে হবে। বাবা সবাইকে চোখের পাতায় বসিয়ে নিয়ে যান। দেখানো হয়েছে কিনা কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে ঝুড়িতে বসিয়ে ঐ পারে নিয়ে গেছে সুতরাং ইনি বেহদের পিতা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ঐ পারে শ্বশুর ঘরে নিয়ে যান। প্রথমে নিজের নিরাকারী ঘরে নিয়ে যাবেন তারপরে শ্বশুর ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। তখন সেখানে গিয়ে এইসব কথা পিতার গৃহ, শ্বশুর গৃহের কথা ভুলে যাবে। সেটা হল নিরাকারী পিতার গৃহ, সেখানে এই জ্ঞান বিস্মৃত হয়, নলেজের সংস্কার বেরিয়ে যায়, বাকি পড়ে থাকে প্রালঙ্কের সংস্কার। তখন বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের কেবল প্রালঙ্ক-ই স্মরণে থাকে। প্রালঙ্ক অনুসারে গিয়ে সুখের জন্ম নেবে। সুখধামে যেতে হবে। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হলেই জ্ঞান শেষ। তোমরা জানো প্রালঙ্কের সময় আবার সেই অ্যাক্ট চলবে। তোমাদের সংস্কার হয়ে যাবে প্রালঙ্কের। এখন হল পুরুষার্থের সংস্কার। এমন নয় পুরুষার্থ ও প্রালঙ্ক দুইয়ের সংস্কার সেখানে থাকবে। না, সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না। সুতরাং এই হল তোমাদের রুহানী যাত্রা, তোমাদের চিফ পান্ডা হলেন বাবা। যদিও তোমরাও রুহানী পান্ডা হয়ে সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তারা হল দৈহিক পান্ডা, তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তারা অমরনাথে খুব ধুমধাম করে যায়, দলে দলে বিশেষ করে অমরনাথে। বাবা দেখেছেন কত সাধু সন্ন্যাসীরা বাজনা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়। সঙ্গে ডাক্তারও নিয়ে যায় কারণ সেখানে তখন খুব ঠান্ডার সময়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোমাদের যাত্রা তো হল খুব সহজ। বাবা বলেন স্মরণে থাকা-ই হল তোমাদের যাত্রা। স্মরণ হল মুখ্য। বাচ্চারা স্মরণ করতে থাকলে তো খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে। সাথে অন্যদেরও যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে। এই যাত্রা একবারই করা হয়। দৈহিক যাত্রা তো ভক্তি মার্গে আরম্ভ হয়। তাও প্রারম্ভে শুরু হয় না। এমন নয় হঠাৎ করে মন্দির, চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ হবে। সেসব তো ধীরে ধীরে বহু কাল ধরে সময় তৈরি হয়েছে। সর্ব প্রথমে শিবের মন্দির তৈরি হবে। তারাও প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি করে তখন আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন থাকেনা। এইসব মন্দির ইত্যাদি পরে তৈরি হয়েছে, সময় লাগে। তারপরে ধীরে ধীরে নতুন শাস্ত্র, নতুন চিত্র, নতুন মন্দির ইত্যাদি তৈরি হয়। সময় লাগে কারণ পড়ার জন্য মানুষও তো চাই তাইনা। মঠ ইত্যাদি যখন বৃদ্ধি হবে, তখন চিন্তা ভাবনা করা হবে শাস্ত্র তৈরি করবার। সুতরাং এত এত তীর্থ স্থান, মন্দির, চিত্র ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, সময় তো লাগবে তাইনা ! যদিও বলা হয় যে ভক্তিমার্গ দ্বাপর থেকে শুরু হয় কিন্তু সময় তো লাগে, তাই না ! তারপরে আত্মার কলা অর্থাৎ গুণ বা কোয়ালিটি কমতে থাকবে। প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এইসব কথা ভালোভাবে চিত্র দ্বারা প্রমাণ করে বলা হয়। যারা বুঝতে পারে

তাদের বুদ্ধিতে এই চলতে থাকবে যে এমন এমন চিত্র তৈরি হোক, এইভাবে বোঝানো হোক। সবার বুদ্ধিতে চলবে না। নশ্বর অনুসারে তো আছেই। কারো যদি বুদ্ধি না চলে তবে পদ মর্যাদাও তেমনই প্রাপ্ত হবে। বোঝা যায় - এর পদ কি হবে ? যত এগোবে তোমরা তত বৃদ্ধিতে পারবে। যখন যুদ্ধ ইত্যাদি লাগবে তখন প্রাক্টিক্যালি দেখবে। তখন খুব দুঃখ হবে। সেই সময় তো এই রূহানী পড়া হবে না। যুদ্ধের সময় হাহাকার হবে, কিছুই শুনতে পারবেনা। কি হবে তা জানা নেই। পার্টিশনের সময় কি হয়েছিল, দেখেছিলে তাই না ! বিনাশের এই সময়টি খুব কঠিন। হ্যাঁ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি অনেক হবে, ফলে জানতে পারবে কত পড়া করেছে। খুব দুঃখ হবে এবং সাক্ষাৎকারও হবে - দেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। ধর্মরাজ সাক্ষাৎকার না করিয়ে সাজা দেবেন কিভাবে ? সবকিছু সাক্ষাৎকার করাবেন। তখন কিছুই করার থাকবে না। বলবে হায় আমার ভাগ্য। কিছু উপায় করার সময় তো চলে যাবে। তাই বাবা বলেন এখনই পুরুষার্থ কেন করো তোমরা। সার্ভিস করলেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। বাবা বলেন অমুক বাচ্চারা ভালো সার্ভিস করে। মিলিটারিতে সৈনিক মারা গেলে তাদের আত্মীয় স্বজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এখানে তোমাদের পুরস্কার প্রদান করেন বেহদের বাবা। বাবার কাছে ২১ জন্মের জন্যে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই কথা তো সবাইকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমি কত পড়া করি। ধারণা হয় না অর্থাৎ ভাগ্যে নেই। বলবে কর্ম এমন করেছে। খুব খারাপ কর্ম করে কিছুই প্রাপ্ত করতে পারবেনা।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এই রূহানী যাত্রায় নিজের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আনতে হবে। তোমাদের কর্তব্য হল প্রত্যেককে এই যাত্রার কথা জানানো। বলো, আমাদের এ হল রূহানী যাত্রা। ওটা হল দৈহিক যাত্রা। দেখানো হয় রেশ্মুনে একটি ছম্ ছম্ পুকুর আছে, যেখানে স্নান করলে পরী হয়ে যায়। কিন্তু কেউ পরী ইত্যাদি তো হয়না। এই হল জ্ঞান স্নান করার কথা, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের পরী রূপে পরিণত হও এবং জ্ঞান-যোগবল দ্বারা বৈকুণ্ঠে যাতায়াত করা তো তোমাদের জন্যে খুব সাধারণ ব্যাপার। তোমাদের বাধা দেওয়া হয়, ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানে (ট্রান্সে) যেও না, অভ্যাস হয়ে যাবে। সুতরাং এ হল জ্ঞানের মান সরোবর, পরম পিতা পরমাত্মা এসে এই মনুষ্য দেহ দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন, তাই মান সরোবর বলা হয়। মান সরোবর শব্দটি সাগর থেকে বের হয়েছে। জ্ঞান সাগরে স্নান করা তো ভালো কথা। স্বর্গের রানীকে মহারানী বলা হয়। বাবা বলেন যে তোমরাও স্বর্গের মালিক হও। বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ থাকে। সকলের জন্যে দয়া অনুভব হয়, সাধু সন্ন্যাসীদের জন্যেও দয়া অনুভব হয়। এই কথা তো গীতায়ও লেখা আছে যে সাধুদেরও উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হয় - জ্ঞান যোগের দ্বারা। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে বোঝানোর উৎসাহ চাই। বলো - তোমরা সবকিছুই জানো কিন্তু সেসব হল ঘোলের সমান, বাকি মাখন যিনি খাওয়ান তাঁর কথা তোমরা জানো না। বাবা কত ভালো করে বোঝান। কিন্তু এই কথা কারো বুদ্ধিতে ঢুকলে তো ভালো তাইনা। বাবার পরিচয় পেলে মানুষ হীরে সম হয়ে যায়, না জানলে কড়ি সম হয়ে থাকে, একেবারে পতিত হয়। বাবাকে জানলেই পবিত্র হয়। পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র হতে পারেনা। অতএব যে মহারথী বাচ্চারা আছে, তারা ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। অনেক ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নামটিও বিখ্যাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এই হল মুখ বংশী সন্তান। ব্রহ্মাকেই ১০০ ভূজা, ১০০০ ভূজা দেখানো হয়। এই কথাও বোঝানো হয় যে এত ভূজা হতে পারেনা। যদিও ব্রহ্মা হলেন বহু সন্তানের পিতা। তাহলে ব্রহ্মা কার সন্তান ? ওনারও পিতা আছেন তাইনা। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। এনার পিতা আর কে হতে পারে ? কোনও মানুষ তো হতে পারবেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম বতন বাসী, এমন গায়ন হয়। তাঁরা তো এখানে আসতে পারবেন না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই এখানেই হবেন। সূক্ষ্ম বতনে তো প্রজা রচনা করবেন না। সুতরাং পরম পিতা পরমাত্মা এসে এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা শক্তিসেনা রচনা করেন। সর্ব প্রথমে পরিচয় দিতে হবে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী। তোমরাও ব্রহ্মার সন্তান কিনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা। তারপরে তাঁর থেকে আরও বংশ বিস্তার হয়, নাম পরিবর্তন হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। প্রাক্টিক্যালি দেখো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত সন্তান আছে। সন্তান নিশ্চয়ই বর্ষা প্রাপ্ত করবে। ব্রহ্মার কাছে কোনো প্রপাটি নেই, প্রপাটি আছে শিববাবার কাছে। ব্রহ্মা কেয়ার অফ শিব। বেহদের বাবার কাছেই বর্ষা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা বসে পড়ান। আমরা দাদুর কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করি। বাবা বোঝান তো ভালো ভাবে, কিন্তু যোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী না চললে বাবা কি করতে পারেন। বাবা বলেন তাদের ভাগ্য। যদি বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে বাবা বলতে পারেন - এই অবস্থায় তোমাদের কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে ? মন বলে, আমি কতটা সার্ভিস করি ? শ্রীমৎ অনুযায়ী কতখানি চলি ? শ্রীমৎ বলে মন্মানুভব। সবাইকে বাবার ও বর্ষার পরিচয় দিতে থাকেন, ঢাক বাজাতে থাকেন। বাবা ইঙ্গিত করেন, গভর্নমেন্টকেও তোমাদেরই বোঝাতে হবে। যাতে তারাও বুঝতে পারে সঠিকভাবে ভারতের শক্তি ফুল্ল হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যোগ নেই। তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে তোমরা একবারে বিশ্বের মালিক হও, মায়াকে তোমরা পরাজিত কর। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তোমাদের মায়াকে পরাজিত করতে হবে। আমাদের সাহায্য করেন বাবা। অনেক বোঝানো হয়, ধারণা করা উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন ধন (জ্ঞান ধন)দিলেও শেষ হবে না। সার্ভিস

করলে তবেই বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে। তা নাহলে অসম্ভব। এর মানে এই নয় যে বাবা ভালোবাসেন না। বাবা সার্ভিসেবলকে ভালোবাসেন। পরিশ্রম করা উচিত। সবাইকে যাত্রা করার উপযুক্ত করতে হবে। মন্মনাভব। এই হল রুহানী যাত্রা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। শিব পুরীতে এসে তারপরে বিষ্ণুপুরীতে চলে যাবে। এইসব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। আর কেউ মন্মনাভবের অর্থ বোঝেনা, যদিও পড়ে তো সবাই। বাবা মহামন্ত্র দেন, আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা বিকর্মজিত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* জ্ঞান স্নান করতে হবে। ভালোবেসে সার্ভিস করে বাবার হৃদয় আসনে বসতে হবে। পুরুষার্থের সময় উদাসীন হবে না।

\*২)\* বাবার চোখের পাতায় বসে কলিযুগী দুঃখধাম থেকে সুখধামে যেতে হবে তাই নিজের সর্বস্ব ট্রান্সফার করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** স্নেহের সাগরে ডুব দিয়ে আমার-ভাবের মলিনতাকে (ময়লা) সমাপ্তকারী পবিত্র আত্মা ভব\*  
ব্যাখ্যা: যে আত্মা সর্বদা স্নেহের সাগরে সমায়িত থাকে বা ডুবে থাকে দুনিয়ার কোনো কথায় তার মনোযোগ থাকেনা। স্নেহে ডুবে থাকার জন্যে তারা সব বিষয় থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে। ভক্তদের জন্যে বলা হয় এই জন তো অন্যমনস্ক থাকে কিন্তু আসলে সেই বাচ্চা প্রেমের সাগরে ডুবে থাকে। তারা দুনিয়ার স্মরণে থাকেনা, আমার-আমার ভাবও শেষ হয়ে যায়। অনেক আমার - এই ভাব ময়লা করে দেয়, একমাত্র বাবা আমার - এই ভাবনা দ্বারা সম্পূর্ণ ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আত্মা পবিত্র হয়ে যায়।

**\*স্লোগান:-\*** বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্ন গ্রহণ করা ও করানো-ই হল হোলি হংস হওয়া।\*

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান পরস্পর ভাই-বোন, তোমাদের বৃত্তি শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া উচিত।"\*

\*প্রশ্ন:- কোন বাচ্চাদের বোঝানোর প্রভাব অত্যন্ত ভালো পড়তে পারে?\*

\*উত্তর:- যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল(পদ্ম) ফুল সমান পবিত্র থাকে। এরকম অনুভাবী বাচ্চারা কাউকে বোঝালে, তাদের বোঝানোর প্রভাব অত্যন্ত ভালো পড়ে, কারণ বিবাহ করেও যদি অপবিত্র বৃত্তি না আসে - তবে তো লক্ষ্যও অনেক উঁচু। এতে বাচ্চাদের অনেক সাবধানে থাকতে হবে।

\*গীত:- আমাদের তীর্থ অনন্য\* (হামারে তীর্থ ন্যায়ারে).....

\*ওম্ শান্তি\* । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, কারণ বাচ্চারা বাবাকে জানে। বাচ্চারা তো সবাই বাচ্চাই হয়, সব বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলো ভাই-বোন। সবাই এক পিতার সন্তান, তাই বোঝাতে হবে যে বাস্তবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-বোন। সবাই ভাই-ভাই। তোমরা জানো যে এখানে আমরা একই গ্র্যান্ড ফাদারের(পিতামহ) এবং ফাদারের সন্তান। শিববাবার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। ঐনার(ব্রহ্মা) লৌকিক স্ত্রী, সেও নিজেকে ব্রহ্মাকুমারী বলে, তাহলে তার সম্পর্কও সেটাই হয়ে যায়। যেমন লৌকিক ভাই-বোন হলে সেখানে কোনো কু-দৃষ্টি পড়ে না। আজকাল তো সবাই খারাপ হয়ে গেছে। কারণ দুনিয়াই ডার্ট(নোংরা) হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন(দত্তক) হয়েছি, তাই ভাই-বোন। এও বোঝাতে হবে যে সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয়। সন্ন্যাস অর্থাৎ পবিত্র থাকা, ৫ বিকারকে ত্যাগ করা। ওরা হলো হঠযোগ সন্ন্যাসী, তাদের ডিপার্টমেন্টই আলাদা। প্রবৃত্তিমাগীয়া-দের (নিজের সংসার) সঙ্গে কানেকশনই(সম্পর্ক) ত্যাগ করে দেয়, তাদের নামই হলো হঠযোগ কর্ম-সন্ন্যাসী। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ওরা তো ঘর-সংসারই ত্যাগ করে। মামা, চাচা, কাকা কেউ-ই থাকে না। মনে করে শুধু একজনই আছে, তাকেই স্মরণ করতে হবে বা জ্যোতি, পরমজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে। নির্বাণধামে যেতে হবে। তাদের ডিপার্টমেন্টও আলাদা, তাদের রীতি-রেওয়াজও আলাদা। তারা বলে স্ত্রী হলো নরকের দ্বার, আগুন আর কার্পাস(তুলো) একসঙ্গে থাকতে পারে না। আলাদা হলেই আমরা সুরক্ষিত থাকবো। ড্রামানুসারে, তাদের ধর্মই আলাদা। ওই স্থাপনা শংকরাচার্যের, তিনি হঠযোগ, কর্ম-সন্ন্যাস শেখান, রাজযোগ নয়। তোমরা জানো ড্রামা তৈরী হয়েই আছে তাও আবার নম্বরের ক্রমানুসারেই। ১০০ শতাংশ সেম্ভিবেল তো সবাইকে বলা যাবে না। তথাপি বলা হয় যে কেউ ১০০ শতাংশ সেম্ভিবেল আবার কেউ ১০০ শতাংশ নন-সেম্ভিবেল। এমন তো হবেই। তোমরা জানো, আমরা বলি যে মাম্মা-বাবা তো পরস্পরের ভাই-বোন ছিল। খারাপ দৃষ্টি তো হওয়া উচিত নয়, ল'-ও(আইন) তাই বলে। ভাই-বোনের পরস্পরের সঙ্গে কখনোই বিবাহ হতে পারে না। যদি ঘরে ভাই-বোনের মধ্যে কিছু ঘটে যায়, বাবা দেখেন এদের চাল-চলন খারাপ, উদ্বেগ চলে আসে। এরা কোথা থেকে জন্ম নিল, কত ক্ষতি করে, তাদের অনেক শাসন করা হয়। আগে এইসব বিষয়ে সাবধান থাকতো। এখন তো ১০০ শতাংশই ভ্রমোপ্রধান, মায়ার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। পরমপিতার সন্তানদের সঙ্গেই তো মায়ার প্রচন্ড লড়াই। বাবা বলেন - এরা হলো আমার সন্তান, আমি এদের স্বর্গে নিয়ে যাই। আর মায়ী বলে - এরা আমার বাচ্চা, আমি এদের নরকে নিয়ে যাই। এখানে তো ধর্মরাজ বাবার হাতেই সবকিছু। তাই যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে তাদেরই অন্যদেরকে ভালো করে বোঝাতে হবে যে, আমরা কীভাবে একসাথে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকি। যে কার্য হঠযোগী সন্ন্যাসীরাও করতে পারেনি, তা বাবা করাচ্ছেন। সন্ন্যাসী কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। বিবেকানন্দের লেখা একটি বইয়ের নাম ছিল 'রাজযোগ'। কিন্তু সন্ন্যাসী, যারা নিবৃত্তি মার্গে থাকে তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তোমরা যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকো, তারা যদি বোঝায়, তো তীর নিশানায় ভালো মতো লাগবে। বাবা সংবাদপত্রে দেখেছিলেন যে দিল্লীতে গাছপালার বিষয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তার উপরেও কিভাবে বোঝাবে, তোমরা এই জঙ্গলের গাছপালার ব্যাপারে এতো সচেতন, কিন্তু এই জিনোলজিক্যাল ট্রি-র(মানবের বংশলতিকা, কল্পবৃক্ষ) কখনো খেয়াল রেখেছে যে এই মনুষ্য সৃষ্টির উৎপত্তি, পালনা কিভাবে হয়।

বাচ্চাদের এত বিশাল বুদ্ধি এখনো হয়নি। এত অ্যাটেনশন(সচেতনতা) নেই। কোনো না কোনো অসুখ লেগেই থাকে কিন্তু লৌকিক ঘরে ভাই-বোনের মধ্যে কখনো কোনো নোংরা বিচার আসে না। এখানে তো তোমরা সবাই এক পিতার সন্তানেরা হলে ভাই-বোন, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। যদি কু-বুদ্ধি আসে তাহলে আর কীই বা বলা যেতে পারে? যারা নরকে বাস করে

তাদের থেকেও হাজার গুণ খারাপ বলে পরিগণিত হবে। বাচ্চাদের উপর অনেক রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) আছে। যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে - তাদের অনেক পরিশ্রম আছে। দুনিয়া এই কথা জানে না। বাবা আসেন পবিত্র করতে তাই অবশ্যই বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করবে, রাখী তো বাঁধাই আছে। এতে অনেক পরিশ্রম আছে। বিয়ে করে পবিত্র থাকা অনেক বড় লক্ষ্য। এতটুকুও বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়। বিয়ে হয়ে গেলেই বিকারী হয়ে যায়। বাবা এসে নল্ল হওয়া থেকে রক্ষা করেন। দ্রৌপদীর কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এইসব কথার কিছু তো রহস্য আছেই, তাই না ! এই শাস্ত্র ইত্যাদি ড্রামায় ফিক্সড হয়ে আছে - যা কিছুই পাস্ট হয়ে গেছে তা ড্রামায় ফিক্সড রয়েছে তাকে পুনরায় রিপিট হতে হবে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গও ফিক্সড হয়ে আছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, যেমন বাবার বুদ্ধি তেমনই মুরব্বী(হেশিয়ার) বাচ্চাদের বুদ্ধি, যারা শ্রীমতে চলে। অনেক বাচ্চা আছে। জানা যায় না যে ঠিক কত বাচ্চা আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আশীর্বাদী বর্ষা পেতে পারে না। এখন তোমরা ব্রহ্মা-বংশীরাই পুনরায় গিয়ে সূর্যবংশীয় বা বিষ্ণুবংশীয় হবে। এখন হলে শিব-বংশীয়। শিব হলো দাদা(পিতামহ) আর ব্রহ্মা হলো বাবা। সব প্রজাদের প্রজাপিতা তো একজনই, তাই না। তারা জানেও, মনুষ্য সৃষ্টির যে ঝাড় আছে, তারও বীজ অবশ্যই হবে। সেখানে আদি(প্রথম) মানবও হবে যাকে নিউ ম্যান বলা হয়। নিউ ম্যান কে হবে? ব্রহ্মাই হবে। ব্রহ্মা আর সরস্বতী নিউ ম্যান বলে বিবেচিত হবে। একে বোঝার মত বিশাল বুদ্ধি চাই। আত্মাই বলে, ও গড় ফাদার, ও সুপ্রীম গড় ফাদার। আত্মা বলে যে তিনিই সকলের রচয়িতা, তাই না। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম। এবার এসো মনুষ্য সৃষ্টিতে। সেখানে উঁচুতে কাকে রাখবে? প্রজাপিতা। একথা তো যে কেউ বুঝতে পারে যে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের মুখ্য হলো ব্রহ্মা। শিব হলেন আত্মাদের পিতা, ব্রহ্মাকে মানুষের(ব্রাহ্মণ) রচয়িতা বলতে পারো। কিন্তু কার মতানুসারে করা হয়? বাবা বলেন, আমিই ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি। নতুন ব্রহ্মা আবার কোথা থেকে আসবে। অনেক জন্মের অগ্নি জন্মে ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি। ঐনার নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা রাখি। এখন তোমরা জানো যে আমরাই হলাম ব্রহ্মার আসল বাচ্চা। শিববাবার থেকে নলেজ নিচ্ছি। আমরা বাবার কাছে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, হেল্থ(স্বাস্থ্য), ওয়েল্থ(ঐশ্বর্য্য) নিতে এসেছি। ভারতে আমরাই সদা সুখী ছিলাম, এখন নেই। পুনরায় বাবা সেই আশীর্বাদী বর্ষা দিচ্ছেন। বাচ্চারা জানে, প্রথমেই হলো পবিত্রতা। রাখী কাদের পড়ানো হয়? যারাই অপবিত্র হয়ে যায় তারাই প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা পবিত্র থাকবো। বাবা বোঝান যে এই লক্ষ্য অনেক উঁচু। প্রথম থেকেই যারা যুগল, তারাই বোঝাবে - আমরা কিভাবে একসাথে ভাই-বোনের মতো থাকি। হ্যাঁ, অবস্থা পাকা হতে সময় লাগে। বাচ্চারা লেখেও যে খুবই মায়ার তুফান আসে। তাই যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র হয়ে থাকে সেই বাচ্চারা যদি ভাষণ দেয় তাহলে ভালো। কারণ এ হলো নতুন কথা। এ হলোই স্ব- রাজযোগ। এতেও সন্ন্যাস(ত্যাগ) আছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে আমরা জীবনমুক্তি অর্থাৎ সন্নতি পাবো। এখন তো জীবনবন্ধ। তোমাদের হলো স্বরাজ্য পদ। স্ব অর্থাৎ নিজের রাজ্য চাই। এখন তাদের রাজ্য নেই। আত্মাই বলে, আমরা রাজা ছিলাম, রানী ছিলাম আর এখন আমরাই বিকারী কাঙ্গাল হয়ে গেছি, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। এতো আত্মাই বলে, তাই না। তাই নিজেকে আত্মা, পরমপিতার সন্তান মনে করা উচিত। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, পরস্পরের মধ্যে অনেক ভালবাসা থাকা উচিত। আমরা সমগ্র দুনিয়াকে লাভলী(সুন্দর) তৈরী করি। রাম-রাজ্যে তো বাঘে-গরুতে একত্রে জল পান করতো, কখনো লড়াই করতো না। তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের কত ভালবাসা থাকা উচিত। এই অবস্থা ধীরে ধীরে আসবে। লড়াই তো অনেক হয়, তাই না। পার্লামেন্টেও লড়াই হয়, সেখানে একে-অপরকে চেয়ার তুলে মারতে শুরু করে। ওটা তো আসুরী সভা। তোমাদের হলো ঐশ্বরীয় সভা, তাহলে কত নেশা থাকা উচিত। কিন্তু আসলে এ হলো স্কুল। লেখা-পড়ায় কেউ অনেক উপরে উঠে যায়, কেউ শিথিল(টিলা) হয়ে পড়ে। এই স্কুলও ওয়ান্ডারফুল, ওখানে তো স্কুল টিচার আলাদা আলাদা হয়, কিন্তু এখানে স্কুল-টিচার একজনই, স্কুলও একটাই। আত্মা শরীর ধারণ করে শিক্ষা লাভ করে। আত্মাকে শেখায়, আমরা হলাম আত্মা শরীর দ্বারা পড়ছি। এতোটা আত্ম-অভিমানী হতে হবে। আমরা হলাম আত্মা আর উনি হলেন পরমাত্মা। সারাদিন এ যেন বুদ্ধিতে দৌড়তে থাকে। দেহ-অভিমানের জন্যই ভুল হয়ে যায়। বাবা বার-বার বলেন দেহী-অভিমানী ভব। দেহ-অভিমাণে এলেই মায়া আঘাত করবে। অনেকটা চড়াই চড়তে হবে। কত বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। রাত্রেই বিচার- সাগর মন্থন হতে পারে। এভাবেই বিচার -সাগর মন্থন করতে করতে বাবার সমান হয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমাদের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে রাজযোগ শিখতে হবে। বুঝতে হবে যে এ হলো আমাদের রাজযোগ। আমাদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কেন বলে? এই রহস্য বা ধাঁধা বুঝতেও হবে, বোঝাতেও হবে। বাস্তবে বি. কে. হলে তোমরাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নতুন সৃষ্টি রচনা করে। নিউ ম্যান দ্বারা নিউ ওয়ার্ল্ড বানানো হয়। বাস্তবে, সত্যযুগের প্রথম বাচ্চা যে হবে তাকেই নিউ বলা হবে। এ কত আনন্দের কথা। ওখানে তো খুশীর বাজনা বাজতে থাকবে। ওখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র। এখানে এখন ঐনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন। এই নিউ ম্যান কিন্তু পবিত্র নয়, পুরোনোর মধ্যে বসেই ঐনাকে নিউ বানান। পুরোনো জিনিসকেই নতুন করে দেন। এখন নিউ ম্যান কাকে বলা হবে?

ব্রহ্মাকে বলা হবে কী? বুদ্ধির কাজ যেন চলতেই থাকে। ওরা খোড়াই জানে যে অ্যাডম-ইভ কে? নিউ ম্যান হলো শ্রীকৃষ্ণ, আবার তিনিই হলেন পুরোনো ম্যান ব্রহ্মা। পুনরায় ওল্ড ম্যান ব্রহ্মাকে নব মানবে পরিণত করি। নিউ ওয়ার্ল্ডে নিউ ম্যান চাই। তিনি কোথা থেকে আসবেন? নিউ ম্যান হলো সত্যযুগের প্রিন্স। তাঁকেই সুন্দর বলা হয়। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন শ্যামবর্ণ, ইনি নিউ ম্যান নন। সেই শ্রীকৃষ্ণই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে এসে গেছে, যাঁকে বাবা পুনরায় অ্যাডপ্ট করেন। পুরানোকেই নতুন বানায়। এ অতি গূহ্য কথা, বোঝার মত বিষয়। নিউ থেকে ওল্ড আবার ওল্ড থেকে নিউ। শ্যাম থেকে সুন্দর আবার সুন্দর থেকে শ্যামবর্ণ। যে সর্বাপেক্ষা পুরোনো সেই আবার নবীন থেকে নবীনতম হয়। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের নবীন থেকে নবীনতম করে দেন। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। আর নিজের অবস্থাও বানাতে হবে। কুমার-কুমারীরা তো পবিত্রই থাকে। আর আমরা গৃহস্থ থেকে পদ্মফুল-সম হয়ে যাই, স্বদর্শন-চক্রধারী হই। বিষ্ণুবংশীয়-দের ত্রিকালদর্শীর নলেজ থাকে না। ওল্ড ম্যান (ব্রহ্মা) হলো ত্রিকালদর্শী। এ কতই না বিচিত্র কথা। ওল্ড ম্যানই নলেজ নিয়ে নিউ ম্যান হয়। বাবা বোঝান, ওটা হলো হঠযোগ আর এ হলো রাজযোগ। রাজযোগ অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী(রাজত্ব)। সন্ন্যাসীরা বলে সুখ কাক-বিষ্ঠা সমান, তাই ঘৃণা করে। বাবা বলেন, নারীরাই হলো স্বর্গের দ্বার। মাতাদের উপরেই কলস(স্তানের) রাখি। তাই শুরু-শুরুতে বোঝাও শিখায়: নমঃ, ভগবানুবাচ। আওয়াজ যেন শক্তিশালী হয়। আচ্ছা,

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

#### **\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই নিশ্চয়ে পবিত্রতার ব্রত পালন করে নিজেদের মধ্যে স্নেহের সাথে থাকতে হবে। সবাইকে লাভলী বানাতে হবে।

\*২)\* বিশালবুদ্ধি ধারণ করে স্তানের গূহ্য রহস্যকে বুঝতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। মায়ার আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যে দেহ- অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

**\*বরদান:-\*** খুশীর বড়ি বা ইনজেকশন দ্বারা নিজের ওষুধ নিজেই তৈরী করা নলেজফুল ভব\*

**\*ব্যখা\* :-** ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নিজের রোগের ওষুধ নিজেরাই তৈরী করতে পারে। খুশী হলো সেকেন্ডে কাজ করা ওষুধ। যেমন ডাক্তাররা পাওয়ারফুল ইনজেকশন লাগিয়ে দিলে চেঞ্জ হয়ে যায়। এভাবেই ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই নিজেদেরকে খুশীর বড়ি দেয় বা ইনজেকশন লাগিয়ে দেয় যাতে রোগের লক্ষণই বদলে যায়। স্তানের লাইট, মাইট শরীর চালনে অনেক সাহায্য করে। যদি কোনো রোগ হয় তবে সেটাও বুদ্ধিকে রেস্ট দেওয়ার একটা সাধন।

**\*স্লোগান:-\*** যিনি মনের একাগ্রতার দ্বারা সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারেন তিনিই সিদ্ধি-স্বরূপ হন।\*

**"সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ বেলা,শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের চিত্র বানানোর বেলা"**

আজ বাপদাদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ আত্মার শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্ম বেলা(সময়), ভাগ্য-রেখা দেখছিলেন। জন্মের সময় সব বাচ্চাদেরই শ্রেষ্ঠ, কারণ এখন যুগই হলো পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ সঙ্গমযুগে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বেলায় সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্ম হয়েছে। জন্ম, সময় - সবই শ্রেষ্ঠ। ভাগ্য-রেখা, ভাগ্যও সব ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা শ্রেষ্ঠ পিতার শিব-বংশীয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তাই শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ জন্ম, শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, শ্রেষ্ঠ পরিবার, শ্রেষ্ঠ খাজানা(ধনভান্ডার) - এই ভাগ্য-রেখা সকলেরই জন্ম থেকেই শ্রেষ্ঠ। সময়ও শ্রেষ্ঠ আর প্রাপ্তির কারণে ভাগ্য-রেখাও শ্রেষ্ঠ। এমন ভাগ্য সব বাচ্চাদেরই এক বাবার কাছ থেকে একই রকমের প্রাপ্ত হয়, এতে কোনো অন্তর নেই। তবুও একই রকমের ভাগ্য প্রাপ্ত করেও তা নশ্বরের ক্রমানুসারে হয় কেন? বাবা এক, জন্ম এক, আশীর্বাদ এক, পরিবার এক, সময়ও এই সঙ্গমযুগে, তাহলে নশ্বর অনুসারে কেন? সর্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভাগ্য সবাই বেহদের পেয়েছে। কিন্তু পার্থক্য কোথায়? বেহদের ভাগ্যকে জীবনে কর্মের স্বরূপে(তসবীর) নিয়ে আসা, এতে নিজ নিজ শক্তির কারণে প্রভেদ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ ভাগ্যকে চিত্রে(স্বরূপে) নিয়ে আসা, জীবনে নিয়ে আসা। প্রতিটি কর্মের মধ্যে নিয়ে আসা, প্রতিটি সঙ্কল্পের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, কর্মের দ্বারা ভাগ্যবান যেন ভাগ্যকে অনুভব করে অর্থাৎ দেখতে পায়। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ভাগ্যবান আত্মার নয়ন, ললাট, মুখ-মন্ডলের হাসি - প্রতি পদেই যেন সকলকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অনুভূতি করায় - একেই বলা হয় ভাগ্যের চিত্র নির্মাণ করা। ভাগ্যকে অনুভবের কলম দ্বারা কর্ম-রূপী কাগজে চিত্রিত(স্বরূপ) করা। ভাগ্যের চিত্রের 'চিত্র-রেখা' বানানো। চিত্র তো সকলেই তৈরী করে, কিন্তু কারও চিত্র (তসবীর) সম্পন্ন(সম্পূর্ণ) আবার কারও চিত্রে কোনো না কোনো কিছুই অভাব রয়ে যায়। অর্থাৎ যখন তারা তাকে প্রাকৃতিক্যাল জীবনে নিয়ে আসে, অর্থাৎ ললাট-রেখা অর্থাৎ মন্সা, নয়ন-রেখা অর্থাৎ আল্লিক(রুহানী) দৃষ্টি, মুখের হাসির রেখা অর্থাৎ সদা সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ সন্তুষ্ট আত্মা তারা। সন্তুষ্টতাই হর্ষিতমুখতার রেখা। হস্ত-রেখা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্মের রেখা, পদ-রেখা অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসারে চলার শক্তি। এভাবেই ভাগ্যের চিত্র বানানোয় কারও কারও কোথাও কোথাও অন্তর হয়ে যায়। যেমন স্থূল চিত্রও যখন বানানো হয় তখন কেউ চোখ আঁকতে পারে না আবার কেউ পা আঁকতে পারে না, কেউ হর্ষিতমুখী চিত্র বানাতে পারে না। তাই অন্তর হয়ে যায়। চিত্র যতই সম্পন্ন হয় ততই মূল্যবান হয়। সেই একটি চিত্রই লক্ষাধিক মূল্যের হয়, আবার কেউ ১০০ টাকাও রোজগার করে। তাই পার্থক্য কিসের জন্য? সম্পন্নতার। এমনই ব্রাহ্মণ আত্মারাও সর্ব রেখার দ্বারা সম্পন্ন না হওয়ায় কারণে, কোনো একটি রেখা বা দুটি রেখার সম্পূর্ণতা না হওয়ার কারণে নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়ে যায়।

তাই বাবা আজ ভাগ্যবান বাচ্চাদের ভাগ্য দেখছিলেন। যেমন স্থূল ভাগ্যও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হয়। তেমন এখানেও ভাগ্যের ভিন্ন-ভিন্ন চিত্র দেখেছেন। প্রতিটি চিত্রেই মুখ্য হলো মস্তক আর নয়ন যা কিনা চিত্রের ভ্যালু বাড়ায়, তেমন এখানেও মন্সা বৃত্তির শক্তি ও নয়নে রুহানী দৃষ্টির শক্তি - এরই মহত্ব রয়েছে। এটিই হলো চিত্রের(তসবীর) ভিত(ফাউন্ডেশন)। সবাই নিজেদের চিত্রকে দেখে যে আমাদের চিত্র কতখানি সম্পন্নতা স্বরূপ হয়েছে। এমন চিত্র কী বানানো হয়েছে যে চিত্রের মাধ্যমে

ভাগ্য-বিধাতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি রেখাকে চেক করো। এর কারণেই নশ্বরের ক্রম(নশ্বরবার) হয়ে যায়। বুঝেছ।

দাতা এক আর দানও সকলকে একইরকম করেন । কিন্তু যারা তৈরী হবে, তারা নিজেদের তৈরি করবার সময়েই নশ্বর ক্রমে এসে যায়। কেউ বিশেষ অষ্ট-রত্ন, কেউ ইষ্ট-দেব হয়ে যায়, কেউ দেবতা হয়। কেউ আবার দেবতাদের দেখেই হর্ষিত হয়ে যায়, এমনও হয়। নিজের চিত্র দেখে নিয়েছ তো। আচ্ছা !

সাকার রূপে মিলন উদযাপনের জন্য তো সময় ও সংখ্যা দুই-ই দেখতে হয় আর অব্যক্ত মিলনে সময় ও সংখ্যার কোনো ব্যাপারই নেই। অব্যক্ত মিলনের অনুভাবী হয়ে গেলে, অব্যক্ত মিলনের বিচিত্র অনুভূতি সর্বদা করতেই থাকবে। বাপদাদা হলেন বাচ্চাদের সদা আশ্রয়কারী, তাই অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত-রূপে আসতে হয় তাঁকে । কিন্তু তোমাদের কী হতে হবে ? অব্যক্ত হবে ? না ব্যক্ত হবে ? অব্যক্ত হও। অব্যক্ত হলে বাবার সাথে নিরাকার হয়ে ঘরে ফিরে যাবে। এখনো তোমরা মাধ্যমের(ভাষা, via) স্টেজ পর্যন্তই পৌঁছোওনি। ফরিস্তা স্বরূপ হলে নিরাকার হয়ে ঘরে যেতে পারবে। তাই এখন ফরিস্তা স্বরূপ হয়েছো ! ভাগ্যের চিত্র সম্পন্ন বানিয়েছ ? সম্পন্নতার চিত্রই হলো ফরিস্তা। আচ্ছা !

ভিন্ন ভিন্ন জোন থেকে আগত সকল বাচ্চাদেরকে, প্রত্যেক জোনের বিশেষত্বের সাথে বাপদাদা দেখতে দেখতে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। কেউ কেউ হয়তো ভাষাটা (হিন্দি) জানেনা, কিন্তু তারা প্রেম এবং ভাবনার ভাষা বুঝতে বেশ ইঁশিয়ার। আর কিছু না জানুক, কিন্তু মুরলীর ভাষা তারা অবশ্যই জানে। প্রেম আর মনের ভাব - এর দ্বারা ভাষা না জানলেও অনেক কিছুই বুঝে যায়। বাংলা আর বিহার তো সদা বসন্ত কালে থাকে। সদা বসন্ত সেখানে।

পাঞ্জাব তো রয়েছেই সকলকে তরতাজা সবুজে ভরিয়ে দেওয়ার জন্যই (ভরপুর করবার জন্য)। হরিয়ানা তো হলই সবুজে ভরপুর। যেখানে সবুজই সবুজ, সেই স্থানকে সদা কুশল, শ্রেষ্ঠ স্থান বলা হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সদাই খুশীতে ভরপুর। সেইজন্যই বাপদাদাও দেখে দেখে প্রফুল্লিত হন। রাজস্থানের বিশেষত্ব কী ? রাজস্থান চিত্র রেখার (চিত্রকলা) জন্য প্রসিদ্ধ। রাজস্থানের চিত্র শিল্প খুবই মূল্যবান হয়। কারণ রাজা রাজরাদের স্থান সেটি। তাই রাজস্থানের ভাগ্যের চিত্র গুলোও সবচেয়ে বেশি মূল্যবান বানাবে। চিত্রের রেখাতে সদা শ্রেষ্ঠ । গুজরাতের বিশেষত্ব কী ? সেখানে আয়নার শৃঙ্গার বেশি হয়। তাই গুজরাত হল দর্পণ। দর্পণ বলো, আর আয়নাই বলো, যাতে বাবার মূর্ত দেখতে পাওয়া যায়। আয়নায় তো চেহারাই তো দেখে, তাই না ! তো গুজরাতের দর্পণ দ্বারা বাবার ছবি ফরিস্তা স্বরূপের ছবি সকলকে দেখানোর বিশেষত্ব রয়েছে। তো গুজরাতের বিশেষত্ব হল বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর দর্পণ। বাকি রইল ছোট্ট তামিলনাড়ু। ছোট্টোই কামাল করে দেয়। অনেক বড় কাজ করে দেখায়। তামিলনাড়ু কী করবে ? ওদের মন্দির রয়েছে অনেক। মন্দির অনেক রয়েছে সেখানে। মন্দির গুলিতে নাদ ধ্বনিত হয় (সঙ্গীত, বাদ্য) তামিলনাড়ুর বিশেষত্ব হল নাগাড়া বাজিয়ে বাবার প্রত্যক্ষতার ধ্বনি উচ্চকিত করা। ভালো বিশেষত্ব রয়েছে তাদের। ছোট বয়স থেকেই সঙ্গীত বাদ্য (নাদ) বাজায় তারা। ভক্তরাও ভক্তিভরে নাদ ধ্বনিত করে। আর বাচ্চারাও আনন্দের সাথে বাজায়। এখন প্রতিটি স্থান নিজের নিজের বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ স্বরূপে নিয়ে এসো। সকল জোনের সাথেই মিলন হয়েছে না ! শেষে তো এই রকম মিলনই হবে। পুরানো বাচ্চারা বলে,

আমাদের ডাকো না কেন বাবা ? আমরা প্রজাও বানাচ্ছি, বৃদ্ধিও করে যাচ্ছি। তো পুরানোরা নতুনদেরকে স্থান দেবে, তবেই তো বৃদ্ধি হবে ! পুরানোরা হলেন দাতা, তারা দেয়, আর পুরানোরা হল নেওয়ার স্থানে। তো চাষ তো দিতেই হবে, এতে তো দাতা হতে হবে ! সাকার মিলনে সব কিছু সীমিত (হদের) ব্যাপার। কিন্তু অব্যক্ত মিলনে সীমার কোনো ব্যাপারই নেই। কেউ কেউ বলছে, বাবা, সংখ্যা বাড়লে তখন কী হবে ? সাকার মিলনের বিধিও তো তখন বদলাবে। যখন সংখ্যা বাড়ে, তখন কিছু দানপুণ্যও তো করতে হয়। আচ্ছা -

সকল দেশ বিদেশের চতুর্দিকের স্নেহী বাচ্চাদেরকে অন্তরের আওয়াজ, খুশীর সঙ্গীত এবং হৃদয়ের সমাচার পত্র গুলির রেসপন্ড এ বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে পদমণ্ডল স্মরণের স্নেহের সাথে রেসপন্ড দিচ্ছেন যে, সদা স্মরণে অমর ভব-র বরদানী হয়ে এগিয়ে যাও আর অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যাও। উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদা স্ব উল্লসিত এবং সেবার উল্লসিতের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন। সদা সাথে থাকো। সদা সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ থাকো। এমন সকল বরদানী বাচ্চাদেরকে বাপদাদা আবারও স্মরণের স্নেহ সুমন দিচ্ছেন । স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে - সর্বদা নিজেকে বাবা সমান আত্মা মনে করো ! যে সম্পন্ন, সে সদা এগিয়ে যেতে থাকবে। সম্পন্নতা না থাকলে এগিয়ে যেতে পারবে না। তো যেমন বাবা, তেমনই বাচ্চারা । বাবা হলেন সাগর আর বাচ্চারা হল মাস্টার সাগর । প্রতিটি গুণকে চেক করো - বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, তো আমরাও হলাম মাস্টার জ্ঞানের সাগর । বাবা হলেন প্রেমের সাগর, তো আমরা হলাম মাস্টার প্রেমের সাগর। এমন ভাবে সমানতাকে চেক করো, তবেই বাবা সমান হয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। বুঝেছ - সদা এই ভাবে চেক করতে থাকো। সদা এমন খুশীতে থাকো, যাকে বিশ্ব খুঁজছে, সে-ই আমাকে আপন বানিয়ে নিয়েছে।

অব্যক্ত মহাবাক্য - বিশ্ব কল্যাণকারী হও

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে, অর্থাৎ তোমাদেরকে বিশ্ব সেবার জন্য নিমিত্ত করেছেন। বিশ্বের সামনে বাবাকে দেখাবে তোমরা বাচ্চারা। তো। বাচ্চাদের দ্বারাই বাবাকে দেখা যাবে। ব্যাকবোন তো বাবা-ই। যদি বাবা ব্যাকবোন না হন, তবে তোমরা একা একা তো হাপিয়ে যাবে, সেইজন্য বাবাকে ব্যাকবোন মনে করে বিশ্ব কল্যাণের সেবাতে তন-মন-ধন, মন্সা-বাচা-কর্মণাতে বিজি থাকলে, সহজেই মায়াজিৎ হতে পারবে।

বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে অল্পকালের প্রাপ্তি রূপী ফল - ফুল শুকিয়ে গেছে। সকলেই মনে মনে বা মুখে আর্থনাদ করছে যে তারা তাদের জীবনকে, তাদের দুনিয়াকে বাধ্য হয়ে চালাচ্ছে। তাদের জীবনে আনন্দ বিদায় নিয়েছে। এমন বাধ্য হয়ে যারা তাদের জীবনকে চালাচ্ছে তাদের প্রাপ্তির ডানা প্রদান করে ওড়াও। কিন্তু ওড়াতে তখনই পারবে, যখন নিজে উড়তি কলাতে থাকবে। এর জন্য বাবা সমান বিশ্ব কল্যাণকারীর বেহদের স্টেজে স্থিত হবে বিশ্বের সকল আত্মাদেরকে সকাশ দাও, বিশ্ব পরিক্রমা লাগাও । চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, গ্লোবের উপরে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছে, সেইরকম বিশ্বের গ্লোবের উপরে বসে যাও আর বিশ্বের চারিদিকে তাকাও, তো অটোমেটিক্যালি বিশ্ব পরিক্রমা হয়ে যাবে । এমনভাবেও যখন অনেক উঁচু স্থানে উঠলে, পরিক্রমা করতে হয় না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তাই, যখন তোমরা তোমাদের উঁচু স্টেজে, বীজরূপ স্টেজে, বিশ্ব

কল্যাণকারী স্থিতিতে স্থিত থাকবে,, তো সমগ্র বিশ্ব এমন দেখাবে যেন একটা ছোট গ্লোব, সেকেন্ডে পরিক্রমা করে চলে আসবে।

তোমরা হলে সকল আত্মাদের পিতার সন্তান। সকল আত্মারা হল তোমাদের ভাই। তাই তোমরা তোমাদের ভাইদের প্রতি সংকল্পকে নিবিষ্ট করো, বিশাল বুদ্ধির, দূরদর্শী হও । ছোট ছোট বিষয়ে নিজের সময় নষ্ট কোরো না। উঁচু স্টেজে স্থিত হয়ে এখন বিশাল কার্যের নিমিত্ত হও। হে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা - সদা বিশাল কার্যের জন্য প্ল্যান ইমার্জ রাখো। সকলের বিশেষত্বের দ্বারাই বিশ্ব কল্যাণের বিশাল (বেহদ) কার্য সম্পন্ন হয়। যেমন কোনো স্থূল জিনিস বানানো হয়, তাতে যদি সব জিনিস ঠিক মতো দেওয়া না হয়, সাধারণ মিষ্টি হোক বা লবণ না হয়, তবে খাবার যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন তা খাওয়ার যোগ্য হয় না। ঠিক তেমনি বিশ্বের এত শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য নানান রঞ্জের প্রয়োজন। সকলের সকলের হাত প্রয়োজন। প্রত্যেকের সহযোগিতার আগুলের দ্বারাই পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হবে।

বাপদাদার ইচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্বে চিরকালের জন্য সুখ আর শান্তির পতাকা উড্ডীয়মান হতে থাকে। সদা যেন স্বস্তির বাঁশি বাজতে থাকে। এই লক্ষ্যকে সাথে নিয়ে সকলের সহযোগিতার অঙ্গুলির দ্বারা এই বিশাল কার্যকে সম্পন্ন করো। তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, এখন বিশেষ কর্তব্য হল - মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে

সমগ্র বিশ্বকে সর্ব শক্তির কিরণকে দেওয়া। তেমনি তোমরাও মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সর্ব শক্তির কিরণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দাও, তখনই সকল আত্মারা তোমাদের সকাশ পেতে সক্ষম হবে।

তোমরা হলে বিশ্বের দীপক, অবিনাশী দীপক তোমরা, যার স্মরণিক রূপে দীপমালা পালন করে। এখনও পর্যন্ত তারা তোমাদের মালা জপ করে। কেননা, তোমরাই অন্ধকারকে আলোকিত করো । তো নিজেকে এমন সদা জাগ্রত দীপক অনুভব করো। যতই ঝড় ঝাপটা তুফান আসুক, সদা একরস, অখন্ড জ্যোতির মতো তোমরা জাগ্রত জ্যোতি। এমন দীপকদেরকে বিশ্বও নমন করে আর বাবাও এমন দীপকদের সাথে থাকেন। বাবা যেমন সদা জাগ্রত জ্যোতি, অখন্ড জ্যোতি, অমর জ্যোতি, তেমনি তোমরা, বাচ্চারাও সদা অমর জ্যোতি হয়ে বিশ্বকে অন্ধকার থেকে নির্গত করবার সেবা করো। বিশ্বের আত্মারা তোমাদের, অর্থাৎ জাগ্রত দীপকদের দিকে আন্তরিক ভাবে চেয়ে আছে। তোমরা হলে রাত্রিকে দিবসে পরিবর্তনকারী চৈতন্য দীপক। কত কত আত্মা, অন্ধকারে ভ্রমিত হয়ে একটু আলোর জন্য ছটফট করছে। তোমাদের জ্যোতিই যদি টিমটিম করে, এই জ্বলে উঠছে, এই নিভু নিভু - এমন হয়, তবে ভ্রমিত আত্মাদের কী অবস্থা হবে ! নিভু আর জ্বলছে - এমন লাইট তো পছন্দ করবে না। সেইজন্যই জাগ্রত জ্যোতি হয়ে, নিজেকে অন্ধকারকে বিদূরিত করবার দায়িত্বে থাকা আত্মা মনে করে চলো, তবেই বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী ।

তোমরা হলে পূর্বজ আত্মা, তোমাদের বৃত্তি বিশ্বের বাতাবরণকে পরিবর্তন করবে। তোমাদের, অর্থাৎ পূর্বজদের দৃষ্টি সকল বংশাবলীদের ব্রাদারহুডের (ভ্রাতৃত্ব বোধের) স্মৃতি স্মরণ করাবে । তোমরা, পূর্বজরা, বাবার স্মৃতিতে থেকে, সকল বংশাবলিদের স্মরণ করিয়ে দাও যে, সকলের বাবা এসে গেছেন । তোমাদের, অর্থাৎ পূর্বজদের শ্রেষ্ঠ কর্ম বংশাবলিদের শ্রেষ্ঠ চরিত্র অর্থাৎ চরিত্র নির্মাণের শুভ আশা উপলব্ধি করে দেবে। সকলের চোখ, তোমাদের, অর্থাৎ পূর্বজদের খুঁজে ফিরছে, তাই এখন বেহদের স্মৃতি স্বরূপ হও । যেমন বাবার মহিমায় কীর্তন করে - "নির্বলকে বল প্রদাতা" । তেমনি তোমরা

সবাই, তা ব্রাহ্মণ পরিবারকেই হোক বা বিশ্বের আত্মাদেরকে, নির্বলকে বল প্রদানকারী মহাবলবান হও । যেমন লৌকিক দুনিয়ায় শ্লোগান দেয় - দারিদ্র দূর করো ("গরিবী হঠাও), তেমনি তোমরা নির্বলতাকে দূর করো। এইভাবে নিমিত্ত হয়ে বিশ্বের সকল আত্মাদেরকে বাবার কাছ থেকে সাহস আর সাহায্য প্রাপ্ত করাও । আচ্ছা! ওঁম্ শান্তি ।

বরদানঃ - ভালবাসার অগ্নিতে সকল চিন্তাকে সমাপ্ত করতে সমর্থ নিশ্চয় বুদ্ধি নিশ্চিত ভব

যে বাচ্চারা নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা নিশ্চিত থাকে । সকল চিন্তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। বাবা চিন্তার চিতা থেকে উঠিয়ে বাবার হৃদ় সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। বাবাকে ভালোবেসেছ, আর সেই ভালোবাসার আধারে, ভালোবাসার অগ্নিতে সব চিন্তা সমাপ্ত হয়ে গেছে, যেন কখনও ছিলই না। না শরীরের চিন্তা, না মনে কোনও ব্যর্থ চিন্তা আর না ধনের চিন্তা - যেমন কী হবে ইত্যাদি। জ্ঞানের শক্তিতে সব কিছুই জেনে গেছে। সেইজন্য সকল চিন্তার উর্ধ্ব - নিশ্চিত জীবন।

শ্লোগানঃ - এমন অচল অটল হও, যাতে কোনও প্রকারের সমস্যা বুদ্ধি রূপী পা' কে নড়াতে না পারে।

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - সদা উপযুক্ত যোগ্য পাত্রকেই দান দেবে। অথথা সময়ের অপচয় করবে না। প্রত্যেকের নাড়ীর হাবভাবের সন্ধেতেই বুঝতে পারবে, জ্ঞানের পাঠ শোনার সময় তার মনোবৃত্তি কোন্ দিকে"\*

\*প্রশ্ন: - বাচ্চারা, পবিত্র দুনিয়ায় পৌঁছবার জন্য তোমাদের খুব কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কি সেই কঠিন সতর্কতা?\*

\*উত্তর: - গৃহস্থ ব্যবহারে, কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে থেকেও সতর্কতার সাথে পবিত্র থাকা- যা খুবই কঠিন কাজ। বি.কে.-দের এই ত্যাগ যা বেহদের পুরোনো দুনিয়ার সবকিছুকেই ত্যাগ করা। তোমাদের এক চোখে 'সুইট-হোম', দ্বিতীয়ে 'সুইট-রাজধানী' - অর্থাৎ এই পুরোনো দুনিয়াকে দেখেও তা নজরে স্থান না দেওয়া - এটাই সবচেয়ে বড় সতর্কতা। এই সতর্কতা থাকলেই পবিত্র দুনিয়ায় পৌঁছতে পারবে।\*

 \*গীত :- ধৈর্য ধর রে মন আমার - সুখের দিন এবার এলো বলে।\*

\*ওম্ শান্তি!\* এমন গীত শুনলেই আনন্দে বাচ্চাদের খুশীর পারদ অবশ্যই চড়তে থাকবে, দুনিয়াটা যে কেবল দুঃখে ভরা। মনুষ্য মাত্রই নাস্তিক, তারা তো প্রকৃত বাবাকেই জানে না। তোমরা এখন সেই নাস্তিক অবস্থা থেকে আস্তিক হচ্ছে। বাচ্চারা, তাই তোমরা এখন জানতে পারছো, তোমাদের সুখের দিন এই এলো বলে। যেখানেই যাও না কেন, নিজের পরিচয় জানিয়ে, একথাও ব্যাখ্যা করবে - কেন তোমাদেরকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী বলা হয়। ব্রহ্মা প্রজাপিতা, যিনি শিবের সন্তান। নিরাকার শিব- যিনি উচ্চতমেরও উচ্ছে -ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর-ও যার সন্তান। বিষ্ণু আর শংকরকে কিন্তু প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই (শূল) দুনিয়ার। এই পয়েন্ট-এর ধারণাকে কিন্তু মনে গেঁথে রাখতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণকেও প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা হিসাবে জগৎ-বিখ্যাত একমাত্র ব্রহ্মা, যা প্রজাপিতার সাকার রূপ। স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব স্বয়ং। ব্রহ্মা স্বর্গের রচয়িতা নন। নিরাকার পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রহ্মার দ্বারা সেই স্বর্গের রচনা করান। তোমরা সবাই এত সংখ্যায় বি.কে.-রা সবাই ওনারই সন্তান। আত্মারা সবাই (নিরাকার, পরমাত্মা) পরমপিতা শিবেরই সন্তান। এভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটা খুব সহজ পদ্ধতি। তার সাথে এটাও জানাতে হবে উনি স্বয়ং আমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দেন। ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি সৃষ্টি-জগতের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে বোঝান। তাই সেসব কথা ব্রহ্মাই আগে শোনেন। তারপরেই শোনেন জগদম্বা। এরপর শোনো তোমরা বি.কে.-রা। একথাও তো প্রচলিত আছে, একজন কুমারী কন্যা তার কর্মের দ্বারা ২১-কুলকে উদ্ধার করতে পারে এবং ২১-জন্ম তাদের সুখ দিতে পারে। তেমনি বি.কে.-রাও পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেও আগামী ২১-জন্ম, অর্থাৎ সত্যযুগ ও ত্রেতাতে সুখের আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে পারে। চিরকালই সত্যযুগ ও ত্রেতাতে ভারতবাসীরা সুখী থাকে, যেহেতু তখন ভারত থাকে সম্পূর্ণ পবিত্র। উনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা। অথচ যার অধীনে এত অনেক সংখ্যায় বাচ্চা, তার কিন্তু কোনও চিন্তাই নেই। যেহেতু শিববাবাই যে বি.কে.-দেরকে রাজযোগের শিক্ষা দেন, যদিও তা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা, অর্থাৎ যে অসীম-বেহদের বাবার থেকে আমরা অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকি। বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়াই পতিত হয়ে আছে। আর তা পবিত্র করতে পারেন একমাত্র এই বাবা-ই। একমাত্র সদগুরু-ই পারেন পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা রচাতে। একমাত্র উনিই যে সবার সদগতিদাতা।

নতুন দুনিয়া হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। এই ভারত ভূ-খণ্ডেই একদা দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কল্পের শুরুতে যারা জন্ম নেয় অর্থাৎ এই দেবী-দেবতারাই ৮৪-জন্ম নিতে পারে, এরপরেই জানাতে হবে বর্ণ-প্রথার বিষয়ে। তাই আগেই তাদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নেবে। বলবে- এইসব কথাগুলোকে খুব ভালভাবে মন দিয়ে শ্রবণ করতে। বুদ্ধিকে বিপথে চালিত যেন না করে। দাদা বা ভাই (ভাই-জী) হোক বা দিদি বা বোন(বহিন-জী), বাস্তবে তোমরা সবাই সেই একই শিববাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সর্ব-কুলের সর্বজ্যেষ্ঠ। তোমরা বি.কে.-রা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণরা, ওনার থেকেই অধিকারীর আশীর্বাদী-বর্ষা পাও। যোগবলের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য লাভ কর, বাহুবলের দ্বারা নয় মোটেই। বি.কে.-রা তাদের নিজের ঘর-পরিবার ছাড়ে না, নিজেদের ঘরেই থাকে। এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তন করার স্কুল। যা কোনও মনুষ্যের দ্বারা সম্ভব নয়। যেহেতু বর্তমানের দুনিয়াটা এখন পতিত হয়ে আছে। জলের গঙ্গা নদী তো আর পতিত-পাবনী নয়। তবুও লোকেরা বার-বার সেখানেই স্নান করে, অথচ পবিত্র হয় না কেউ। রাবণের উদাহরণটাও ঠিক তেমনই। বার-বার তাকে জ্বালানো সত্ত্বেও, সে কিন্তু মরে না। এই রাবণের পোস্টারও

সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। কোনও বড় জায়গায় যাবার সময় সাথে করে ফটোগুলির এলবামও নিয়ে যাবে। তাদের বোঝাবে- দেখো, সবাই তার সন্তান। সবাই একই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ - পবিত্র থাকার। এই বি.কে.-রা সবাই বাস্তবে ব্রহ্মাবাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে কুলের সর্ব-জ্যেষ্ঠ। বাস্তবে এখন আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। যদিও তোমরাও তাই, কিন্তু তোমরা এখনও নিজেদের প্রকৃত পরিচয়টাই তো জানতে পারোনি। বর্তমান দুনিয়ায় এখন কেউই আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ একমাত্র আমরা বি.কে.-রা। তাই আগামীতে রাজ্য-ভাগ্যও আমরাই লাভ করবো। তারপরে এই ব্রাহ্মণ-কুলই বংশানুক্রমিক চলতে থাকবে। ব্রাহ্মণেরাই শীর্ষে অবস্থান করে। একথা তো তোমাদের বোঝানোই হয়েছে, কৃষ্ণ আদৌ ভগবান নয়। উনিও পুরো ৮৪-জন্মের চক্রে আসেন। ৮৪-জন্ম পুরো হলেই দেবতা হবার যোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু দেবতা বানাবে কে? -তা অবশ্যই এই (শিব)বাবাই তা বানান। তোমরা বি.কে.-রাও তার থেকে সেই রাজযোগেরই শিক্ষা নিচ্ছো। ওনারই মহিমা 'এক ঔঁকার'! উনিই আবার সেই 'নিরাকার', 'নিরহংকারী'! সেই ঔঁকারেই এসে ঔঁকার কর্ম-কর্তব্যের সেবা করতে হয়, এই পতিত দুনিয়াতেই, পতিত শরীরেই আসেন তিনি। (পূর্বের মতন) গীতার কাহিনী আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তখনও মহাতারী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মশার ঝাঁকের মতন সবারই মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার সেই সময় উপস্থিত -একথা জানাচ্ছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। তিনিই আবার (নতুন দুনিয়ার) রচয়িতাও বটে। সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য।

এই সৃষ্টি-জগৎ-কে সতোপ্রধান বানানো, যা একমাত্র এই বাবার কর্ম-কর্তব্য। আমরা তাকেই বাবা-বাবা বলে ডাকতে থাকি। আর তাই ওনাকে আসতেই হয়। যার স্মরণে এই 'শিবরাত্রি'! এর মর্মার্থকেও যথার্থ রূপে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাই এসব পয়েন্ট নোট করে তা ধারণও করতে হবে তোমাদের। পয়েন্টগুলি বুদ্ধিতে যেন থাকে। কন্যাদের বুদ্ধি খুব ভাল। তাই তো কুমারীদের পা-ধোয়ানো হয়। যদিও কুমার-কুমারী উভয়েরাই পবিত্র। তবুও কুমারীদের নাম কেন নেওয়া হয়? কন্যারা ২১-কুল উদ্ধার করে বলে, তোমাদের মানসম্মান বজায় থাকে। বি.কে.-রা ভারতবাসীদের জন্যই এই ঈশ্বরীয় সেবায় ব্যস্ত। এদের গুরু ও সাহায্যকারী যে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। যোগবলের দ্বারা ওনার থেকেই এরা সেই শক্তি সঞ্চয় করে। যার ফল স্বরূপ গ্যারান্টিসহ আগামী ২১-জন্ম বি.কে.-রা 'এভারহেল্দি' হতে পারে। কলিযুগে তো সবাই রুগী, আয়ুও সবার কম। (বোঝার বিষয়) কিভাবে সত্যযুগে তাদের আয়ু এত বেড়ে যায়? --রাজযোগের দ্বারাই এত লম্বা আয়ুর অধিকারী হওয়া যায়। সেখানে অকালে কারও মৃত্যুও ঘটে না। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। বর্তমানের এই মনুষ্য শরীর তো অতি পুরোনো। অতএব কেবলমাত্র শিববাবার স্মরণে থেকে, এই দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। বুদ্ধিকে কেবল অসীম-বেহদের সাথে যুক্ত রাখতে হবে, বাকী সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে ঈশ্বরীয় তীর্থ-যাত্রায়। লোকেরা তো কায়িক- জাগতিক তীর্থ-যাত্রাই শেখায়। কিন্তু বুদ্ধির তীর্থ-যাত্রা একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ নেই শেখানোর। এই রাজযোগ যারা শিখতে পারবে, একমাত্র তারাই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারবে। এখন আবার সবকিছুরই উপর-নীচ, ওলট-পালট করা হচ্ছে। আমরা বি.কে.-রা শিববাবার সন্তান, তাই শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা আমরাই পেয়ে থাকি। এই দাদা-ও (ব্রহ্মাবাবা) সেই শিববাবার কাছ থেকেই আশীর্বাদী-বর্সা নেন। তোমরাও সেই অসীম-বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নেবে তো এসো। আমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা এক বিশাল হাসপাতালও বটে, যার ফলে ২১-জন্মে কখনই আমরা রুগী হই না। ভারতের প্রকৃত সেবা তো আমরাই করি, তাই তো আমাদের শিব-শক্তি সেনা বলা হয়।

বাবা এবার বলছেন- বাচ্চারা, স্মরণের যোগবল দ্বারা নিজেদের বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে পারলেই আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং জ্ঞানকেও সহজেই ধারণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজাও হতে পারবে। পবিত্র হতে পারলেই তো লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিবাহের উপযুক্ত হতে পারবে। এখানেই সর্ব-গুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী না হতে পারলে লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিয়ে হবে কি প্রকারে? তাই তো বলা হয়, নিজের মন-আয়নায় নিজেকে দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপযুক্ত হয়েছে কি না? সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ না হতে পারলে লক্ষ্মীর উপযুক্ত তো হতেই পারবে না, তখন তো কেবল প্রজাই হতে হবে। শিববাবাকেও পরমধাম থেকে আসতে হয়, কর্ম-কর্তব্যের জন্য। এই পতিত দুনিয়ায় আসেন তোমাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এখানে অনেক প্রকারের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বি.কে.-দের এক দৃষ্টিতে থাকে 'সুইট-হোম' এবং অপর দৃষ্টিতে থাকে 'সুইট-রাজধানী'! আমাদের এই ত্যাগ-ব্রত সমগ্র দুনিয়ার জন্য। ঘর-সংসারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। যেমন বুড়ো লোকেরা ভাবে-এখন তাদের বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই মুক্তিধামে যাবার উদ্দেশ্যে তারা পুরুষার্থ করে। কিন্তু আসলে তো এখন সবারই সেই বাণপ্রস্থ অবস্থা। সবারই অধিকার আছে বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে এই দুঃখধামকে ভুলে যাওয়ার। এটাই হলো বুদ্ধির প্রকৃত ত্যাগ। আমাদের উচিত এই পুরোনো দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলে নতুন দুনিয়ার কথা চিন্তা করা। অন্তিম সময়কালে মনে যেমন ভাব আসবে, তেমনই

গতি হবে তোমার। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় 'গড-ফাদারলী ইউনিভার্সিটি'! ভগবান উবাচ- আমি রাজযোগ শিখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তন করি-এমন ভাবেই লোকেদের বোঝাতে হবে। তাদেরকে বলবে, বি.কে.-রা যা যা বলছে, একটু শান্ত হয়ে বসে মন দিয়ে তা যেন শোনে। মাঝখানে প্রশ্ন করলে সেই ধারার প্রবাহ অন্যদিকে চলে যায়। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের রহস্যই আপনাদেরকে জানানো হবে। যেমন- বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী ড্রামায় শিববাবার কি পার্ট আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণই বা কে, -সবারই (গুণ-কর্তব্য) জীবন কাহিনী শোনাবো তোমাদের। অবশ্য প্রত্যেকেরই নাড়ীর অবস্থাটা আন্দাজ করে নিতে হবে আগে। সেই সময় তার মনোবৃত্তির অবস্থাটাও বুঝে নিতে হবে, বুঝতে হবে তাদের মন অন্যদিকে নেই তো, এদিক-ওদিকে দেখছে না তো, আগ্রহভরে তা শুনছে তো? যেমন এখানে বাবাও তা লক্ষ্য করেন, সরসরি সামনা-সামনি শুনতে শুনতে বি.কে.রা আবেগে ঝুমতে থাকে। যেহেতু এই পার্ট হলো জ্ঞান-ড্যান্স। জাগতিক স্কুলের ক্লাস তো অনেক ছোট আকারের হয়, তাই টিচার ছাত্রদের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে পারে, ক্রমিক অনুসারে বসাতেও পারে। কিন্তু এখানে তোমরা বি.কে.-রা এত অধিক সংখ্যায় হওয়াতে ক্রমিক অনুসারে বসানো যায় না। আর তাই লক্ষ্য রাখতে হয় কারও বুদ্ধি এদিক ওদিক যাচ্ছে না তো? কেউ হাস্যহাসি করছে না তো? সবারই খুশীর পারদ চড়ছে তো? মনোযোগ দিয়ে শুনছে তো? কেন না দান সর্বদা সৎ-পাত্রেই করা উচিত। বেকার সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। অবশ্য নাড়ীর আভাস বোঝার ক্ষমতা থাকা দরকার। বাইরের লোকেরা তো ভয়ই পায় - এমন কি এখানকার সিন্ধী লোকেরাও মনে করে, না জানি বি.কে.-রা এমন কি জাদু-টোনা করে দেবে, তাই তারা সামনা-সামনি তাকায়ও না।

শিববাবা এবার বোঝাচ্ছেন - একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই ত্রিকালদর্শী। তাই বর্ণের রহস্যটাও বুঝতে পারো। 'হাম সো'-এর অর্থকেও বোঝাতে হবে। আমি আত্মা, আবার আমিই পরমাত্মা এমন কথা বলাটা খুব বড় ভুল। কেউ বা আবার ব্রহ্ম তত্ত্বকেই মানে। তারা বলে "অহম্ ব্রহ্মস্মি!" মায়া আসলে ৫-বিকার। আমরাও ব্রহ্মতত্ত্বকে মানি। কিন্তু ব্রহ্ম তো মহা-তত্ত্ব, যা আত্মাদের নিবাস স্থান। যেমন হিন্দুস্থানে বসবাসকারীরা নিজেদের ধর্মকে হিন্দু বলে থাকে। তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব-এ বাস করে বলেই নিজেদেরকে ব্রহ্ম বলে। আর বাবার মহিমা- সে তো আলাদা। উনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ..... যে মহিমা দেবতাদের ক্ষেত্রেও করা হয়। আত্মার মহিমাও তখন হয়, যতক্ষণ সে শরীরে অবস্থান করে। এই আত্মাই পতিত বা পবিত্র হয়। অতএব আত্মাকে নির্লেপ বলা চলে না। (কর্মফল অনুযায়ী) এত ক্ষুদ্র এই আত্মাতেই ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট খোঁদিত থাকে। তবে আর কি প্রকারেই বা তাকে নির্লেপ বলবো?

এই অশান্ত দুনিয়ায় বাবা এসেছেন শান্তি স্থাপন করতে। বাচ্চারা, তোমরা তবে বাবাকে কোন পুরুস্কারে পুরস্কৃত করবে? উনি তো তোমাদের পুরস্কৃত করছেন আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানী দিয়ে। কিন্তু তোমরা কি দিচ্ছে বাবাকে? যে যতটা পুরস্কার দাও, তা আবার তোমরা নিয়েও নাও। বাবাকে প্রথমে পুরস্কৃত করেছেন এই ব্রহ্মাবাবা। কিন্তু আসল দাতা তো শিববাবা। রাজারা কোনও উপহার স্বহস্তে গ্রহণ করেন না। যেহেতু রাজা মানে অন্নদাতা। আবার সাধারণ মনুষ্যকেও দাতা বলা চলে না। যদিও তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের হাতে কিছু দিয়ে থাকো, কিন্তু তার পরিবর্তে ফল প্রদান করেন এই শিববাবাই। তাই তো প্রবাদও আছে- সবকিছুই ঈশ্বরের দেওয়া, আবার নেবার হলে ঈশ্বরই তা নিয়ে নেন। তাই যদি হয়, তবে যখন কোনও প্রিয় ব্যক্তি মারা যায়, তখন আবার কাঁদো কেন? প্রকৃত কথা হলো, উনি কিছুই নেন না আবার দেনও না। তা করেন লৌকিক মাতা-পিতা, যেমন জন্ম দেন। তাই তাদের কেউ মারা গেলে তার জন্যই দুঃখ হয়। আর যদি তা ঈশ্বরেরই দেওয়া, ঈশ্বর তা নিয়ে নিলে তবে আবার দুঃখ কেন হবে? তাই বাবা বলছেন- উনি তো সুখ-দুখের বাইরে। আর এই দাদা (ব্রহ্মা) তো নিজের সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি 'ফুল প্রাইজ' পান। কন্যাদের কাছে তো তেমন কিছুই থাকে না দেবার জন্য। যদি তাদের মা-বাবা কিছু দেয়, তবেই তো কিছু দিতে পারে শিববাবাকে। যেমন মাম্মা গরীব ছিল, কিন্তু জ্ঞানে কত এগিয়ে ছিল সে, কত তীক্ষ্ণ ছিল তার জ্ঞান। যেহেতু তন-মন-ধন দিয়ে সেবা তার। তোমরা একথাও জানো যে, তোমরা সুখধামে পৌঁছবে ভায়া শান্তিধাম হয়ে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার কাছে যেতে পারছো, ততক্ষণ প্রিয়'র ঘরে (শ্বশুরবাড়ি) যাবে কি করে? এখন তো তোমরা প্রিয়'র ঘরেই বসে আছো। এরপর প্রথমে যেতে হবে বাবার ঘরে, তারপর সেখান থেকে আসবে শ্বশুর বাড়িতে। বর্তমানের দুনিয়াটা একটা শোক বাটিকা, সত্যযুগ হলো অশোক বাটিকা। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* বর্তমানের এই বাণপ্রস্থ অবস্থায় 'সুইট হোম' আর 'সুইট রাজধানী' ছাড়া বুদ্ধিতে যেন অন্য কিছুই আর স্মরণে না আসে। অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে হবে।\*

\*২)\* বুদ্ধির যোগ দ্বারা বেহদের ত্যাগ করে রুহানী যাত্রা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে।\*

**\*বরদান:-\*** মনের খুশীর দ্বারা অসুস্থতাকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'এভারহেল্‌দী' ভব\*

\*বিস্তার :-\* প্রবাদ আছে যে- 'মনে আনন্দ তো জগৎ আনন্দময়'! মনে অসুখ থাকলে শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আর মন ভাল থাকলে রোগের অনুভবই হয় না। শরীর যতই অসুস্থ হোক না কেন, তবুও মনে আনন্দ থাকে, যেহেতু তোমার কাছে যে খুব সুন্দর খুশীর খোরাক আছে। এই খোরাকে রোগ-ভোগও পালিয়ে যায়, রোগকেই ভুলে যায় লোকেরা। অতএব যার মনে খুশী, দুনিয়াটাও তার কাছে ততই আনন্দের। জীবনে খুশী থাকলে, এভারহেল্‌দীই থাকে সে।

**\*শ্লোগান:-\*** সময়ের মহত্বকে জানতে পারলে, সর্ব-খাজানা সম্পন্ন হতে পারবে।\*

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণ রূপী ওষুধের দ্বারা নিজেকে চির সুস্থ বানাও, স্মরণ আর স্বদর্শন চক্র ঘোরানোর অভ্যাস করো, তাহলেই বিকর্মজিত হতে পারবে"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চাদের সর্বদা নিজের উন্নতির খেয়াল থাকে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- তাদের প্রতিটি কাজ শ্রীমতের আধারে হবে । বাবার শ্রীমত হলো -- বাচ্চারা, দেহ - ভাবে এসো না, স্মরণের যাত্রার চার্ট রাখো । নিজের হিসেব - নিকেশের পোতামেল রাখো । চেক করো - কতটা সময় আমি বাবার স্মরণে থেকেছি, কতটা সময় কাকে বুদ্ধিয়েছি ?

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম শান্তি । এখানে যখন বসো, তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে । মায়া অনেককেই স্মরণ করতে দেয় না কেননা দেহ - ভাব থাকে । কারোর মিত্র - সম্বন্ধী, কারোর আবার খাওয়া - দাওয়া ইত্যাদির কথা স্মরণে আসতে থাকে । এখানে যখন সবাই আসো তখন বাবার আহ্বান করা উচিত । লক্ষ্মীর পূজা হলে যেমন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, কোনো লক্ষ্মী কিন্তু আসে না । এ কথা শুধুই বলা হয়, তেমন তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো অথবা আহ্বান করো, এ একই কথা । এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে । অনেকের ধারণা হয় না, কারণ বিকর্ম তো অনেক করেছে, যেই কারণে বাবাকেও স্মরণ করতে পারে না । বাবাকে যতো স্মরণ করবে, ততই বিকর্মজিত হবে, সুস্বাস্ত্য পাবে । এ খুবই সহজ কিন্তু মায়া বা পূর্বের বিকর্ম বাধা দেয় । বাবা বলেন যে, তোমরা অর্ধকল্প অযথার্থ স্মরণ করেছো । এখন তো প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান করো, কারণ তোমরা জানো যে তিনি আসবেন এবং মুরলী শোনাবেন । এই স্মরণের অভ্যাস কিন্তু হয়ে যাওয়া চাই । সদা সুস্থ বানানোর জন্য সার্জন ওষুধ দেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এরপর তোমরা আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে । আমাকে স্মরণ করলেই আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । বাবা এবং সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে । যেখানে যেতে হবে, তা বুদ্ধিতে রাখতে হবে । বাবা এসেই এই প্রকৃত খবর দেন, আর কেউই প্রকৃত ঈশ্বরের খবর দেয় না । ওরা তো এখানে স্টেজে অভিনয় করতে আসে, আর ঈশ্বরকে ভুলে যায় । তারা ঈশ্বরের সন্ধান রাখেন না । বাস্তবে তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার বলা যাবে না । এই নাম তো মানুষ দিয়েছে । তাঁরা তো এখানে আসেন, তাঁদের তো এই অভিনয় করতেই হবে । এখন তাহলে স্মরণ কিভাবে করবে ? এই অভিনয় করতে করতে পতিত হতেই হবে । অবশেষে অন্তিম সময়ে পবিত্র হতে হবে । পবিত্র তো বাবা এসেই বানান । বাবার স্মরণেই পবিত্র হতে হবে । বাবা বলেন যে, পবিত্র হওয়ার একটাই উপায় -- দেহ সহিত, দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, তা ভুলে যেতে হবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা স্মরণের আদেশ পেয়েছি । সেই নির্দেশে চললেই আঞ্জাকারী বলা হবে । যে যতটা পুরুষার্থ করে, ততটাই আঞ্জাকারী হয় । স্মরণ কম করলে কম আঞ্জাকারী হয় । আঞ্জাকারী সন্তান উঁচু পদ পায় । বাবার নির্দেশ হলো - এক তো আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় এই জ্ঞানকে ধারণ করো । স্মরণ না করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে অনেক সম্পদ পাবে । ভগবান উবাচঃ - আমাকে স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও অর্থাৎ ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । আমার দ্বারা আমাকে জানো

আর সৃষ্টির সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের চক্রও জানো । এই দুটি বিষয়ই মুখ্য । এর উপরই অ্যাটেনশন দিতে হবে । শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিলে উঁচু পদ পাবে । তোমাদের দয়ালু হতে হবে, সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, সকলের কল্যাণ করতে হবে । মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদিদের প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে । সে হলো শরীরের যাত্রা আর এ হলো রুহানী যাত্রা । এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান কারোর কাছেই নেই । ওগুলো হলো সব শাস্ত্রের ফিলসফি । এ হলো রুহানী ঈশ্বরীয় জ্ঞান । সুপ্রীম আত্মা এই জ্ঞান দেন, আত্মাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ।

কোনো - কোনো বাচ্চা এখানে এসে বসে, কেউ আবার বাধ্য হয়েও বসে । নিজের উন্নতির কোনো খেয়ালই নেই । দেহ - ভাব অনেক বেশী । দেহী - অভিমানী হলে দয়ালু হবে এবং শ্রীমতেও চলবে । অনেকেই আশঙ্কাকারী নয় । বাবা বলেন যে - নিজেদের চার্ট লেখো, তোমরা কতটা সময় স্মরণ করো ? কোন্ - কোন্ সময়ে স্মরণ করো । আগে তোমরা চার্ট রাখতে । আচ্ছা, বাবাকে না দিলে, নিজেদের কাছে তো চার্ট রাখো । নিজেদের মুখ দেখতে হবে - আমরা লক্ষ্মীকে বরণের যোগ্য হয়েছি কি ? ব্যবসায়ী মানুষেরা নিজেদের কাছে পোতামেল রাখে, কোনো - কোনো মানুষ নিজেদের সারাদিনের দিনচর্যা লেখে । এই লেখার একটা ইচ্ছা রাখে । এই হিসেব - নিকেশ রাখা তো খুব ভালো কথা যে, কতটা সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করি ? কতটা সময় কাকে বুঝিয়েছি ? এমন চার্ট রাখলে অনেক উন্নতি হবে । বাবা মত দেন যে, এমন - এমন করো । বাচ্চাদের নিজেদের উন্নতি করতে হবে । মালার দানা যারা হবে, তাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা বলেছিলেন - ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরী হবে না, অন্তিম সময় তৈরী হবে, যখন রুদ্রের মালা তৈরী হবে । ব্রাহ্মণদের মালার দানার পরিবর্তন হতে থাকে । আজ যারা তিন বা চার নম্বরে আছে, কাল তারা শেষের দিকে চলে যায় । কত তফাত হয়ে যায় । কারোর যদি অধোগতি হয় তো, দুর্গতি হয়ে যায় । মালায় তো স্থান পায় না, এমনকি প্রজাতেও সম্পূর্ণ চণ্ডাল হয়ে যায় । মালাতে যদি গ্রথিত হতে হয়, তাহলে তারজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে । বাবা খুব ভালো রায় দেন - নিজের উন্নতি কিভাবে করবে ? তিনি সবার জন্য বলেন । কেউ যদি বাকহীনও হয়, তবুও ইশারাতেই কাউকে বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে । যারা মুখে বলবে অনেকসময় তাদের থেকেও ভালো বোঝাতে পারে । অন্ধ, প্রতিবন্ধী যাই হোক না কেন, সুস্থদের থেকেও ভালো পদ পেতে পারে । এক সেকেন্ডেই ইশারা দেওয়া যেতে পারে । সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন তো আছে, তাই না । বাবার হলেই অবিনাশী বর্ষা তো পেয়েই যাবে, তাই না । এরপর তাতে নম্বর অনুসারে পদ তো অবশ্যই আছে । বাচ্চার জন্ম হলেই সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায় । এখানে তোমরা আত্মারা তো হলেই পুত্র সন্তান । তাই বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষার অধিকার নিতে হবে । এখানে সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । এরপর বলবে, আগের কল্পেও এমনই পুরুষার্থ করেছিলাম । এ হলো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ । পাণ্ডবদের তো মায়া রাবণের সঙ্গেই লড়াই ছিলো । কেউ তো পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক, ডবল মুকুটধারী হয়, কেউ আবার প্রজাতে চাকর - বাকরও হয় । সকলেই এখানে পড়ছে । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অ্যাটেনশন অবশ্যই সামনের দানার দিকেই যাবে । আট দানাতে কিভাবে আসে, তা পুরুষার্থের দ্বারাই জানা যায় । এমন নয় যে, তিনি অন্তর্যামী তাই সকলের মনের কথা পড়তে পারেন । তা নয়, অন্তর্যামী মানে, যিনি সব জানেন । এমন নয় যে, তিনি বসে সকলের মনের কথা জানতে পারেন । 'জানি জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । এক একজনের মনকে তিনি খোড়াই বসে জানবেন । আমাকে কি খট রিডার মনে করেছে ? আমি 'জানি - জানানহার' অর্থাৎ নলেজফুল । অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকেই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্ত

বলা হয়। এই চক্র কিভাবে রিপটি হয়, আমি সেই রিপটেশনকে জানি। বাচ্চারা, সেই জ্ঞানই আমি তোমাদের পড়াতে আসি। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কে কতটা সার্ভিস করছে আর কতটা পড়ছে? এমন নয় যে, বাবা বসে এক একজনের কথা জানতে পারেন। বাবা খোড়াই বসে এমন কাজ করবেন। তিনি তো সর্বশুভ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, নলেজফুল। তিনি বলেন যে, তিনি মনুষ্য সৃষ্টির আদি - মধ্য, অন্ত আর যারা মুখ্য অভিনেতা তাদের জানেন। বাকি তো অনন্ত রচনা। এই 'জানি - জানানহার' অক্ষর তো পুরানো। আমি তো যে জ্ঞান জানি তাই তোমাদের পড়াই। বাকি তোমরা কি কি করো তা সারাদিন বসে দেখবো কি? আমি তো সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে আসি। বাবা বলেন, বাচ্চারা তো অনেকই, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছি। আমার সমস্ত কাজই বাচ্চাদের সঙ্গে। যে আমার সন্তান হয়, আমি তারই বাবা হই। তারপর সে নামমাত্র সন্তান নাকি প্রকৃত সন্তান, তা আমি বুঝতে পারি। এ প্রত্যেকের জন্য পড়া। শ্রীমত অনুমায়ী অভিনয়ে আসতে হবে। কল্যাণকারী হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বৃহস্পতিকে বৃহস্পতি ডে বলা হয়। বৃহস্পতি বা শিব, হলো তো একই। গুরুবারের দিন স্কুলে গেলে গুরু করে। যেমন সোমনাথের দিন সোমবার, শিববাবা সোমরস পান করান। এমনিতে তাঁর নাম তো শিব কিন্তু পড়ান, তাই সোমনাথ বলে দিয়েছে। রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয়। রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের রচনা করেছেন তাই জ্ঞান দাতা হয়ে গেছেন। অনেক নামই রেখে দিয়েছে। তাই এই কথাই বোঝানো হয়। শুরুর থেকেই এই এক যন্ত্র চলে, কেউই জানে না যে, সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টির সামগ্রী এই যন্ত্রে স্বাধা হয়ে যাবে। যাই মানুষ আছে, যা কিছুই আছে, তত্ত্ব সহিত সব কিছুই পরিবর্তন হতে হবে। এও বাচ্চাদের দেখতে হবে, যারা দেখবে তাদের অনেক মহাবীর হতে হবে। যা কিছুই হবে, ভুলবে না। মনুষ্য তো হয় - হয়, গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকবে। প্রথমে তো বোঝাতে হবে - তোমরা সামান্য এইটুকু তো বোঝো, সত্যযুগে একই ভারত ছিলো, মানুষ খুব অল্প ছিলো, এক ধর্ম ছিলো, এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কত ধর্ম হয়েছে। এ কত পর্যন্ত চলবে? কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হবে। এখন এই সত্যযুগের স্থাপনা কে করবেন? রচয়িতা তো একমাত্র বাবাই। সত্যযুগের স্থাপনা এবং কলিযুগের বিনাশ হয়। এই বিনাশ সামনে উপস্থিত। এখন তোমরা বাবার কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান পেয়েছো। এই স্বদর্শন চক্র তোমাদের ঘোরাতে হবে। বাবা এবং বাবার রচনাকে স্মরণ করতে হবে। এ কত সহজ কথা।

গীত :-- তুমি প্রেমের সাগর ---- ছবিতে জ্ঞানের সাগর, খুশীর সাগর লেখা হয়, সেখানে ভালোবাসার সাগর অক্ষর অবশ্যই আসা উচিত। বাবার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। সর্বব্যাপী বলে সেই মহিমাকেই সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়। তাই ভালোবাসার সাগর এই অক্ষর অবশ্যই লিখতে হবে, এ হলো বেহদের মা - বাবার ভালোবাসা, যাঁর জন্য গাওয়া হয়, তোমার কৃপাতেই চরম সুখ, কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে জানলে সবকিছুই জেনে যাবে। আমিই তোমাদের সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বুঝিয়ে বলবো। এক জন্মের কথা নয়, সমস্ত সৃষ্টির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা জানেন, তাহলে বুদ্ধিতে কতটা আসা উচিত। যারা দেহী - অভিমাত্রী হয় না, তাদের ধারণাও হয় না। সমস্ত কল্প ধরে দেহ বোধ চলে আসছে। সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকে না। এখানে অভিনয় করতে এসে পরমাত্মার জ্ঞান ভুলে গেছে। এ তো বুঝতেই পারো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সত্যযুগে কিন্তু দুঃখের কোনো কথা নেই। এ হলো বাবার মহিমা, তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এক ফোঁটাই হলো মনমনাভব, মধ্যাজী ভব --- এ পেলে আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই। কথিত আছে যে - স্বর্গে দুধ - ঘিয়ের নদী বয়ে চলে। এ সবই হলো মহিমা। বাকি খোড়াই দুধ - ঘিয়ের নদী হতে পারে। বর্ষায়

তো জলই বেরোবে। ঘি কোথা থেকে আসবে। এ কথা সুন্দর বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। তোমরা এও জানো যে, স্বর্গ কাকে বলা হয়। যদিও আজমীরে মডেল আছে, তবুও কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা যে কাউকেই বোঝাও না কেন, ঝট করে বুঝে যাবে। বাবার যেমন আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে তেমনি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথা ঘোরা উচিত। তোমাদের, বাবার পরিচয় দিতে হবে, তাঁর প্রকৃত মহিমা শোনাতে হবে, তাঁর মহিমা যে অপরিমাপ্য। সবাই এক সমান হতে পারে না। সবাই তার নিজের নিজের পাট পেয়েছে। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বাবা যা দেখিয়েছেন, তা আবার প্রত্যক্ষ হতে হবে। স্থাপনা আর বিনাশের করাতে থাকেন। অর্জুনকেও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাত্কার করিয়েছিলেন তারপর তারপর প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন। তোমরাও এই চোখেই বিনাশ দেখবে। তোমরা বৈকুণ্ঠের সাক্ষাত্কার করেছে, যখন প্রত্যক্ষভাবে যাবে তখন সাক্ষাত্কার বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা কতো ভালো - ভালো বিষয় বোঝান যা বাচ্চারা, তোমাদের অন্যদের বোঝাতে হবে -- ভাই, বোনেরা, তোমরা এসে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নাও।

বাবা নিরন্তর পাত্রকে সংশোধন করছেন। নীচে সই করছেন, তন - মন - ধনের দ্বারা এই কাজে ঈশ্বরীয় সেবায় উপস্থিত। ভবিষ্যতে মহিমা তো বের হবেই। আগের কল্পে যারা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছিল, তাদের আসতেই হবে। পরিশ্রম করতেই হবে। এরপর খুশির পারদ চড়তে চড়তে স্থায়ী হয়ে যাবে। তখন আর মুহূর্তে মুহূর্তে ঝিমিয়ে পড়বে না। ঝড় তো অনেকই আসবে, তাকে পার করতে হবে। তোমরা শ্রীমতে চলতে থাকো। সুন্দর ব্যবহারও করতে হবে। যতক্ষণ না সেবার প্রমাণ দেবে ততক্ষণ বাবা এই সেবায় নিয়োগ করতে পারবেন না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :---

১ ) শ্রীমতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে অন্যের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে প্রকৃত যাত্রা করাতে হবে, দয়ালু হতে হবে।

২ ) বাবার প্রতিটি নির্দেশকে পালন করতে হবে। স্মরণ বা সেবার চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে।

বরদান :-- সত্য মনে সাহেব বাবাকে খুশী করিয়ে রাজযুক্ত (রহস্য), যুক্তিযুক্ত, যোগযুক্ত ভব

বাপদাদার টাইটেল হল দিলওয়ালা, দিলারাম। যারা স্বচ্ছ হৃদয়ের বাচ্চা হয়, তাদের উপর সাহেব বাবা খুশী হয়ে যান। মন থেকে যারা বাবাকে স্মরণ করে তারা সহজেই বিন্দু রূপ হতে পারে। তারা বাবার বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হয়ে যায়। সত্যতার শক্তিতে সময় অনুযায়ী তাদের বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত এবং স্বতঃই যথার্থ কার্য করে। ভগবানকে খুশী করেছে তাই প্রতিটা সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্ম যথার্থ হয়। তারা রাজযুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়ে যায়।

স্লোগান :-- বাবার প্রেমে সদা লীন থাকো, তাহলেই অনেক প্রকারের দুঃখ এবং ধোকার থেকে বাঁচতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হয়ে গতি-সদগতির উপযুক্ত হয়ে ওঠে। পতিত আত্মারা গতি-সদগতি পায় না। অসীম-বেহদের বাবা তোমাদের বেহদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন"

প্রশ্ন :- কাকে পিতারতা বলা যাবে ? -- তার প্রধান লক্ষণগুলি শোনাও ?

উত্তর :- পিতারতা তাকেই বলা যাবে, যে সম্পূর্ণরূপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করে, অব্যাভিচারী স্মরণের যোগে থাকে -- এমন সুপুত্র বাচ্চা বাবার প্রতিটি বাক্যই ধারণা করতে পারে। তার চিন্তা-ভাবনা সর্বদাই সেবার প্রতি থাকে। ফলে তার বুদ্ধির আধার (পাত্র) পবিত্র হয়ে যায়। আর কখনই সে বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না।

গীত :- হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাই তোমাকে - আমার যাবতীয় দায়িত্ব  
তুমি নিয়েছো বলে

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা ধন্যবাদ জানায় সেই হিসেবেই, যার যার নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। সবাই একই প্রকারে ধন্যবাদ জানায় না। যে তেমন নিশ্চয় বুদ্ধির হবে, ও মনপ্রাণ দিয়ে বাবার সেবা করবে, কেবল সে প্রেম পূর্বক হাজির হবে। সে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাবে বাবাকে। সেই বাচ্চা বলবে-"বাবা সত্যি কি অলৌকিক দক্ষতা আপনার, আমরা এসবের কিছুই জানতাম না আগে। আমাদের কোনও যোগ্যতাই ছিল না-আপনার সাথে মিলিত হবার।" --তা ঠিকই বটে, মায়া সবাইকে অযোগ্য বানিয়েছে। লোকেরা তো জানেই না, স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন কে, আর নরকে টেনে আনে কে? -কিন্তু তারা একথা অবশ্যই জানে, গতি আর সদগতির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন একমাত্র এই বাবা। উনি ছাড়া আর কেউ যে নেই। লোকেরা নিজেরাই তো তা বলে-"আমরা পতিত, এই দুনিয়াও পতিত।" এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও কেউ সঠিক রীতিতে বাবাকে জানে না। তাই বাবা স্বয়ং এখন নিজের পরিচয় জানাচ্ছেন আপন বাচ্চাদেরকে। (অবিনাশী নাটকের) নিয়মানুসারে বাবা এসে স্বয়ং ওনার পরিচয় দেবেন। আর বাবাকে এখানে এসেই বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। সেখানে (পরমধামে) বসেই যদি পবিত্র বানানো যেত, তবে তো সেখানে বসেই তা করতেন, তবে কি আর তোমরা এত বিশাল সংখ্যক অযোগ্য বাচ্চা হতে?

বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে নিশ্চয়বুদ্ধির হও। সঠিক ভাবে বাবার পরিচয় কিভাবে দিতে হবে, তার জন্যও তেমন বুদ্ধির দরকার হয়। শিবায় নমঃ -একথা অবশ্যই বলতে হবে। একমাত্র উনি সবার মাতা ও পিতা, অর্থাৎ যিনি সর্বোচ্চ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো রচনা। নিশ্চয় কোনও না কোনও পিতা এদের রচনা করেছেন, যার জন্য আবার মায়েরও প্রয়োজন। সবারই 'গড-ফাদার' যিনি, তিনি নিশ্চয় একজনই হবেন। নিরাকারকেই 'গড' বলা হয়। রচনাকার চিরকালই এই একজন। তাই, শুরুতে পরিচয় জানাবে সেই 'আল্ফ'-এর। কিভাবে তা যুক্তিযুক্ত পরিচয় দিতে পারবে, তা খুব ভালভাবে নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। ভগবান যিনি জ্ঞানের সাগর, উনি স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখান। কিন্তু সেই ভগবান আসলে কে? তাই সর্বাগ্রে 'আল্ফ'-এর পরিচয় দিতে হবে। বাবা (পরমাত্মা) যেমন নিরাকার, আত্মাও তেমন নিরাকার। সেই নিরাকার বাবা এসেই বি.কে.

বাচ্চাদের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিয়েও বোঝাতে হবে। তা না হলে, রাজাদেরও রাজা হবে কিভাবে? সত্যযুগী রাজ্য কে স্থাপন করেছিল? স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা কে? তিনি নিশ্চয়ই 'হেভেনলী গড-ফাদার'-ই হবেন। প্রকৃত অর্থে তিনি নিরাকারই হবেন নিশ্চয়। তাই শুরুতেই বাবার পরিচয় জানানো উচিত। কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কিন্তু পিতা বা ফাদার বলা যায় না। তারাও তো কারও রচনা। যখন সেই সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্মবতন-বাসীদেরও রচা হয়, তখন সেখানে ভগবান স্থূল-বতন-বাসীদের কি করেই বা রচনা করবেন।

লোকেরা যে বলে দেবতায় নমঃ, আসলে তা হলো 'শিবায় নমঃ'- এটাই মূল ও প্রধান কথা। কিন্তু প্রদর্শনীতে তো আর বারে-বারে একই কথা বোঝাতে যাবে না। তাই প্রত্যেকেই খুব সুন্দর রীতিতে তা বোঝাতে হবে। তাদের মধ্যে যেন সেই নিশ্চয়তা আসে। যে আসুক, শুরুতেই তাকে বলবে- "ভিতরে এসো, প্রথমে তোমাদেরকে বাবার সাক্ষ্যাংকার করাই। এই বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। গীতাতেও আছে, এই বাবা-ই কিন্তু রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তা মোটেই কৃষ্ণ নয়। এই বাবা, গীতা-জ্ঞানের প্রকৃত ভগবান। যা মূল ও প্রধান কথা। কৃষ্ণ কিন্তু 'ভগবান উবাচ' নয়। আসলে তা 'রুদ্র ভগবান উবাচ', বা 'সোমনাথ ভগবান উবাচ', কিম্বা 'শিব ভগবান উবাচ' - ভাবার্থে তো এমনই বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষেরই তাদের নিজেদের জীবন কাহিনী ভিন্ন-ভিন্ন। একের সাথে অন্যের (হুবহু) কোনও মিল নেই। তাই যে কেউ আসুক না কেন, শুরুতে এই কথাগুলি বোঝাতে হবে তাদের। আসল কথা হলো কত সুন্দর ভাবে তোমরা তা বোঝাতে পারছো। পরমপিতা পরমাত্মার অকুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) গুলি কি কি আর বাচ্চাদের কি কি। উনি হলেন হেভেনলী গড-ফাদার আর ওনার বাচ্চারা হেভেনলী প্রিন্স-প্রিন্সেস! এটা স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে। গীতা হলো সর্বশাস্ত্রের শিরোমনি। গীতার আধারেই যাবতীয় শাস্ত্র রচিত হয়েছে। তাই সর্ব-শাস্ত্রের মা 'শিরোমনি ভগবৎ গীতা'। লোকেরা জানতে চায়, তোমরা বি.কে.-রা কি শাস্ত্র, বেদ ইত্যাদিকে মান্যতা দাও? আরে, প্রত্যেকেই তো নিজের ধর্মের শাস্ত্রকে মান্যতা তো দেবে। কিন্তু তা বলে সব ধর্মের শাস্ত্রকে তো আর নিজের ধর্মের বলে মানবে না। হ্যাঁ, শাস্ত্র তো অনেক প্রকারেরই আছে, কিন্তু শাস্ত্রের জ্ঞানের চাইতে মূখ্য বিষয় হলো বাবাকে চেনা-জানা। যার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। যা শাস্ত্র থেকে তো আর পাওয়া যাবে না। এই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা একমাত্র বাবার থেকেই পাওয়া যায়। বাবা যে জ্ঞান দেন, যে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা দেন, সেই পুস্তক বানানো আছে বি.কে.-দের জন্য। প্রথমেই গীতার প্রসঙ্গ ওঠাতে হবে। গীতার প্রকৃত ভগবান কে? যার মধ্যে রাজযোগের কথা লেখা আছে। এই রাজযোগের দ্বারাই নতুন দুনিয়া রচিত হয়। ভগবান এসে তো আর কারওকে পতিত বানান না। উনি তো পবিত্র মহারাজা করে গড়ে তোলেন বাচ্চাদেরকে।

শুরুতেই বাবার পরিচয় দিয়ে তাদেরকে দিয়ে লেখাও-বাবার প্রতি আমার এইরূপ নিশ্চয়তা হয়েছে, এই বাবা-ই আমার প্রকৃত বাবা। 'শিবায় নমঃ' বিষয়টাও বোঝাতে হবে শুরুতেই। তুমিই মোদের মাতা-পিতা.....এই মহিমাও ঐ বাবারই। ভগবানকে তো এখানে আসতেই হয়, ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দিতে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো-ভক্তির ফল ব্যাপারটা কি! অর্থাৎ যে অনেক ভক্তি করেছে, সে ফল পাবে। এসব কোনও শাস্ত্র-পুঁথিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও তার ধারণা ততটাই হয়, যার যার পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। আর তাই তো তোমাদের একই কথা বার-বার বোঝানো হয়। তোমাদের মাতা-পিতাও কিন্তু এই একই বেহদের বাবা। যদিও জগৎ অস্বা ও জগৎ

পিতার ব্যাপারটাও আছে। লোকেরা যাদের জানে 'এ্যাদম্ আর ইভ্' হিসাবে। তারা 'ইভ্-কেই মাদার বলে। সঠিক কেউই জানে না - 'ইভ্' আসলে কে? বাবা বসে সেগুলিই তো বোঝান। তবে হ্যাঁ, ফট করে কেউ তা বুঝতে পারবে না। পড়াশোনাতেও তো সময় লাগে। পড়তে-পড়তে তবেই তো কেউ ব্যারিস্টার হয়। তাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই তেমনই রাখতে হবে। আর দেবতা হতে চাইলে শুরুতেই সঠিক ভাবে বাবার পরিচয় জানতে হবে ও জানাতে হবে। অথচ লোকেরা বলে থাকে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা ..... এছাড়াও তো বলে, হে পতিত-পাবন এসো। তবে, পতিত দুনিয়া আর পাবন (পবিত্র) দুনিয়া কাকে বলে? কলিযুগ কি এখনও আরও ৪০-হাজার বর্ষ পর্যন্ত চলবে? আচ্ছা, পবিত্র বানাবার কারিগর তো এই একজনই যিনি বাবা, তাই না! স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করেন সেই 'গড়-ফাদার'-ই। কৃষ্ণ তো আর তা পারবে না। সেও তো ওনার থেকেই সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা নেয়। এই কৃষ্ণ স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজকুমার আর শিববাবা স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। এসব খুব স্পষ্ট ভাবে বড়-বড় হরফে লেখা উচিত, তবেই বোঝাতে সহজ হবে তোমাদের। লোকেরাও রচয়িতা আর রচনার তফাৎটা বুঝতে পারবে। এই রচনাকারই একমাত্র নলেজফুল, যিনি রাজযোগের শিক্ষা দেন। যদিও উনি নিজে কোনও রাজা নন, কিন্তু উনি এই রাজযোগ শিখিয়েই তোমাদেরকে রাজারও রাজা বানান। যেহেতু এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাই কৃষ্ণও (ওঁনার থেকে) সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করে। পরে কৃষ্ণ নিজেই তা খুইয়েও ফেলে, যা আবারও উনিই তা পান। চিত্রের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে তা বোঝানো যেতে পারে। অবশ্য এর জন্য সেই দক্ষ বাবার প্রয়োজন যার এমন অকুপেশন। (শাস্ত্রে) বাবার নামের বদলে শ্রীকৃষ্ণের নাম ঢুকিয়ে দেওয়াতেই হীরেতুল্য ভারত এখন কানা-কড়ি তুল্যের হয়ে গেছে। শিববাবাকে প্রকৃত রূপে জানতে পারলে আবার সেই ভারতই হীরে তুল্য হয়ে যায়। কিন্তু তা সম্ভব তখনই, যখন তোমাদের বুদ্ধিতে পাকাপাকিভাবে ধারণা হবে যে, এই শিববাবাই তোমাদের প্রকৃত বাবা। বাবা শুরুতে এই দুনিয়াকে রচনা করেন স্বর্গ-রাজ্য হিসাবে। যা এখন অতি পুরোনো দুনিয়ায় পর্যবেশিত। গীতাতেও রাজযোগের উল্লেখ আছে। বিলেতের সাহেবরাও রাজযোগ শিখতে আগ্রহী। গীতা পড়েই তারা তা জেনেছে। আর তোমরা এখন তা জানছো। তাই তোমরাও প্রয়াস করে চলেছো অন্যদেরকেও তা জানাতে- প্রকৃত বাবা কে? মোটেই তিনি সর্বব্যাপী নন। তিনি যদি সর্বব্যাপীই হবেন, তবে তোমাদের রাজযোগ শেখাবেন কিভাবে? এই ভুলের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে। আর যে সেবার প্রতি তৎপর, তার সে খেয়াল অবশ্যই থাকবে। আর তোমাদের ধারণাও তত পাকা হবে, ফলে সর্বদাই বাবার শ্রীমং অনুসারে চলবে, অশরীরীভাবে থাকবে। মনমনাভব ভাব থেকে পবিত্রতা আর পিতারতা অর্থাৎ বাবার সুপুত্র বাচ্চাও হতে পারবে।

আদেশের সুরে বাবা এবার বাচ্চাদের বলছেন, যত বেশী সম্ভব স্মরণের যোগ বাড়াতে হবে ধীরে ধীরে। কিন্তু দেহ-অভিমান ভাবে এলে স্মরণের যোগ হবেই না, ফলে বুদ্ধিও পবিত্র হবে না। যেমন প্রবাদ আছে "বাঘিনীর দুধ কেবল সোনার পাত্রেই রাখা যায়।" তেমনি স্বচ্ছ মনেরও প্রয়োজন পিতারতা পাত্রের। অব্যাভিচারী পিতারতা বি.কে.-র সংখ্যা যথেষ্ট কম। তোমাদের মধ্যেও অনেকেই তা একেবারেই জানে না। তারা যেন একেবারে ছোট বাচ্চা। যদিও তারা এখানে বসেই ক্লাস করে, কিন্তু কিছুই যেন বোঝে না তারা। ঠিক যেন অবুঝ বাচ্চাকে শিশু অবস্থাতেই বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকটা তেমনই। আগে অভিভাবক বাচ্চাকে কোলে বসিয়েই বিয়ে করিয়ে দিতো। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের বন্ধুর মতন। ফলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রেম-প্রীতিও জন্মাতো। তাই তো তাড়াতাড়ি বিয়ের এই রীতি গড়ে উঠেছিল সমাজে। বিয়ের বাগদান হবার পরও

তারা সেসব কিছুই বুঝতো না। এখন তোমরা মাম্মা-বাবার আপন হয়েছো, তাই ওনাদের থেকেই আশীর্বাদী-বর্সা নিতে হবে তোমাদের। অথচ লোকেরা এসবের কিছুই জানে না, সত্যি কি আশ্চর্যের। এখানে ৫-৬ বছর থাকার পরেও এই বাবাকে অর্থাৎ পতিকে ডিভোর্সও দেয় কেউ কেউ। যেহেতু মায়া তাদের জ্বালাতন করতে থাকে।

এবার বাবা বলছেন- তবে শুরুতেই তোমরা শোনাবে, "শিবায় নমঃ!" ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও রচয়িতা এই বাবা। এই বাবা অর্থাৎ শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। এরপরে তবে কি করবে? এই ত্রিমূর্তির পাশে যে জায়গা খালি পড়ে আছে, সেখানে লিখবে-শিববাবা আর কৃষ্ণ, এই দুজনের কর্ম-কর্তব্য ও গুণাবলির তফাৎগুলি। এই বিষয়গুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করলেই তাদের ভাগ্যের প্রথম দরজা খুলে যাবে। তার পরের পঠন-পাঠন, সে তো ভবিষ্যতের জন্য। এমন রীতিতে শিক্ষা-পদ্ধতি আর কোথাও হয় না। কোনও শাস্ত্রের মাধ্যমে এমন অনুভব হয় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো, এই পাঠ আগামীতে সত্যযুগ ইত্যাদি স্থাপনার জন্য। স্কুলের পাঠ সম্পূর্ণ হলে তবেই তো ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে। তারপর সেখানে গিয়ে রাজত্ব করবে। কিন্তু যারা আগতিক গীতা শোনায়, তারা এসবের মর্মার্থ বোঝাতে পারবে না কিছুই। যেহেতু, সর্বাগ্রে তো বাবাকে জানতে হবে এবং তার আশীর্বাদী-বর্সাও যে পেতে হবে। যেখানে একমাত্র এই বাবা হলেন ত্রিকালদর্শী। দুনিয়ার অন্য কোনও মনুষ্যই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। বাস্তবে পূর্বে যারা (বি.কে.-রা) পূজ্য ছিল - তারাই এখন পূজারী। ভক্তিও তোমরাই বেশী করেছো। লোকেরা তো এখনও সেসব জানতেই পারেনি। যিনি সবচাইতে বেশী ভক্তি করেছেন, উনিই নম্বর ওয়ান- ব্রহ্মা, তারপর ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী বি.কে. ব্রাহ্মণেরা। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মেই একদা যে ছিল পূজ্য, আজ সেই পূজারী। যে এক নম্বরের পূজ্য থাকে, পরবর্তীতে সে এক নম্বরের পূজারী হয়। আবার সে প্রথম নম্বরের পূজ্য হবে। ভক্তির ফলও প্রথমে পাবেন উনিই। এই বি.কে.- ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠনের সাহায্যে আবারও দেবতার পদ অধিকার করে। যদিও এসব তথ্য কোথাও লিখিত আকারে নেই। ভীষ্ম পিতামহও তা কেবল তখনই জানতে পেরেছিলেন, যখন কেউ ওনাকে জ্ঞানের বাণ মেরেছিলেন। আর তখন নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন, এই জ্ঞান বাণের শক্তিকে, যা এখনও চর্চিত হয়। যিনি এদের শিক্ষা দেন, এতে নিশ্চয় তেমন কোনও শক্তি আছে, যা অবশ্যই শিক্ষণীয়।

বাবা ওঁনার আপন বাচ্চাদেরকে অবলোকন করে বলছেন-বাচ্চারা, তোমরা তো আমার একান্ত আপন। শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমেই সবকিছু দেখে থাকেন। যেমন, শ্রদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে খাওয়ানো হয়, তখন সেই আত্মা সেখানে এসে দেখে -কে কে আছে সেই স্থানে। সেই পিও যে থায়, তখন তার চোখ-মুখ, হাব-ভাব ইত্যাদি সেই মৃত ব্যক্তির মতনই হয়ে যায়। যেহেতু অল্প সময়ের জন্য সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির শরীরকে আশ্রয় করে। এসব কেবল ভারতেই হয়। প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম প্রধান গণ্য-মান্য হন রাধা-কৃষ্ণ। তাদের জন্মদাত্রীরাও তাদের মতন উচ্চ-স্তরের গণ্য হন না। যেহেতু তারা একটু কম নম্বর পেয়েই পাস করে বলে। তাই মহিমা শুরু হয় কৃষ্ণ থেকেই। রাধা ও কৃষ্ণ দুজন নিজেদের পৃথক পৃথক রাজ্যের রাজধানীতে জন্ম নেন। তাদের মা-বাবার চাইতে বাচ্চাদের নামই অনেক বেশী বিখ্যাত হয় দুনিয়ায়। সত্যি কি চমৎকার লাগে শুনতে। মনের ভিতরে খুশীর ফল্গু বইতে থাকে। বাবা জানাচ্ছেন, উনি আসেন সাধারণ এক শরীরকে আধার করে, যার মাধ্যমে (যজ্ঞের) এতসব খরচা-পাতি চলতে থাকে। মাতাদের বড়-বড় গ্রুপকেও সামলাতে হয় ওনাকেই। যদিও ভাণ্ডারা তো শিববাবারই। যিনি ভোলা ভাণ্ডারী আবার অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের

একমাত্র অধিকারী এবং অসংখ্য দত্তক সন্তানেরও। যাদের দেখাশোনা, লালন-পালনও ওনােকেই করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা তো তা জানোই।

প্রথমে যখনই কারওকে বোঝাতে যাবে, শুরুতেই বলবে, "শিব ভগবান উবাচ-যিনি সবার রচয়িতা।" তারপর বলবে-"কৃষ্ণ-কে কোনও যুক্তিতেই জ্ঞানের সাগর, 'গড়-ফাদার' বলা যায় না।" এগুলি এত স্পষ্টভাবে লিখতে হবে, কেউ তা পড়লে যেন সেসব বুদ্ধিতে তার বসে যায়। যদিও সঠিক ধারণায় তা বুঝতে আবার কারও বা দু-তিন বছর সময় লেগে যায়। এদিকে আবার ভগবানকে আসতে হয়, ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দেবার জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা এই (রুদ্র) যজ্ঞ রচেন শিববাবা। বাবা স্বয়ং এসে বি.কে.ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তুল্য করে গড়ে তোলেন। আবার তোমাদের পতনের চক্রে নীচে আসতে হয়। এগুলি খুব সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, সৌভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণই যিনি 'হেভেনলী প্রিন্স' (স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজকুমার), কিন্তু 'হেভেনলী গড়-ফাদার' সে মোটেই নয়। আসলে, সর্বব্যাপী এই জ্ঞান ও ধারণা থেকেই সবকিছু এমন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যিনি তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের রাজস্ব দিলেন, তাকেই তোমরা ভুলে গেলে। এইভাবে প্রতি কল্পেই বাবা বাচ্চাদেরকে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার সঁপে দেন, আর তোমরা বাচ্চারা আবারও সেই বাবাকেই ভুলে যাও। সত্যি, কি বিস্ময়কর লাগে, তাই না! অতএব সারাদিন এই খুশীতেই আনন্দে থাকা উচিত, বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার একান্ত আপন ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) অব্যভিচারী পিতারতা হয়ে থাকতে হবে। স্মরণের যোগকে বাড়িয়ে বুদ্ধিকে পবিত্র বানাতে হবে।
- ২) যুক্তিযুক্ত ভাবে বাবার পরিচয় দেবার বিধি খুঁজে বের করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে 'অল্ক'-কে প্রমাণ (সিদ্ধ) করতে হবে। নিশ্চয় বুদ্ধির হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান :- অমনোযোগিতা মুক্ত হয়ে স্বউল্লিতির যথার্থ চশমা পড়ে উদাহরণ স্বরূপ হও

যে বাচ্চা নিজেকে কেবল বড় মনের দৃষ্টিতেই চেক করে, তার চশমা হয় অমনোযোগিতার। তার দৃষ্টিকোণে কেবল এটাই আসে যে, যতটা করেছি - অনেকটাই। আমি এই-এই আত্মাদের থেকে অনেক ভাল, অল্প-বিস্তর কম তো অনেক নামীদামিদের মধ্যেও থাকে। কিন্তু যে প্রকৃত হৃদয় দিয়ে নিজেকে চেকিং করে, তার চশমা যথার্থ স্বউল্লিতির হবার কারণে, কেবল বাবা আর নিজেকেই দেখে, অন্যেরা কে কি করছে-তার প্রতি নজর যায় না। আমাকে বদলাতে হবে, কেবল এই নেশাতেই থাকে, ফলে সে অন্যের জন্য উদাহরণ স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লোগান :- হদের (জগতের) সর্ব বংশকে শেষ করতে পারলে, তবেই তো বেহদের (অসীমের) রাজ্য-ভাগ্যের নেশা থাকবে।

\*“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী-অভিমানী হলেই তোমরা সেফ (সুরক্ষিত) থাকবে। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে রুহানি সার্ভিস করতে লেগে পড়ো, তাহলে দেহ-অভিমান রূপী শত্রু বিরোধিতা করবে না”\*

\*প্রশ্ন:- মাথায় বিকর্মের বোঝা থাকলে তার লক্ষণ কেমন হবে? সেই বোঝাকে হাল্কা করার পদ্ধতি বল ?\*

\*উত্তর:- যতক্ষণ পর্যন্ত বিকর্মের বোঝা রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানের ধারণা হবে না। এমন সব কর্ম করা রয়েছে, যেগুলো বারবার বাধা দেয়, আগে এগোতে দেয় না। এই বোঝাকে হাল্কা করার জন্য নিদ্রাকে জয় করে নিদ্রাজিৎ হও। রাত্রি জেগে বাবাকে স্মরণ করলে বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে।\*

\*গীত:- মাতা ও মাথা তুমিই বিশ্বের ভাগ্য বিধাতা\* ...

\*ওম্ শান্তি\* এটা আসলে জগৎ অস্বাভাবিক মহিমা। কারণ তিনি হলেন নূতন রচনা। একেবারে নূতন তো কখনো হয় না। পুরাতন থেকে নূতন হয়। মৃত্যুপুরী থেকে অমরপুরীতে যেতে হবে। এটা হল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। হয় মৃত্যুপুরীতে মরে গিয়ে বিনাশ হবে, অথবা জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে (জীবন মুক্তি) অমরপুরীতে যাবে। জগতের মাতা অর্থাৎ যিনি জগৎ রচনা করেছেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, যিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের রচনা করেন। বাবা বলেন, আমি সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করি। আমাকে এই সঙ্গমযুগেই আসতে হয়। প্রতিকল্পের সঙ্গমযুগেই তিনি আসেন। স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে। কেবল মানুষ ভুল করে নামটা পাল্টে দিয়েছে। ওরা যখন সর্বব্যাপী-র জ্ঞান শোনায়, তখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই জ্ঞান কে কবে শুনিয়েছে? এইসব কথা কোথায় লেখা আছে? আচ্ছা, গীতার ভগবান কে? তিনি কি এইরকম কথা বলেন? কিন্তু কৃষ্ণ তো দেহধারী। তার পক্ষে সর্বব্যাপী হওয়া সম্ভব নয়। যদি কৃষ্ণের নাম বলা না হয়, তবে এইসব কথা বাবার জন্যই বলা হবে। কিন্তু বাবাকে তো উত্তরাধিকার দিতে হবে। তিনি বলেন, আমি সূর্যবংশের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাই। নাহলে তাকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার কে দিয়েছিল? লেখাও আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের রচনা হয়েছিল এবং তারপর তাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়েছিল। যিনি জ্ঞান শোনান, তিনি নিশ্চয়ই বোঝানোর জন্য ছবিও আঁকবেন। এখানে লেখাপড়া করার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু এইসব কথা সহজভাবে বোঝানোর জন্য এইসব ছবি বানানো হয়েছে। এইসব ছবিগুলো দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। তাই জগৎ আশ্চর্য ও অনেক মহিমা। শিবশক্তির কথা তো প্রায়শঃই বলা হয়। শক্তি কার কাছ থেকে পাওয়া যায়? ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার কাছ থেকে। তাঁর মহিমা বলার সময়ে ‘ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি’ কথাটাও বলতে হবে। অথরিটি মানে তিনি সকল শাস্ত্রের জ্ঞান জানেন। তাঁর বোঝানোর অথরিটি রয়েছে। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় এবং বলা হয় যে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার কথা বোঝানো হয়। এটাই হল অথরিটি। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে তিনি সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝান। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে কাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। বলা হয় যে ধর্ম আসলে চারটে। তার মধ্যে মুখ্য ধর্ম একটা, সেটা হল ফাউন্ডেশন। এক্ষেত্রে বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছের উদাহরণ দেওয়া হয়। এর গোড়া নেই। কেবল ডাল-পালার ওপরেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। এইরকম উদাহরণ দেওয়া হয়। দুনিয়াতে তো অনেক গাছ রয়েছে। গাছ তো সত্যযুগেও থাকবে। কিন্তু ওখানে জঙ্গল থাকবে না, বাগান থাকবে। তবে কাজের জিনিসের জন্য জঙ্গলও থাকবে। কারণ কাঠ ইত্যাদি জিনিস তো লাগবেই। জঙ্গলে অনেক পশুপাখি থাকে। কিন্তু ওখানে সবকিছু খুব ভালো ফলদায়ক হয়। ওখানে পশুপাখিরাও হল শোভা। ওরা কোনো নোংরা করে না। এইরকম পশুপাখির সৌন্দর্য তো থাকা উচিত, তাই না? যেহেতু গোটা সৃষ্টিটাই সতোপ্রধান, তাই সেখানে সব জিনিস অবশ্যই সতোপ্রধান হবে। ওটা তো স্বর্গ, তাই না? আসল কথা হল বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যেসব ছবি বানানো হয়, তাতে লেখা হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, বিষ্ণুর দ্বারা পালন... এইসব কথা মানুষ বোঝে না। তাই বলতে হবে বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণই পালন করেন। এই কথাটা বুঝতে পারে। তবে কোটির মধ্যে কয়েকজনই বুঝবে। কিন্তু এতকিছু শুনে, অন্যকে বোঝানোর পরেও অনেকে আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। পুরুষার্থের রূম অনুসারে সবাই নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত করে। কোথাও না কোথাও এইসব কথা লেখা আছে। ‘ভগবানুবাচ’ - শব্দটা একদম ঠিকঠাক। ভগবানের বায়োগ্রাফি বদলে গেলে তো সব শাস্ত্রই ভুল হয়ে যাবে। দেখা যায় যে বাবা প্রতিদিন নূতন নূতন পয়েন্ট বোঝাচ্ছেন। আগে তো এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, মনুষ্যসৃষ্টির বীজরূপ। সেই চৈতন্য বীজে কোন জ্ঞান থাকবে? নিশ্চয়ই বৃক্ষের জ্ঞান থাকবে। তাই বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান দেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নামটাও খুব সুন্দর। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক কুমার কুমারী আছে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার ব্যাপার নেই। এদের সবাইকে রচনা করা হয়। তোমরা সবাই মাতা-পিতা অথবা

মাম্মা-বাবা বলে থাকো। জগৎ অম্বা সরস্বতী আসলে ব্রহ্মার কন্যা। বাস্তবে এরা সবাই বি.কে.। আগের কল্পেও ব্রহ্মার দ্বারা রচনা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এই কল্পেও ব্রহ্মার দ্বারা-ই রচনা হবে। বাবা এসেই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বোঝান। তাই তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকবে। এই চৈতন্য মনুষ্য সৃষ্টি হল তাঁর রচনা। বাবা রাজযোগও শেখান। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদেরকে বোঝাচ্ছেন। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। শোনার সময়ে তো সবাই খুশি হয় কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার জন্য ধারণ হয় না। এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলে যায়। অনেক রকমের দেহ-অভিমান থাকে। তাই অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাবা বলছেন, নিদ্রাকে জয় করো। রাত জেগে স্মরণ করতে হবে। কারণ তোমাদের মাথার ওপরে অনেক বিকর্মের বোঝা রয়েছে। এইগুলোর জন্যেই জ্ঞান ধারণ হয় না। এমন সব কর্ম করা আছে, যার জন্য দেহী-অভিমानी হতে পারে না। কেবল মিথ্যা গল্প শোনায়। এইরকম মিথ্যা গল্পের চার্ট লিখে পাঠায় যে আমি ৭৫ পার্সেন্ট সময় স্মরণে থাকি। \*কিন্তু বাবা বলছেন, এটা অসম্ভব।\* যিনি সবার থেকে আগে রয়েছেন, তিনি নিজে বলছেন যে যতই স্মরণ করার চেষ্টা করি না কেন, মায়া তবুও ভুলিয়ে দেয়। সত্যিকারের চার্ট লিখতে হবে। যে ফলো করে না, সে চার্ট পাঠায় না। এটা পুরুষার্থের সময়। জ্ঞান ধারণ করা কোনো মুখের কথা নয়। এক্ষেত্রে ক্লান্ত হওয়া যাবে না। কারোর বুঝতে একটু সময় লাগে। আজ না বুঝলেও কালকে ঠিক বুঝতে পারবে। বাবা তো বলেই দিয়েছেন যে যারা দেবী দেবতা ধর্মের ছিল কিন্তু অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই আসবে। একদিন আফ্রিকাতেও কনফারেন্স হবে। সবাই এই ভারতভূমিতে আসবে। ওরা আগে কখনো আসত না। এখন অনেক বড় বড় ব্যক্তির আসে। জার্মানির প্রিন্স ইত্যাদি ব্যক্তির কখনো বাইরে বেরোতেন না। নেপালের রাজা তো কোনোদিন রেলগাড়ি দেখেননি। নিজের সীমানার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। পোপ কখনো বাইরে বেরোননি। এখন তিনি এসেছেন। সবাই আসবে। কারণ এই ভারত হল সকল ধর্মের মানুষের সবথেকে বড় তীর্থ। তাই অনেক বড় করে এর এডভারটাইজ বেরোবে। তোমাদের উচিত সকল ধর্মের মানুষদেরকে নিমন্ত্রণ করে বোঝানো। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে, এই জ্ঞান সে-ই বুঝবে যে দেবী-দেবতা ধর্ম থেকে কনভার্ট হয়ে গেছে। যে বুঝবে, সে অবশ্যই শঙ্খধ্বনি করবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তাই আমাদের কাজ হল গীতা শোনানো। খুব সহজ বিষয়। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমাদের অধিকার আছে তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার। সকলের অধিকার আছে নিজের পিওর ঘরে (মুক্তিধামে) যাওয়ার। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকার রয়েছে। সকলেই জীবনমুক্তি পাবে। জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত ভাবে ফেরত যায় এবং তারপর যখন আসবে তখন জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু সবাই তো সত্যযুগে জীবনমুক্তি পাবে না। কেবল দেবী-দেবতারাই সত্যযুগে জীবনমুক্তি পাবে। যারা পরে পরে আসবে, তারা কম সুখ এবং কম দুঃখ পাবে। এটাই হল হিসেব। যে ভারত সবথেকে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই ভারত-ই সবথেকে কাঙাল হয়ে গেছে। বাবা স্বয়ং বলছেন, এই দেবী দেবতা ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী। সবকিছুই পূর্ব-নির্মিত। প্রত্যেকে নিজ নিজ সময়ে নিজের ভূমিকা পালন করবে। হেভেনলি গড ফাদার-ই হেভেন স্থাপন করেন। অন্য কেউ করতে পারবে না। বলা হয়, যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে ভারত হেভেন ছিল। ওখানে তো যীশুখ্রিস্ট থাকবে না। সে তো নিজের সময় অনুসারে আসে। তারপর তাকে পুনরায় নিজের ভূমিকা পালন করতে হয়। এইসব বিষয় বুদ্ধিতে ধারণ হলে তবেই শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। সকলের বুদ্ধি একরকম নয়। শ্রীমৎ অনুসারে চলার সাহস থাকতে হবে। শিববাবা, তুমি ব্রহ্মাবাবা এবং মাম্মার দ্বারা যা খাওয়াবে, যা পরাবে...। তিনি তো ব্রহ্মার দ্বারা-ই সবকিছু করবেন, তাই না? তাই দুইজনে কন্সাইন্ড আছেন। ব্রহ্মার দ্বারা-ই কর্তব্য করবেন। এমন নয় যে দুটো শরীর একসঙ্গে রয়েছে। বাবা কোথাও কোথাও কন্সাইন্ড শরীরও দেখেছেন। কিন্তু দুইজনের সোল তো আলাদা। এনার মধ্যে নলেজফুল বাবা প্রবেশ করেন। সুতরাং তিনি কার দ্বারা নলেজ দেবেন? কৃষ্ণের চিত্র তো আলাদা রয়েছে। এখানে তো ব্রহ্মাকে প্রয়োজন। বাস্তবে তো অনেক ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। এটা নিশ্চয়ই কোনো অন্ধশ্রদ্ধা নয়। ভগবান তাঁর দণ্ডক নেওয়া সন্তানদেরকে শিক্ষা দেন। আগের কল্পে যাদেরকে দণ্ডক নেওয়া হয়েছিল, এখন তাদেরকেই নেওয়া হবে। বাইরে অফিসে গেলে কেউ এইরকম বলবে না যে আমি হলাম বি.কে.। এটা তো গুপ্ত বিষয়। শিববাবার সন্তান তো সকলেই। কিন্তু নূতন সৃষ্টিকেই তো রচনা করা হয়। পুরাতন থেকে নূতন বানানো হয়। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ার জন্য পুরাতন হয়ে যায়। সোনাখাদ পড়লে তখন সেটা আর খাঁটি থেকে না। \*আত্মা যখন এইরকম অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন শরীরও সেইরকম পাওয়া যায়। তাহলে খাঁটি পাওয়া যাবে কিভাবে? অশুদ্ধ জিনিসকে শুদ্ধ-পবিত্র করার জন্য আগুনে দেওয়া হয়। সুতরাং অনেক বড় বিনাশ হবে\*। উৎসবগুলো ভারতের কাহিনী অনুসারেই পালিত হয়। কিন্তু এইগুলো কাদের কাহিনী এবং কোন্ সময়ের কাহিনী সেটা কেউই জানে না। খুব কম জ্ঞান ধারণ করে। হয়তো শেষের দিকে রাজত্ব পাবে, কিন্তু ওতে আর কি লাভ? খুব কম সুখ পাবে। আস্তে আস্তে দুঃখও শুরু হয়ে যাবে। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। \*অনেক নূতন বাচ্চাই খুব দ্রুত এগিয়ে গেছে। কিন্তু অনেক পুরাতন বাচ্চা অ্যাটেনশন দেয় না। অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে\*। যে সার্ভিস করবে, সে-ই বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। বলা হয় বাইরে এক, আর

ভেতরে আরেক। \*বাবা ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেই অন্তর থেকে ভালোবাসেন\*। কেউ হয়তো বাইরে থেকে ভালো কিন্তু ভেতরে খুব খারাপ। কেউ আবার সেবা করে না, অন্ধের লাঠি হয় না। এখন তো জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। অমরলোকে উঁচু পদ পেতে হবে। দেখেই বোঝা যায় যে কে-কে আগের কল্পেও পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেয়েছিল। যত বেশি দেহী-অভিমानी হবে, তত সুরক্ষিত ভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু দেহ-অভিমান হারিয়ে দেয়। বাবা তো বলেন শ্রীমৎ অনুসারে যত বেশি রুহানি সেবায় নিয়োজিত থাকবে, ততই ভালো। ছবি দেখে খুব সহজেই বোঝানো যায়। সবাই হল ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। শিববাবা হলেন বড় বাবা। তিনি পুনরায় নুতন দুনিয়া রচনা করেন। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়ন রয়েছে। শিখ ধর্মাবলম্বীরাও ভগবানের গুনগান করে। গুরু নানকের কথা গুলো খুব সুন্দর। সাহেবের নাম জপ করলেই সুখ অর্থাৎ উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। ওরা মানে যে ঈশ্বর এক ওঁকার। আত্মাকে কাল গ্রাস করে না। আত্মা কেবল ময়লা হয়ে যায়, কিন্তু এর বিনাশ হয় না। তাই অকালমূর্তি বলা হয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমি যেমন অকালমূর্তি, সেইরকম আত্মারাও অবিনাশী। তবে আত্মারা পুনর্জন্ম নেয়। কিন্তু আমি সর্বদা এইরকম থাকি। তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর এবং রূপ-বসন্ত। এইসব কথা আগে ভালো ভাবে বুঝতে হবে, তারপর বোঝাতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। জীবনদান করতে হবে। এরপর কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। তোমরা কালের ওপরে বিজয়ী হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

#### **\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১)\* শ্রীমৎ অনুসারে চলে রুহানি সার্ভিস করতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। শঙ্খধ্বনি অবশ্যই করতে হবে।

\*২)\* দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্য স্মরণের চার্ট রাখতে হবে। রাত্রি জেগে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে করতে ক্লান্ত হওয়া যাবে না।

**\*বরদান:-\*** স্ব-পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হও\*

তোমরা বাচ্চারা স্ব-পরিবর্তন করার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবর্তন করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছ। স্ব-পরিবর্তনই হল বিশ্ব পরিবর্তনের ভিত। স্ব-পরিবর্তন না করলে কোনো আত্মার জন্য যতই পরিশ্রম করো না কেন, সে পরিবর্তন হবে না। কারণ আজকাল কেবল জ্ঞান শুনে কেউ পরিবর্তন হয় না, চোখে দেখলে তবেই হবে। যারা বাধা দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও অনেকে জীবনের পরিবর্তন দেখে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাই কিছু করে দেখানো, পরিবর্তন হয়ে দেখানো - এটাই হল শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হওয়া।

**\*স্লোগান:-\*** সময়, সঞ্চল এবং বাণীর শক্তিকে ওয়েস্ট করার পরিবর্তে বেস্ট করে দাও, তাহলেই শক্তিশালী হয়ে যাবে।\*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সাবধান ( সচেতন ) হয়ে পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হও, এমন ভেবোনা যে , আমার তো শিববাবার সাথে ডায়রেক্ট কানেকশন আছে, এটা বলাও দেহ-অভিমান"

প্রশ্ন : - ভারত অবিনাশী তীর্থস্থান -- কিভাবে ?

উত্তর : - ভারত বাবার বার্থপ্লেস হওয়ার কারণে অবিনাশী খন্ড, এই অবিনাশী খন্ডে সত্য যুগ আর ত্রেতা যুগে চৈতন্য দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে, ঐ সময় ভারতকে শিবালয় বলা হয় । তারপর ভক্তি মার্গে জড় প্রতিমা তৈরি করে পূজা করে, শিবালয় ও অনেক নির্মাণ করে সুতরাং ঐ সময় ও তীর্থস্থান থাকে আর তাই ভারতকে অবিনাশী তীর্থ বলা হয় ।

গীত : - রাতের পথিক, হয়ো না ক্লান্ত .....

ওম্ শান্তি । ও রাতের পথিক ক্লান্ত হয়োনা এই সাবধান বাণী কে করেন ? একথা শিববাবা বলেন । কিছু বাচ্চা এমন ও আছে যারা মনে করে আমাদের তো শিববাবাই আছেন, যাঁর সাথে আমাদের কানেকশন আছে । কিন্তু উনি ও তো ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই শোনাবেন না ! কেউ কেউ ভাবে শিববাবা আমাদের ডায়রেক্ট প্রেরণা দিচ্ছেন । কিন্তু এমন মনে করা ভুল । শিববাবা তো শিক্ষা অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারাই দেবেন । তোমাদের বুঝিয়ে বলছেন যে বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে পড়োনা । হলোই বা তোমাদের সাথে শিববাবার কানেকশন আছে । শিববাবাও বলেন মনমনাভব । ব্রহ্মাও বলেন মনমনাভব । সুতরাং ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরাও বলে মনমনাভব । কিন্তু সতর্ক করে দেবার জন্য মুখের তো প্রয়োজন, তাই না ! কিছু বাচ্চা ভাবে আমাদের তো ওঁনার সাথে কানেকশন আছে। কিন্তু ডায়রেকশন তো ব্রহ্মা দ্বারাই দেবেন, তাই না ! যদি ডায়রেকশন ইত্যাদি ডায়রেক্ট ( সরাসরি ) পাওয়া যায় তবে আর ওঁনার এখানে আসার দরকার কি ? এমন এমন বাচ্চা আছে যাদের এই ভাবনা আসে -- শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলেন সুতরাং আমার দ্বারাও বলতে পারেন । কিন্তু ব্রহ্মা ছাড়া তো কানেকশনই হবেনা । কেউ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের প্রতি রুষ্ট হলে এসব কথা বলতে থাকে । যোগ তো শিববাবার সাথে রাখতেই হবে । বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করতে বাবাকে এই সাবধান বাণী দিতেই হয়। বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা সময় মতো ক্লাসে আসো না, কে বলেন ? শিববাবা আর ব্রহ্মা দাদা দুজনেই বলেন, কেননা দুজনেই একই শরীরে বিরাজ করেন । তাই সাবধান করে অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন । উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা এসে পড়াচ্ছেন । সর্বপ্রথম মহিমা শিববাবারই করতে হবে । ওঁনার মহিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসীম অনন্ত তাঁর মহিমা । ওঁনার মহিমার জন্য অনেক ভালো - ভালো শব্দ আছে কিন্তু বাচ্চারা কখনও কখনও তা ভুলে যায় । বিচার সাগর মন্বন করে শিববাবার সম্পূর্ণ মহিমা লেখা উচিত ।

নতুন মানুষ কাকে বলে ? প্রকৃতপক্ষে হেভেনলি নতুন মানুষ হলো কৃষ্ণ । কিন্তু এই সময় ( সঙ্গমে ) ব্রাহ্মণ চটিরই (শীর্ষ স্থান) গায়ন আছে । বাচ্চাদের রচনা করা হয় এবং তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে নতুন মানুষ বলা হয় তবে তাদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই । সুতরাং এখন নতুন মানুষ কে ? এটাই বোঝার আর বোঝানোর ব্যাপার । ঐ বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি । এই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি শব্দটি বাবার মহিমা লেখার সময় ভুলে যায় । ভারতের মহিমাও করা হয় যে, ভারত অবিনাশী তীর্থ, কিভাবে ? তীর্থ তো ভক্তি মার্গে হয় ।

তবে ভারতকে অবিনাশী তীর্থ কিভাবে বলা যেতে পারে ? অবিনাশী তীর্থ কিভাবে হয় ? সত্য যুগেও কি আমরা একে তীর্থ বলতে পারি ? যদি আমরা অবিনাশী তীর্থ লিখে থাকি তবে কিভাবে? পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে - হ্যাঁ, সত্যযুগ, ত্রেতাতেও এই ভারত তীর্থ ছিল, দ্বাপর - কলি যুগেও তীর্থ । অবিনাশী বলা হয় যখন চার যুগকেই প্রমাণ স্বরূপ বলতে হবে । তীর্থ ইত্যাদি তো শুরু হয় দ্বাপর থেকে । তারপরও কি আমরা লিখতে পারি যে ভারত অবিনাশী তীর্থ ? সত্য, -ত্রেতাতেও তীর্থ, যেখানে চৈতন্য দেবী-দেবতা বাস করত । এখন কলি যুগ হলো জড় তীর্থ । সত্য যুগে হলো চৈতন্য প্রকৃত তীর্থ, যাকে শিবালয় বলা হয় । এসব কথা বাবাই বসে বোঝান । ভারত হলো অবিনাশী খন্ড । বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে । এসব কথা কোনও মানুষই জানেনা । পতিত-পাবন বাবা এখানে আসেন, যাদের পাবন দেবী-দেবতা বানান তারাই ঐ শিবালয়ে থাকে । এখানে তো বদ্রীনাথ, অমরনাথ যেতে হয় । ওখানে ( সত্য যুগে ) ভারতই তীর্থ । এমনও নয় যে ওখানে শিববাবা আছেন । শিববাবা তো এখন আছেন । সমস্ত মহিমা এ সময়ের জন্য । এটা ( ভারত ) শিববাবার বার্থপ্লেস । ব্রহ্মারও বার্থপ্লেস । শঙ্করের বার্থপ্লেস বলা হবে না । ওঁনার তো এখানে আসার দরকারই নেই । বিনাশ অর্থে তাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে । বিষ্ণু আসেন যখন দুই রূপে রাজস্ব করেন, পালন করেন । বিষ্ণুর দুই রূপ যুগল( লক্ষ্মী -নারায়ণ ) অর্থে দেখানো হয়েছে । বিষ্ণু রূপেই তাঁর মূর্তি । উনি তো সত্য যুগে আসেন । সুতরাং আমাদের এক বাবারই মহিমা করতে হবে । উনি ত্রাণকর্তাও । ওরা তো ধর্ম স্থাপকদেরও ত্রাণকর্তা বলে দেয় । ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি যারাই আছে তাদেরও ত্রাণকর্তা বলে ।

ওরা ভাবে যে তারা শান্তি স্থাপন করতে এসেছে । কিন্তু ওরা শান্তি প্রদান করতে পারে না, কাউকে দুঃখ থেকে মুক্তিও দিতে পারে না । ওরা তো ধর্ম স্থাপনা করতে আসে । ওদের পিছনে অনেক ধর্মের মানুষ আসে । এই সেভিয়ার ( ত্রাণকর্তা ) শব্দটি সুন্দর । এই শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত । এই চিত্র যখন বিলেতে প্রত্যক্ষ হবে তখন সব ভাষাতেই তা প্রচার হবে । ওরা ( ক্রাইস্ট ) পোপ ইত্যাদির কত মহিমা করে । প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি কেউ মারা গেলে কত মহিমা করে । যে যত বিখ্যাত মানুষ তার তেমনই মহিমা । কিন্তু এই সময় সবাই এক সমান হয়ে গেছে । ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । সব আত্মারা নিজেদেরকে বাবা বলে পিতাকে অপমান করে । এমন তো লৌকিক বাচ্চারাও বলতে পারেনা যে, আমিই বাবা । তবে হ্যাঁ, সে যখন নিজে কিছু ক্রিয়েশন করবে তখন তার বাবা হতে পারবে । এটা সম্ভবপর । এখানে তো সব আত্মাদের পিতা একজনই । আমরা তাঁর পিতা কখনওই হতে পারব না । ওঁনার বাচ্চা ও বলতে পারিনা । হ্যাঁ, এতো জ্ঞানের রমণ যেখানে আমরা বলতে পারি যে শিববাবা আমাদের সন্তান, উত্তরাধিকারী । এসব কথা কদাচিত্ত অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারবে । শিবকে বালক রূপে উত্তরাধিকারী বানিয়ে তাঁর প্রতি বলিপ্রদত্ত হই। শিববাবার প্রতি বাচ্চারা বলিপ্রদত্ত ( সমর্পন ) হয়। এই স্থান পরিবর্তন ও হয় । বর্ষা প্রদান করার কত মহত্ব রয়েছে। বাবা বলেন দেহ সহ যা কিছু আছে তার সব কিছুরই উত্তরাধিকারী আমাকে বানাও । কিন্তু দেহ-অভিমান ছিল হওয়া মুশকিল । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই দেহ -অভিমান ছিল হবে । দেহী -অভিমानी হওয়া বড়ো পরিশ্রম । আমরা আত্মা অবিনাশী । আমরা নিজেদের শরীর ভেবে বসে আছি । এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করা - এতেই পরিশ্রম রয়েছে । বড়ো থেকে বড়ো রোগের কারণ দেহ -অভিমান । নিজেকে আত্মা মনে করে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে না তার বিকর্ম নাশ হয়না । বাবা বুঝিয়ে বলেন ভালো করে পড়াশোনা করলে নবাব হতে পারবে । শ্রীমৎ-এ চলতে হবে, নয়তো শ্রী শ্রীর অন্তরে স্থান পাওয়া অসম্ভব । অন্তরে স্থান পেলেই সিংহাসনে বসার অধিকার প্রাপ্ত হবে ।

অনেক ক্ষমাশীল হতে হবে । মানুষ বড়ো দুঃখী । দেখলে বিতুবান মনে হবে । দেখ পোপের কত সম্মান । বাবা বলেন আমি কত নিরহঙ্কারী । ওই লোকেরা থোড়াই বলবে আমাকে স্বাগত জানাতে এত খরচ কোর না । বাবা যেখানেই যান প্রথমেই লিখে দেন -- কোনও জাঁকজমক যেন না হয়, স্টেশনেও সবার আসার প্রয়োজন নেই, কেননা আমি হলাম গুপ্ত । কিছুই করার দরকার নেই । কেউ থোড়াই জানে কে ইনি । আরও সবাইকে জানে । শিববাবাকে একদমই জানেনা । সুতরাং গুপ্ত থাকাই শ্রেয় । যত নিরহঙ্কারী হবে ততই ভালো । তোমাদের নলেজই হলো চুপ করে থাকার। বসে শুধু বাবার মহিমা করতে হবে । এ থেকেই বৃদ্ধিতে পারবে বাবা পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান । বাবার থেকেই অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি হয় । এসব বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেনা । তোমরা বলবে শিববাবার কাছ থেকে আমরা নতুন দুনিয়ার বর্ষা গ্রহণ করছি । চিত্র ও আছে । আমরা এই দেবতাদের মতো তৈরি হচ্ছি । শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বর্ষা প্রদান করছেন, সেইজন্য শিববাবার মহিমা করি। এইম - অবজেক্ট একদম ক্লিয়ার । প্রদানকারী উনি । ব্রহ্মা দ্বারা শিক্ষা প্রদান করছেন । চিত্র দিয়ে বোঝাতে হবে । শিবেরও কত চিত্র বানিয়েছে । বাবা এসে পতিত থেকে পাবন বানিয়ে সবাইকে মুক্তি, জীবন-মুক্তিতে নিয়ে যান । চিত্রতেও ক্লিয়ার করে দেখানো হয়েছে, সেইজন্য বাবা জোর দিয়েছেন যে সবাইকে দিতে হবে যাতে তারা অধ্যয়ন করতে পারে । এখান থেকে জিনিস নিয়ে গিয়ে ওখানে ডেকোরেশন করে রাখে । এটা তো খুব ভালো জিনিস । কাপড়ের পর্দা অনেক কাজের । এই চিত্রতেও অনেক কারেকশন হতে থাকে । ট্রাণকর্তা শব্দটিও প্রয়োজনীয় । আর কেউ না ট্রাণকর্তা, না পতিত -পাবন । যদিও পবিত্র আত্মারা আসে, কিন্তু ওরা সবাইকে থোড়াই পবিত্র বানাবে । ওদের ধর্মের আত্মারা নীচের পাটে আসবে । এই পয়েন্ট গুলো সেমিবল বাচ্চা যারা আছে তারাই ধারণ করবে ।

শ্রীমৎ অনুসারে চলেনা, পড়া করেনা তারপর ফেল করে যায়। স্কুলেও ম্যানার্স দেখা হয় যে - এর চালচলন কেমন? দেহ-অভিমান থেকেই সব বিকার আসে । ধারণা কিছুই হয়না । আঙুকারী বাচ্চাদের বাবা ভালোবাসেন । অনেক পুরুষার্থ করতে হবে ।

কাউকে বোঝাতে হলে সর্বপ্রথম বাবার মহিমা করতে হবে । বাবার কাছ থেকে কিভাবে বর্ষা প্রাপ্তি হয় ? বাবার মহিমা সম্পূর্ণ লিখতে হবে । চিত্রকে বদল করা সম্ভব নয় । বাকি শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে লিখতে হবে। বাবার মহিমা আলাদা । বাবার কাছ থেকে কৃষ্ণ বর্ষা গ্রহণ করেছে তাই তাঁর মহিমা ও আলাদা । বাবাকে না জানার কারণে বোঝেনা যে ভারত বড়ো তীর্থক্ষেত্র । এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে ভারত অবিনাশী তীর্থ। এভাবে বসে যদি তোমরা বাচ্চারা বোঝাও তবে মানুষ অবাক হয়ে যাবে । ভারত হীরা তুল্য ছিল তারপর ভারতকে কড়িহীন বানিয়েছে কে ? এসব বোঝানোর জন্য বিচার সাগর মন্বন করা খুব প্রয়োজন । বাবা তো ঝট করে বলে দেন, এতে কারেকশন হওয়া উচিত । বাচ্চারা বলেনা । বাবা তো কারেকশন চান । একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল, সে বৃদ্ধিতে পারেনি কেন মেশিন খারাপ হলো, তখন আরেকজন অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বসে তাকে বোঝায় যে, মেশিনে এটা করলে ঠিক হয়ে যাবে আর সত্যি সত্যি সেই মেশিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর সেই ইঞ্জিনিয়ার খুব খুশি হয়ে বলেছিল, একে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত । তার বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল । বাবা বলেন তোমরা কারেকশন করলে আমিও বাহবা দেব । যেমন জগদীশ, সঞ্জয়(বাবা জগদীশ ভাই এর নাম সঞ্জয় দিয়েছিলেন) আছে কখনও কখনও সুন্দর পয়েন্টস বের করলে বাবাও খুশি হন । বাচ্চাদের সার্ভিসের নেশা থাকা উচিত । মেলা প্রদর্শনী তো হতেই থাকবে । যেখানেই কেউ প্রদর্শনী করবে সেখানে এই প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে । এখানে বুদ্ধির কপাট

খোলা উচিত । সবাইকে সুখ দিতে হবে। স্কুলে নম্বর অনুসারে শিক্ষার্থী তো আছেই । পড়াশোনা না করলে ম্যানার্সও খারাপ হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) কারও প্রতি রুষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । দেহ-অভিমান ছেড়ে নিজের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে । বাবার মতো নিরহঙ্কারী হতে হবে ।

২) ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে। আঙুতাকারী হতে হবে ।

বরদান :- আঙুতাকারী হয়ে বাবার সহযোগ বা আশীর্বাদ অনুভব করতে সমর্থ সফলতা মূর্তি ভব

বাবার আঙুত "এক আমাকেই স্মরণ কর"। এক বাবা-ই আমার সংসার, সেইজন্য অন্তরে এক বাবা ছাড়া আর কিছু যেন সমায়িত না থাকে । এক মত, এক বল, এক ভরসা .... যেখানে এক আছে সেখানে প্রতিটি কার্যে সফলতা আছে । তার জন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে অতিক্রম করা সহজ হয় । আঙুত পালনকারী বাচ্চা বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে আর যে কোনও মুশকিলও সহজ হয়ে যায় ।

স্লোগান :- নতুন ব্রাহ্মণ জীবনের স্মৃতিতে থাকলে কোনও পুরানো সংস্কার ইমার্জ হতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-সহ এই সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে, তাই তোমাদের পুরোনো দুনিয়ার সংবাদ শোনার প্রয়োজন নেই তোমরা বাবা আর অবিনাশী আশীর্বাদকে(বর্সা)স্মরণ কর"

প্রশ্ন :- শ্রীমতের জন্য কোন্ গায়ন রয়েছে ? শ্রীমত অনুসরণকারীদের লক্ষণ কি হবে ?

উত্তর :- শ্রীমতের জন্য গায়ন রয়েছে - যা থাওয়াবে, যা পরাবে, যেখানে বসাবে..... তাই করব। শ্রীমত অনুসারে চলা বাচ্চারা বাবার প্রতিটি আঙ্গা পালন করে। তাদের দ্বারা সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্মই হয়। তাদের ঠিক আর ভুল বোঝার ক্ষমতা আছে।

গীত :- বনমালী(বনওয়ারী) রে বাঁচার আশা(সাহারা) তোর নাম রে, দুনিয়ার মানুষের সাথে আমার কি কাম রে

ওম শান্তি। এই গান কার? বাচ্চাদের। কোনো গান এমনও হয় যেখানে বাবা বাচ্চাদের বোঝান, কিন্তু এই গানে বাচ্চারা বলে যে বাবা, এখন তো আমরা বুঝেছি, কিন্তু দুনিয়া এ কথা জানে না যে কেমন করে এই দুনিয়া মিথ্যা, এই বন্ধন মিথ্যা। এখানে সবাই দুঃখী তাই তো ঈশ্বরকে স্মরণ করে। সত্যযুগে তো ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের কোনো কথাই নেই। এখানে দুঃখ আছে তাই আত্মাদের স্মরণে থাকে কিন্তু ড্রামা অনুসারে বাবা তখনই মিলিত হন যখন তিনি স্বয়ং আসেন। বাকী আর যা কিছু পুরুষার্থ করে তা সবই ব্যর্থ কারণ ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করে, ঈশ্বরের পথের দিশা ভুল দেখায়। যদি বলে যে ঈশ্বর আর তাঁর রচনার আদি, মধ্য, অন্ত-কে আমরা জানি না তো তাদের এ কথা বলা সত্য। পূর্বে ঋষি, মুনি ইত্যাদিরা সত্য বলতো, সেইসময় দুনিয়া মিথ্যা এ কথা বলা যাবে না। মিথ্যা দুনিয়া নরক, কলিযুগের অন্তকে বলা হয়। সঙ্গমেই বলা হবে - এটা হলো নরক আর ওটা হলো স্বর্গ। এমন নয় যে দ্বাপর-কে নরক বলা হয়। সেইসময় তবুও রজোপ্রধান বুদ্ধি ছিল। এখন তো সব তমোপ্রধান। তাই হেল(নরক) আর হেভেন(স্বর্গ) সঙ্গমেই লেখা হবে। আজ হেল তো কাল হেভেন হবে। একথাও বাবা এসেই বোঝান, দুনিয়া জানে না যে এই সময়ই হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। সবাই নিজের নিজের হিসাব-কিতাব চুক্ত করে শেষে সতোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় সতো, রজো,তমো-তে আসতেই হয়। যাদের এক-দুই জন্মের পার্ট থাকে তারাও সতো, রজো,তমো-তে আসে। তাদের পার্টই কম থাকে। একথা বুঝতে হলে অনেক বড় সমঝদার হতে হবে। দুনিয়ায় তো অনেক মতের মানুষ আছে। সবাই তো আর একই মতের হয় না। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ধর্ম রয়েছে। নিজের নিজের মত রয়েছে। বাবার অক্যুপেশন আলাদা। প্রত্যেক আত্মারই আলাদা। ধর্মও আলাদা। তাই তাদের বোঝানোর রীতিও আলাদা হওয়া উচিত। নাম, রূপ, দেশ, কাল, সকলেরই আলাদা। দেখা যায় যে এই ধর্ম এই ব্যক্তির। হিন্দু ধর্ম তো সকলেই বলে কিন্তু তারমধ্যেও সবাই ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কেউ আর্য-সমাজের, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ ব্রহ্ম-সমাজের। সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারাই রয়েছে তারা সবাই হিন্দুধর্মকে মান্য করে। আমরা লিখি যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ ধর্মের অথবা দেবতা ধর্মের তাও তারা হিন্দু-ধর্মে ফেলে দেয় কারণ আর কোনো সেকশন তো তাদের কাছে নেই। তাই তাদের ফর্ম আলাদা- আলাদা হলে জানা যাবে। আর অন্য কোন ধর্মের মানুষেরা তো এই কথাগুলোকে মান্যতা দেবে না। তাই আবার তাদের একত্রিত করে বোঝানো কঠিন। তারা মনে করে

যে এরা তো নিজের ধর্মের মহিমা করে। এর মধ্যেও দ্বিমত রয়েছে। যে বাচ্চারা বোঝায় তারাও নস্বরের ক্রমানুসারেই হয়। সবাই তো এক সমান হয় না তাই মহারথীদের ডাকতে হয়।

বাবা বোঝান - আমাকে স্মরণ কর, আমার শ্রীমতে চলো। এতে প্রেরণা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। যদি প্রেরণার দ্বারাই কার্য সম্পন্ন হয়ে যায় তবে তো বাবার আসার প্রয়োজনই হয় না। শিববাবা তো এখানেই রয়েছে। তাহলে তাদের প্রেরণার কি প্রয়োজন। এখানে তো শুধু বাবার মতানুসারেই চলতে হয়। প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। কোনো-কোনো সন্দেশী সন্দেশ(খবর) নিয়ে আসে, তাতেও অনেক মিশ্র হয়ে যায়। সন্দেশীরাও তো সব একইরকমের হয় না। মায়ার অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে। তাই অন্য সন্দেশীর দ্বারা যাচাই করানো হয়। কেউ কেউ তো বলে যে আমার মধ্যেই বাবা আসে, মাম্মা আসে তখন নিজের আলাদা সেন্টার খুলে বসে। মায়ার প্রবেশ ঘটে। এ অনেক বোঝার মতো বিষয়। বাচ্চাদের অনেক সমঝদার(সেম্ভিবেল) হওয়া উচিত। যারা সার্ভিসেবল(সেবাধারী) বাচ্চা, একমাত্র তারাই এই কথা বুঝতে পারবে। যারা শ্রীমতে চলে না, তারা এই কথা বুঝতেই পারবে না। শ্রীমতের জন্য গায়ন আছে যে - তুমি যা খাওয়াবে, যা পরাবে, যেখানে বসাবে, তাই করব। এমনও আছে যারা বাবার মতেই চলে, আবার কেউ অন্যের মতের প্রভাবেও এসে যায়। কোনো জিনিস না পেলে, কোনো কথা পছন্দ না হলে ঝট করে বিগড়ে যায়। সব বাচ্চারা একইরকমের সুপুত্র খোড়াই হতে পারে। দুনিয়ায় তো অনেক মতাবলম্বী মানুষ রয়েছে। অজামিলের মতো পাপাত্মা, গণিকারাও(বেশ্যা) অনেক রয়েছে। এটাও বোঝাতে হয় যে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা ভুল। সর্বব্যাপী তো পাঁচ বিকার, তাই বাবা বলেন, এ হলো আসুরী দুনিয়া। সত্যযুগে পাঁচ বিকার হয় না। তারা বলে শাস্ত্রতে তো একথা এভাবেই রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র তো সব মানুষেরই তৈরী করা। তাহলে উঁচু কে মানুষ না শাস্ত্র ? অবশ্যই যে শোনায়ে সেই উঁচু, তাই না ! লেখে তো লোকেরা, ব্যাসদেব লিখেছিল, সেও তো মানুষই ছিল, তাই না। একথা তো নিরাকার বাবা বসে বোঝান। ধর্ম-স্থাপকেরা যা এসে শুনিচ্ছে সেটাই আবার পরে শাস্ত্র হয়ে যায়। যেমন গুরুনানকও ওঁনার মহিমা কীর্তন করেছিলেন - সকলের পিতা হলেন ওই একজন। বাবা বলেন - যাও, গিয়ে ধর্ম স্থাপন কর। এই বেহদের পিতা বলেন, আমাকে তো কেউ পাঠায় না। আমাকে ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর বলা যাবে না। আমি তো আসি বাচ্চাদের সুখ-শান্তি দিতে। আমাকে কেউ বলেনি, আমি স্বয়ং মালিক। এমনও আছে যারা মালিককে মানে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তোমরা মালিকের অর্থ বোঝো কি। তিনি হলেন মালিক, আমরা হলাম ওঁনার বাচ্চা, তাই অবশ্যই আশীর্বাদ(বর্সা) পাওয়া উচিত। বাচ্চারা বলে - আমাদের বাবা। তাই সম্পত্তির মালিক তোমরাই। "আমার বাবা" বাচ্চারাই বলবে। বাবা আমার, তাই বাবার সম্পত্তি-ও আমার। এখন আমরা কি বলি? আমাদের শিববাবা। বাবাও বলবে এরা হলো আমার সন্তান। বাবার থেকে বাচ্চারা বর্সা (আশীর্বাদ) পায়। বাবার কাছে প্রপাটি থাকে। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ভারতবাসীরাও প্রপাটি কার কাছ থেকে পায় ? শিববাবার থেকে। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব-জয়ন্তীর পর আবার কৃষ্ণ-জয়ন্তী তারপর আবার রাম-জয়ন্তী। ব্যস, মাম্মা-বাবার জয়ন্তী বা জগদম্বার জয়ন্তী-র তো কেউ গায়ন করে না। শিব-জয়ন্তীর পর আবার রাধা-কৃষ্ণের জয়ন্তী আবার রাম-সীতার জয়ন্তী।

যখন শিববাবা আসেন তখনই শূদ্র-রাজ্যের বিনাশ হয়। এই রহস্যও কেউ বোঝে না। বাবা বসে বোঝান। তিনি অবশ্যই আসেন। বাবাকে কেন ডাকা হয়? শ্রীকৃষ্ণ-পুরী স্থাপন করার জন্য। তোমরা

জানো যে শিব-জয়ন্তী অবশ্যই হয়। শিববাবা নলেজ দিচ্ছেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। শিব-জয়ন্তী হলো সর্বাপেক্ষা বড় জয়ন্তী। তারপর হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। আর এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো মনুষ্য সৃষ্টি-তে আছেন। রচনায় আবার মুখ্য হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাহলে শিব হলেন মাতা-পিতা, আবার মাতা-পিতা ব্রহ্মা-জগদম্বাও এসে যায়। এ হলো বোঝার ও ধারণ করার মতো বিষয়। সর্ব প্রথমে বোঝানো হয় - বাবা পরমপিতা পরমাত্মা আসেন পতিতদের পবিত্র(পাবন) বানাতে। তিনিই যদি নাম, রূপ থেকে দূরে(আলাদা) থাকেন তবে তাঁর জয়ন্তী কেমন করে হতে পারে। গড়-কে ফাদার বলা হয়। ফাদার-কে তো সবাই মান্যতা দেয়। নিরাকার তো হলো আত্মা আর পরমাত্মা। আত্মারা সাকারী শরীর পায়, এ হলো অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয়। যারা শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পড়েনি, তাদের কাছে এ হলো আরও সহজ। আত্মাদের পিতা হলেন তিনি, পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন। স্বর্গে হয় রাজত্ব, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সঙ্গমে আসতে হয়। সত্যযুগে তো আসতে পারবে না। ওখানে হলো প্রালঙ্ক, ২১ জন্মের আশীর্বাদ সঙ্গমেই প্রাপ্ত করে। এই সঙ্গমযুগ হলো ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ হলো শিখা(টিকি), তারপর দেবতাদের যুগ। প্রত্যেক যুগ ১২৫০ বর্ষের হয়। এখনই তিন ধর্মের স্থাপনা হয় - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ। কারণ এরপর আধাকল্প কোনো ধর্মই থাকে না। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়রা পূজ্য ছিল তারপর আবার পূজারী হয়ে যায়। ওই ব্রাহ্মণ তো অনেক প্রকারের হয়।

এখন তোমরা ভাল কর্ম করছ যার ফলে পুনরায় সত্যযুগে এর প্রালঙ্ক পাবে। বাবা ভালো কর্ম শেখান। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমত অনুসারে যেমন কর্ম করব, অন্যদের নিজের সমান বানাবো তেমনই তার প্রালঙ্ক পাবে। এখন সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। পঞ্চায়েতী রাজ্য, অনেকের পঞ্চ(গ্রুপ) হয় আবার ৫ সদস্যের-ও পঞ্চ হয়। এখানে তো সব অনেক পঞ্চের(গ্রুপের) হয়। তাও আজ আছে তো কাল নেই। আজ মন্ত্রী তো কাল গদি থেকে নামিয়ে দেয়। এগ্রিমেন্ট করে আবার বাতিল(ক্যান্সেল) করে দেয়। এ হলো অল্প কালের ঋণভঙ্গুর রাজ্য। কাউকে নামিয়ে দিতে দেবী করে না। কত বড় দুনিয়া। সংবাদপত্র থেকে কিছু না কিছু জানাই যায়। এতো সব সংবাদপত্র তো কেউ পড়তে পারে না। আমাদের এই দুনিয়ার খবরের কোনো প্রয়োজনই নেই। এটা তো জানো যে দেহ-সহ এই দুনিয়ার সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। মৃত্যুর পরে সব সাক্ষাৎকার হবে। আত্মা আবার শরীর ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই সময়ও হিসাব-পত্র ভোগ করতে পারে। সবই সাক্ষাৎকার হয়। ভিতরে ভিতরে সাক্ষাৎকার করে, কর্মভোগ ভোগে, অত্যন্ত অনুশোচনা হয় যে আমরা অকারণে এমন করেছি। অনুতপ্ত হয়, তাই না ! যদি কেউ জেল-বার্ড(বারে বারে জেল - এ যায় আর বেরোয়) হয় তাহলে সে বলে যে, জেলে ভোজন তো পাওয়া যাবে অর্থাৎ যেন শুধু ভোজন করাই কাজ, তারা মান-সন্মানের কোনো পরোয়াই করে না। তোমাদের তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা আছেন, তাই বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। আবার এমনও নয় যে তিনি কাউকে দুঃখ দেবেন। তিনি হলেনই সুখ-দাতা। আন্তোকারী বাচ্চারা তো বলে, বাবা তুমি যা ডায়রেকশন দেবে। তোমার সাথেই বসবো... একথা শিববাবার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। ভগীরথ বা নন্দীগণ নাম বিখ্যাত। লিখিত আছে যে, মাতাদের মস্তকে কলস(জ্ঞান) রাখা হয়েছে, তাই না। ওরা আবার গরুকে দেখায়। কি কি কথা(গল্প) বানিয়ে দিয়েছে।

এই দুনিয়ায় তো কেউ এভারহেল্ডি(সদা সুস্থ) হতে পারে না। অনেক প্রকারের রোগ আছে। ওখানে কোনো রোগ নেই। না কখনো অকালমৃত্যু হয়। সঠিক সময়েই সাক্ষাৎকার হয়। বৃদ্ধরা তো খুশি হয়। যখন বৃদ্ধ হয় তখন খুশি মনে শরীর ছাড়ে। সাক্ষাৎকার হয় যে আমি গিয়ে বাচ্চা হবো। এখন তোমাদের যুবাদেরও এই খুশি রয়েছে যে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। বাচ্চা হোক বা যুবা, মরতে তো সকলকেই হবে। তাই সবার এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। অবশ্যই তখনই হবে যখন সার্ভিস করবে। খুশি হওয়া উচিত - এখন আমরা পুরোনো শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যাবো, বাবা পুনরায় আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। সার্ভিস করতে হবে। বাচ্চারা গান শুনেছে। বংশীধারী কৃষ্ণ তো নেই। মুরলী তো অনেকের কাছেই থাকে। খুব ভালোও বাজায়। এতে তো কোনো মুরলীর কথা নেই। তোমরা তো বল যে শ্রীমত তো একমাত্র বাবাই দেয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো এই নলেজ ছিল না। এই সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান তাঁর কাছে ছিলই না। তিনি(শ্রীকৃষ্ণ) রাজযোগ শেখাননি। তিনি তো রাজযোগ শিখেছেন বাবার কাছে। কত বড়(গূহ্য) কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ বাচ্চা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না আর এতে আবার শ্রীমতে চলারও কথা রয়েছে। নিজের মতে চললে খোড়াই উচ্চ পদ পাবে। বাবাকে যে জানে, সে বাবার পরিচয় অন্যদেরকেও দেবে। বাবা আর রচনার পরিচয় দিতে হবে। যদি কাউকে বাবার পরিচয় না দেয় অর্থাৎ স্বয়ং সে নিজেই জানেনা। নিজের মধ্যে যদি এই নেশা থাকে তাহলে অন্যদেরও নেশা ধরাতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১ ) সদা শ্রীমতে থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। অন্যের মতের প্রভাবে যেন না আসা হয়। সুপুত্র হয়ে প্রতিটি আঙ্গা পালন করতে হবে। যে কথা বোধগম্য হবে না তা অবশ্যই যাচাই(ভেরিফাই) করিয়ে নিতে হবে।

২ ) সর্বদা এই নেশা বা খুশিতে থাকতে হবে যে আমরা এই পুরোনো শরীর ছেড়ে প্রিন্স হবো। ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত হয়ে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

বরদান :- সদা নিজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায়(শান) থেকে উদ্বিগ্নতাকে সমাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

ব্যাখা :- সর্বদা এই বরদান যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম নিজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় থাকা, অন্যদেরও উদ্বিগ্নতা সমাপ্ত করা মাস্টার সর্বশক্তিমান। দুর্বল নয়। শ্রেষ্ঠ মর্যাদার সিংহাসনে বিরাজমান (তখতনসীন)। যারা অকাল তখতনসীন [অকাল(যাকে কাল খেতে পারে না) সিংহাসনে বিরাজমান], তারা স্বপ্নেও কখনো উদ্বিগ্ন বা ব্যাকুল হতে পারে না। কেউ যতই বিরক্ত করুক কিন্তু তারা সর্বদা শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় থাকে।

স্লোগান :- সদা আপন স্বমানে থাকলে তবেই সকলের সম্মান প্রাপ্ত করতে পারবে।



**"এক'এর হিসেব"**

আজ সকল সহজযোগী এবং সদা সহযোগী বাচ্চাদের দেখে বাবা পুলকিত । চতুর্দিক থেকে আসা বাবার বাচ্চাদের এক বল, এক ভরসা , তারা এক গ্রীমৎ অনুসরণ ক'রে একরস স্থিতিতে স্থিত , একের মহিমা করে, একেরই সাথে সর্ব সস্বন্ধের দায়িত্ব পালন করে, সদা একের সাথে থাকে, একই ঈশ্বরীয় পরিবারের এক লক্ষ্য এক যোগ্যতা , সকলকে একই শুভ এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনার সাথে দেখে, সবাইকে একই শ্রেষ্ঠ ও শুভ কামনার সাথে সদা উঁচুতে উড়তে সমর্থ বানায়, তারা একই দুনিয়ার এবং এই একই দুনিয়ায় সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করে, চোখ খোলার সাথে সাথেই তারা শুধু দেখে এক বাবা । প্রতিটা কর্ম করাকালীন তাদের সাথী এক বাবা । যখন দিন সমাপ্ত হয়ে আসে এবং তাদের কর্মযোগ ও সেবাকার্যের সমাপ্তি ঘটে, তারা একের অনুরাগে লাভলীন হয়ে যায় অর্থাৎ একের স্নেহক্রোড়ে (স্নেহের কোলে) নিমজ্জিত হয় । দিবারাত্র একের সাথে দিনচর্যা অতিবাহিত করে । সেবার সস্বন্ধে বা পরিবারের সস্বন্ধে এলেও, অনেককে দেখেও তারা শুধু এক দেখে । এক বাবার এটা ফ্যামিলি, এক বাবা তাদের সেবার নিমিত্ত বানিয়েছেন । এইভাবে অনেক সম্পর্ক সস্বন্ধে এলেও তারা অনেকের মধ্যে এক'কে দেখে । এই ব্রাহ্মণ জীবনে, হিরো পার্ট প্লে করার জীবনে, পাস উইথ অনার হওয়ার জীবনে তোমাদের একটা জিনিস শিখতে হবে, সেটা কি ? একের হিসেব । ব্যস্ ! শুধু এটাই সব ! যখন তোমরা এক'কে জেনে যাও, তো তোমরা সবকিছু জেনে যাও । সবকিছু পেয়ে যাও । এক লিখতে, এক শিখতে, এক স্মরণ করতে সবচেয়ে সহজ ও সরল ।

ভারতে প্রবাদ আছে, 'তিন-চার রকম কথা' বলোনা, শুধু এক কথা বোলো" । তিন-চার রকম কথা হলে মুশকিল হয়, একের স্মরণ এবং এক'কে জানা অতি সহজ । তাহলে এখানে তোমরা কি শেখো ? তোমরা একের পার্থ শেখো । একের মধ্যেই কোটি কোটি ডুবে আছে । এইজন্য বাপদাদা একের সহজ রাস্তা তোমাদের দেখিয়ে দেন । একের মহত্ব জানো আর মহান হও । সমস্ত বিস্তার একের মধ্যে সমাহিত । এতেই সব জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত । ডবল ফরেনার্স তো এক'কে ভালোভাবে জেনে গেছ, তাই না ! আচ্ছা - আজ বাবা এসেছেন শুধু তোমরা সব বাচ্চাদের রিগার্ড দেওয়ার জন্যে । তোমাদের স্বাগত জানাতে বাবা তোমাদের একের হিসেব বলে দিয়েছেন ।

আজ, বাপদাদা শুধু তোমাদের সবার সাথে মিলিত হতে এসেছেন । তবুও হারানিধি বাচ্চারা, যারা আজ বা কাল এসেছে তাদের নিমিত্তে বাবা কিছু না কিছু শুনিয়েছেন । বাপদাদা জানেন, স্নেহের কারণে কতো মেহনত করে তোমরা এখানে আসার উপায় জুটাতে পারো ! তোমাদের মেহনতের জন্যে, বাবার পদমণ্ডল স্নেহ তোমরা সব বাচ্চাদের সাথে থাকে, এইজন্য বাবাও স্নেহ আর গোন্ডেন ভাস্করের সাথে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন । আচ্ছা -

যারা স্নেহে লাভলীন, গভীর ভালোবাসায় ডুবে থাকে, সেই অনুরাগী (মনমিত) বাচ্চাদের, যারা সদা এক বাবার গীত গায়, যারা সদা ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করে, সেই সকল সাথী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার রুহ-রিহান 03/03/84 :

"ডবল বিদেশি" অর্থাৎ যারা সদা স্বদেশ, সুইট হোমের অনুভব করে। তোমরা সদা সেই স্বদেশভূমি সুইট হোমের অধিবাসী, পরদেশে, পররাজ্যে স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মিক রাজ্য এবং সুখের রাজ্য স্থাপন করতে গুপ্তরূপে প্রকৃতির আধার নিয়ে পার্ট প্লে করতে এসেছো। তোমরা স্বরাজ্য অধিবাসী, পার্ট প্লে করছো পরদেশে। এই দেশ প্রকৃতির। স্ব-দেশ আত্মার দেশ। প্রকৃতি এখন মায়ার বশে, মায়ার রাজ্য, এইজন্য পরদেশ হয়ে গেছে। যখন তোমরা মায়াজিৎ হয়ে যাও, এই প্রকৃতিই তখন তোমাদের সুখময় সেবাধারী হয়ে যায়। তোমরা মায়াজিৎ, প্রকৃতিজিৎ হলে এটা তোমাদের সুখের রাজ্য, সতঃপ্রধান রাজ্য স্বর্ণালী দুনিয়ায় পর্যবসিত হবে। স্পষ্টভাবে এই স্মৃতি আসে তোমাদের ? শুধু সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের বস্ত্র বদল করতে হবে, পুরানো ছেড়ে নতুন বস্ত্র ধারণ করতে হবে। এতে আর কতো সময়ই বা লাগবে ! ফরিস্তা থেকে দেবতা হওয়ায় শুধু বস্ত্র বদল করতে যেটুকু দেরি লাগবে ! তোমরা ভায়া সুইট হোমও করবে, কিন্তু অল্পে তোমাদের স্মৃতি থাকবে যে তোমরা এখন ফরিস্তা থেকে দেবতা হচ্ছে। দৈবীয় শরীরের, দৈবীয় জীবনের, দেবতাদের দুনিয়ার, সতঃপ্রধান প্রকৃতির সময়ের স্মৃতি থাকে তোমাদের ? বহুবারের রাজ্যের এবং দৈবী জীবনের সংস্কার যা তোমাদের মধ্যে ভরা আছে, তা ইমার্জ হয় ? কারণ, যতক্ষণ না পর্যন্ত যারা দেবতা হচ্ছে, তাদের মধ্যে দেবতাদের সংস্কার ইমার্জ হচ্ছে ততক্ষণ সাকাররূপে স্বর্ণালী দুনিয়া কিভাবে ইমার্জ হবে ! তোমাদের ইমার্জ হওয়া সঙ্কল্পের দ্বারা দৈবী সৃষ্টি এই ভূমিতে প্রত্যক্ষ হবে। সঙ্কল্প নিজে থেকেই ইমার্জ হয় নাকি মনে করছো এখনও অনেক সময় বাকি আছে ? তোমাদের দৈবী শরীর তোমরা সব দেব আত্মাদের আহ্বান করছে। নিজেদের দৈবী শরীর দেখতে পাচ্ছ তোমরা ? কখন ধারণ করবে ? পুরানো শরীরের সাথে মন জুড়ে নেই তো ? পুরানো টাইট বস্ত্র তোমরা পরে নেই, তাই না ? এখনও পুরানো শরীর, পুরানো বস্ত্র পরে আছে তোমরা, যা সময়কালে সেকেন্ডে ছাড়তে পারবে না। নির্বন্ধন হওয়া অর্থাৎ লুজ বস্ত্র পরিধান করা। তাহলে তোমরা ডবল বিদেশিরা কি পছন্দ করবে, লুজ নাকি টাইট ? টাইট পছন্দ করছো না তো ? কোনো বন্ধন নেই, তাই না !

তোমরা নিজেরা এভাররেডি আছো ? সময়কে আলাদাভাবে রাখো, সময়ের দিকে দেখোনা। এখন এটাই ঘটাব আছে, এটাই ঘটবে - সময় জানে বাবা জানে। সেবা জানে বাবা জানে। স্ব সেবায় সন্তুষ্ট তোমরা ? বিশ্ব সেবা সরিয়ে নিজেকে দেখ ! স্ব স্থিতিতে, নিজের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজের সাথে সন্তুষ্ট তোমরা ? নিজের রাজধানী ঠিকমতো চালাতে সমর্থ তোমরা ? এই সমস্ত কর্মচারী, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী সবাই তোমার নিয়ন্ত্রণে আছে ? কোনরকম অধীনতা নেই তো ! কখনো তোমার নিজেরই মন্ত্রী, মহামন্ত্রী ভুলপথে চালিত করে না তো ? কখনো কখনো তোমার নিজের কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে গোপনে মায়ার সাথী হয়ে যায় না তো, হয় কি ? তোমাদের নিজেদের রাজ্যে তোমরা সব রাজাদের রুলিং পাওয়ার এবং কন্ট্রোলিং পাওয়ার যথার্থরূপে কাজ করছে ? এমন নয় তো যে অর্ডার করলে শুভ সঙ্কল্প আসার, আর চলে এলো ব্যর্থ সঙ্কল্প ! অর্ডার করলে সহনশীলতার গুণকে, আর আসলো অস্থিরতার অপগুণ ! হে নৃপতিবর্গ ! সকল শক্তি, সকল গুণ তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ? এরাই তো তোমাদের রাজ্যের সাথী। সুতরাং সবাই তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে, তাই না ! যখন রাজারা অর্ডার করে, সবাই সেকেন্ডে জী হজুর বলে সেলাম করে ; এইরকম রুলিং পাওয়ার এবং কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে তোমাদের ? এতে তোমরা এভাররেডি আছো ? স্ব-এর দুর্বলতা, স্ব-বন্ধন ভুলপথে তোমাদের চালিত করবেনা তো ?

আজ বাপদাদা তোমরা সব স্বরাজ্য অধিকারীদের কাছে স্ব রাজ্যের হিত সাধনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। এখানে সবাই তোমরা রাজা-রাজরা-রা বসে আছো, তাই না ? তোমরা কেউ প্রজা নও তো ? কারও অধীন অর্থাৎ প্রজা, অধিকারী অর্থাৎ রাজা। তাহলে, তোমরা কে ? তোমরা রাজযোগী নাকি প্রজাযোগী ? রাজবর্গের দরবার বসেছে, তাই না ? সত্যযুগের রাজসভায় তো তোমরা সবকিছু ভুলে যাবে, পরস্পরকে চিনতে পারবে না যে তোমরা সেই একই সঙ্গমযুগী আত্মা। এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে পরস্পরকে জানো, দেখ। এখন এই রাজ দরবার সত্যযুগের থেকেও শ্রেষ্ঠ। এমন রাজ দরবার শুধু সঙ্গমযুগেই বসে। সুতরাং সবার রাজ্যের হাল-হকিকত ঠিক আছে, তাই না ? উঁচু স্বরে তোমরা বলোনি যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

বাপদাদারও এই রাজসভা ভালো লাগে। তবুও রোজ নিজেকে চেক করতে হবে, রোজ নিজের রাজদরবার বসিয়ে দেখ, যদি কোনও কর্মচারী সামান্যও অসাবধান হয়, তবে কি করবে ? তাকে ছেড়ে দেবে ? সবাই তোমরা শুরুর চরিত্র অর্থাৎ দৈবী কার্যকলাপ শুনেছো, তাই না ! যদি কোনো ছোট বাচ্চা দুটুমি করে তো তাকে কি শাস্তি দেওয়া হতো ? তার আহালাদী বন্ধ করে দেওয়া বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা, এটা কমন ব্যাপার কিন্তু একান্তে তাকে অনেক ঘন্টা বসে থাকার সাজা দেওয়া হতো। বাচ্চা তো ! বাচ্চারা তো একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না ! সুতরাং একই স্থানে স্থির হয়ে চার-পাঁচ ঘন্টা বসে থাকা তার পক্ষে কতবড় সাজা ! সুতরাং তারা এইরকমই রয়্যাল সাজা দিতো। অতএব, এখানেও কোনও কর্মেন্দ্রিয় অমঙ্গলসূচক কিছু করলে তবে তাকে অন্তর্মুখিতার ভাঙিতে বসিয়ে দাও। বহির্মুখী হওয়ার প্রয়োজনই নেই, এইভাবেই তাদের সাজা দাও। যদি কেউ উদ্ভূত হয় তাকে আবার ভিতরে পাঠিয়ে দাও। বাচ্চারাও এটা করে, তাই না ! বাচ্চাদের বসিয়ে দাও তো তারা আবারও তাদের ইচ্ছামতো করে, তখন তোমরা বাচ্চাদের আবার বসিয়ে দাও। সুতরাং এইভাবে বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হওয়ার অভ্যাসের বিকাশ ঘটবে। ছোট বাচ্চাদের মধ্যে যেমন একটা অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, ব'সো, স্মরণ করো। সেই বাচ্চা বসতে চাইবে না, কিন্তু তুমি বারবার বসিয়ে দেবে। যতই সে তার পা নাড়ুক, তবুও তাকে বলবে - না ! এইভাবে ব'সো। এইরকমভাবে অন্তর্মুখিতার অভ্যাসের ভাঙিতে যথার্থরূপে দৃঢ়তার সঙ্কল্পের সাথে বেঁধে বসিয়ে দাও। কোনোপ্রকার রসি দিয়ে তাদের বাঁধতে হবেনা, দৃঢ় সঙ্কল্প নিজেই রসি। অন্তর্মুখিতার অভ্যাসের ভাঙিতে বসিয়ে দাও। নিজেকেই সাজা দাও। অন্য কেউ তোমায় শাস্তি দিলে কি হবে ? অন্যে যদি তোমায় বলে, তোমার এই কর্মচারী ঠিক নয়, একে দন্ড দেওয়া উচিত, তবে কি করবে ? সামান্য হলেও তোমার এইরকম মনে হবে, "এইরকম কেন বলছে?" যেমনই হোক, নিজেই নিজেকে সাজা দিলে সদাকাল থাকবে। অন্যের বলায় সদাকাল থাকবেনা। অন্যের ইশারাকেও যতক্ষণ নিজের না বানিয়েছো, ততক্ষণ সদাকালের হয় না। বুঝেছো তোমরা ?

নৃপতিগণ, কেমন আছো তোমরা ? রাজদরবার ভালো লাগছে, তাই না ! সবাই তোমরা মহারাজা, না ? ছোট রাজা নও, তোমরা সব মহা রাজা ! আত্মা - আজ ডবল বিদেশিদের দেখে ব্রহ্মাবাবা বিশেষ রুহ-রিহান করছিলেন। বাবা সেসব পরে তোমাদের শোনাবেন। আত্মা- সদা মায়াজিৎ, প্রকৃতিজিৎ, রাজ্য অধিকারী আত্মারা, সর্বগুণ এবং সর্বশক্তির ভান্ডার স্বাধিকারে কার্যে লাগিয়ে, সদা স্বরাজ্য দ্বারা সব কর্মচারীদের সদাকালের স্নেহী সাথী বানিয়ে, সদা নির্বন্ধন এবং এভাররেডি থাকে, এমন সন্তুষ্ট আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের সাথে :- সদা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স রেখে বাপদাদা এবং সকল আত্মাদের দ্বারা ব্লেসিংস প্রাপ্তকারী আত্মা তোমরা, তাই না ? ব্রাক্সন জীবনের এটাই বিশেষত্ব, সদা পুরুষার্থ করার সাথে সাথে ব্লেসিংস প্রাপ্ত করে উল্লভির দিকে এগিয়ে চলা । ব্রাক্সন জীবনে এই ব্লেসিংস লিফ্টের মতো কাজ করে । এর দ্বারা তোমরা উড়তি কলার অনুভব করতে থাকবে ।

অস্ট্রেলিয়া নিবাসীদের প্রতি বাপদাদার বিশেষ স্নেহ আছে, কেন ? কেননা তারা প্রত্যেকে অনেককে নিয়ে আসার সাহস রাখে এবং উদ্যম-উৎসাহে থাকে । তোমাদের এই বিশেষত্ব বাবারও প্রিয়, কারণ বাবারও কাজ সবচেয়ে বেশি আত্মাদের বরসার অধিকারী বানানো । সুতরাং ফলো ফাদার করা বাচ্চারা বিশেষ প্রিয় হয় । আসা মাত্রই তোমাদের মহা উৎসাহ থাকে । অস্ট্রেলীয় ভূমি যেন এ এক বরদান লাভ করেছে । এক অনেকের নিমিত্ত হয়ে যায় । বাপদাদা তো প্রত্যেক বাচ্চার গুণের মালা জপতে থাকেন । অস্ট্রেলিয়ার অনেক বিশেষত্ব, যতোই হোক, মায়ারও অস্ট্রেলিয়া নিবাসীদের একটু বেশি প্রিয় । যারা বাবার প্রিয় তারা মায়ারও প্রিয় হয়ে যায় । তাইতো, অনেক তাবড় তাবড় সব একটু সময়ের জন্য হলেও মায়ার হয়ে যায়, তাই না ! তোমরা কেউ এমন কাঁচা তো নও, তাই না ? কোনরকম চক্রে তো আটকে যাচ্ছ না ? বাপদাদার এখনও সেইসব বাচ্চাদের স্মরণ করেন । কি হয়, কোনো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি না জানার কারণে কেন আর কি -এর প্রশ্ন থেকে যায় আর মায়া আসার দরজা খুলে যায় । মায়ার দরজা তো তোমরা জেনে গেছ, তাই না ? সুতরাং কেন কি প্রশ্নের মধ্যে এসোনা, তবে আর মায়াও আসার চান্স পায় না । সদা ডবল লক লাগিয়ে রাখো । স্মরণ আর সেবাই ডবল লক । শুধু সেবা সিঙ্গেল লক, শুধু সেবা, স্মরণ নেই, সেটাও সিঙ্গেল লক । দুটোর ব্যালেন্সই ডবল লক । বাপদাদার টিভিতে তোমাদের ফটো নেওয়া হচ্ছে, তারপরে বাপদাদা দেখাবেন, "দেখ এই ফটোতে তুমি আছো ।" আচ্ছা - তবুও সাহসের সাথে, নিশ্চয়ের সাথে ভালো নম্বর আছে । তোমরা বাবার অধিক প্রিয়, এইজন্য মায়ার থেকে রেহাই পাওয়ার যুক্তি শুনিয়েছেন । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - অন্তর্লীন করার শক্তি দ্বারা সেকেন্ডে ফুলস্টপ দিয়ে নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ ভব

লাস্টে ফাইনাল পেপারে কোশ্চেন হবে - সেকেন্ডে ফুলস্টপ ! আর কোনও কিছু যেন স্মরণে না আসে । ব্যস্! "শুধু বাবা আর আমি, তৃতীয় কোনো বিষয় নয় ।" সেকেন্ডে আমার বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় . . . এটা ভাবতে সময় লাগে, কিন্তু তোমাকে সেই স্থিতিতে স্থিত হতে হবে, একেবারেই অস্থির হয়েনা । কেন কি -এর প্রশ্ন উৎপন্ন যেন না হয়, তবেই নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হবে । এইজন্য অভ্যাস করো যখন ইচ্ছা বিস্তারে আসা আর যখন ইচ্ছা অন্তর্লীন করে নেওয়া । তোমাদের ব্রেক (Brake) পাওয়ারফুল হতে হবে ।

স্লোগানঃ - যাদের স্বপ্নের অভিমান নেই, তারাই সদা নির্মাণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহ অভিমান হলেই মায়ার চড় লাগে, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকলে বাবার প্রতিটি শ্রীমতের পালন করতে পারবে"

প্রশ্ন:- বাবার কাছে দুই রকমের পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, তারা কারা ?

উত্তর :- এক রকমের বাচ্চা আছে যারা বাবার কাছে বর্ষা নেওয়ার জন্যে পুরোপুরি পুরুষার্থ করে, প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার পরামর্শ নেয়। দ্বিতীয় রকম এমনও বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে ত্যাগ করার পুরুষার্থ করে। কেউ দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে বাবাকে স্মরণ করে, কেউ দুঃখে থাকার জন্যে, আশ্চর্য তাইনা !

গীত :- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, পিঁপীলিকার পুড়ে মরা, তাহাতেই লিখা ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত তো অনেক বার শুনেছে। নতুন বাচ্চারা নতুন করে শুনবে যখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা পরিচয় পেয়েছে। তারা জানে এখন আমরা বেহদের মাতা-পিতার সন্তান হয়েছি। মানুষ সৃষ্টির রচয়িতা অবশ্যই মাতা-পিতা হবেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে মায়া একেবারে ডেড করে দিয়েছে। এত সাধারণ কথা বুদ্ধিতে ঢোকে না। সবাই বলে যে ভগবান আমাদের জন্ম দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই মাতা-পিতা হবেন ! ভক্তিমার্গে স্মরণও করে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ গড ফাদারকে অবশ্যই স্মরণ করে। ভক্ত নিজেই ভগবান হতে পারেনা। ভক্ত ভগবানের পূজা অর্চনা করে, সাধনা করে। গড ফাদার তো নিশ্চয়ই সবার একই হবে অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা হবেন একজন। সব শরীরের পিতা এক হতে পারে না। সে তো অনেক পিতা হয়। তারা শরীরের পিতা থাকা সত্ত্বেও 'হে ঈশ্বর' বলে স্মরণ করে। বাবা বসে বোঝান - মানুষ বুদ্ধিহীন হয়েছে ফলে বাবার পরিচয় ভুলে গেছে। তোমরা জানো স্বর্গের রচয়িতা হলেন অবশ্যই একমাত্র পিতা। এখন হল কলিযুগ। নিশ্চয়ই কলিযুগের বিনাশ হবে। 'লুপ্ত প্রায়' শব্দটি সব কথায় আসে। বাচ্চারা জানে - সত্যযুগ এখন লুপ্ত প্রায়। আচ্ছা, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে সত্যযুগে আত্মারা কি জানবে যে এই সত্যযুগ লুপ্ত হয়ে ত্রেতা আসবে ? না, সেখানে তো এই জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই - সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, আমাদের পারলৌকিক পিতা কে ? এইসব তোমরা বাচ্চারাই জানো। মানুষ গায়ন করে তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার ..... কিন্তু জানেনা। সুতরাং বলা না বলা সমান হয়ে যায়। বাবাকে ভুলে গিয়ে অনাথ হয়ে গেছে। বাবা প্রত্যেকটি কথা বোঝান। পদে পদে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। তা নাহলে মায়া খুব ধোঁকা দেবে। মায়া হল ধোঁকাবাজ বা প্রতারক। মায়ার হাত থেকে লিবারেট করা হল বাবার কর্তব্য। রাবণ তো হল দুঃখ দাতা। বাবা হলেন সুখ দাতা। মানুষ এইসব কথা বোঝেনা। তারা তো ভাবে দুঃখ সুখ সব ভগবান দেন। বাবা বোঝান - মানুষ দুঃখী হওয়ার জন্য বিবাহ ইত্যাদিতে কত টাকা খরচ করে ! যারা পবিত্র চারা গাছ থাকে তাদের অপবিত্র করার পুরুষার্থ করা হয়। এই কথাও তোমরা বুঝতে পারো, দুনিয়া বুঝতে পারে না। তারা বিষয় সাগরে ডুবে থাকার জন্যে কত অনুষ্ঠান করে। তারা এই কথা জানেনা যে সত্যযুগে বিষ বা বিকার থাকেনা। সত্যযুগ হল-ই ক্ষীরসাগর। একেই বলা হয় বিষয় সাগর। সত্যযুগ হল নির্বিকারী দুনিয়া। যদিও ত্রেতায় দুইটি কলা কম হয়ে যাবে, তবুও তাকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সেখানে বিকার হতে পারেনা কারণ রাবণের রাজ্য দ্বাপর থেকে আরম্ভ

হয়। সমান ভাবে অর্ধেক করা আছে কিনা। জ্ঞান সাগর এবং অজ্ঞান সাগর। অজ্ঞানেরও সাগর হয় তাইনা।

মানুষ কত অজ্ঞানী । বাবাকেও জানেনা। শুধু বলে যে এই করলে ভগবান প্রাপ্তি হবে। প্রাপ্তি তো কিছুই হয়না। মাথা ঠুকে দুঃখী, অনাথ হয়ে যায় তখনই আমি নাথ দুনিয়ায় আসি। নাথ না থাকায় মায়া অজগর সবাইকে গ্রাস করেছে। বাবা বোঝান মায়া খুব শক্তিশালী , অনেকের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কারও কাম বিকারের, কারও মোহ রূপী বিকারের চড় লেগে যায়। দেহ-অভিমাণে এলেই চড় লাগে। দেহী-অভিমानी হতেই তো পরিশ্রম, তাই বাবা ক্ষণে ক্ষণে সাবধান করেন, বলেন মন্বনাভব । বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া চড় মারবে সেইজন্যে নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো। তা নাহলে মায়া উল্টো কর্ম করিয়ে দেবে। ঠিক-ভুলের বুদ্ধি তো আছেই। কোথাও বুঝতে না পারলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। টেলিগ্রাম, চিঠি বা ফোন করেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। ফোনের লাইন ভোরবেলায় একদম ক্লিয়ার থাকে কারণ সেইসময় তোমরা ছাড়া সবাই ঘুমায়। তখন তোমরা ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে পারো। দিন প্রতিদিন ফোনের আওয়াজ শোধরানো হচ্ছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট হল গরিব , তাই খরচও সেইরকম করে। এই সময় তো সব কিছু জর্জরিত অবস্থায় তমোপ্রধান হয়েছে তবুও বিশেষ করে ভারতবাসীদের রজো-তমোগুণ যুক্ত কেন বলা হয় ? কারণ ভারতই সবথেকে বেশি সতোপ্রধান ছিল। অন্য ধর্মের মানুষরা নাই এত সুখ দেখেছে, নাই বেশি দুঃখ দেখবে। তারা এখনই সুখে আছে তাইতো এত অল্প ইত্যাদি ভারতে রপ্তানী করে। তাদের বুদ্ধি হল রজোপ্রধান। বিনাশের জন্যে কত রকম আবিষ্কার করে। কিন্তু তারা এই কথা জানতে পারে না তাই তাদের অনেক চিত্র ইত্যাদি পাঠাতে হয়, যাতে তারা জানতে পারে, অবশেষে তারাও বুঝবে এ তো ভালো জিনিস, যার উপরে লেখা আছে গড ফাদারলি গিস্ট। যখন বিপদের সময় চারিদিকে এই সংবাদ ধ্বনিত হবে তখন বুঝবে যে, আমরা এই খবর পেয়েছিলাম। এই চিত্র গুলি দিয়ে অনেক কাজ হবে। বাবাকে তারা জানেনা। সুখ দাতা তো হলেন তিনিই একমাত্র পিতা। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে থাকে। চিত্র দ্বারা ভালো ভাবে বুঝতে পারবে। এখন তিন পায়ের পৃথিবী টুকু পাওয়া যায়না আর তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও ! এই চিত্র গুলি বিদেশে অনেক সেবা করবে। বাচ্চাদের এই চিত্রের প্রতি ততখানি শ্রদ্ধা নেই । খরচ তো হবেই। রাজধানী স্থাপনের কাজে ঐ গভর্নমেন্টের কোটি টাকা খরচ হয়েছে লক্ষ মানুষ মরেছে । এখানে তো মরবার কথা নেই। শ্রীমৎ অনুসারে পুরো পুরুষার্থ করতে হবে, তবেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তি হবে। নাহলে তো শেষে দন্ড ভোগ করার সময় খুব দুঃখ হবে। ইনি হলেন পিতা সাথে ধর্মরাজও হলেন তিনি। পতিত দুনিয়ায় এসে বাচ্চাদের ২১ জন্মের জন্যে স্বরাজ্য প্রদান করি। যদি আবার কোনো বিনাশকারী কর্ম কর তাহলে পুরো সাজা ভোগ করবে। এমন নয়, যা হবে দেখা যাবে, অন্য জন্মের কথাকে বসে বিচার করে। মানুষ দান পুণ্য সব করে পর জন্মের জন্যে। তোমরা এখন যা কর সেসব ২১ জন্মের জন্যে। তারা যা কিছু করে, অল্পকালের জন্যে। ফল তবুও নরকেই প্রাপ্ত হবে । তোমরা তো ফল প্রাপ্ত করবে স্বর্গে। রাত-দিনের তফাৎ । তোমরা স্বর্গে ২১ জন্মের জন্যে প্রালব্ধ প্রাপ্ত কর। প্রতিটি কথায় শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে ভবসাগর পার হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের চোখের পাতায় বসিয়ে খুব আরাম করে নিয়ে যাই। তোমরা অনেক দুঃখ ভোগ করেছে। এখন বলি তোমরা আমায় স্মরণ করো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে, এইখানে পাট প্লে করেছে, এখন ফিরে যেতে হবে। এই হল তোমাদের অবিনাশী পাট। এইসব কথা কোনো অহংকারী বিজ্ঞানী বুঝবে না। আত্মা খুব সূক্ষ্ম স্টার, তাতে অবিনাশী পাট সদাকালের জন্যে ভরা আছে, যা কখনও শেষ হয়না। বাবাও বলেন আমিও হলাম ক্রিয়েটর ও

অ্যাক্টর । আমি কল্পে-কল্পে আসি পাট প্লে করতে। বলেন পরমাত্মা হলেন মন-বুদ্ধি সহ চৈতন্য, নলেজফুল, কিন্তু কি জিনিস তা কেউ জানেনা। যেমন তোমরা হলে আত্মা স্টার সম, আমিও হলাম স্টার । ভক্তিমার্গে আমায় স্মরণ করে কারণ দুঃখে আছে, আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের নিজের সঙ্গে নিয়ে যাই। আমিও হলাম পান্ডা। আমি পরমাত্মা আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আত্মার স্বরূপ মশার চেয়েও ক্ষুদ্রতম। এই বোধও বাচ্চারা তোমাদের এখনই হয়। কত ভালো করে বোঝান। বাবা বলেন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করি, যদিও দিব্য দৃষ্টির চাবি নিজের কাছেই রাখি। এই টি কাউকে প্রদান করিনা। এইটি ভক্তি মার্গে আমার কাজে লাগে। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র, পূজ্য করি, মায়া পতিত, পূজারী করে । অনেক বোঝান কিন্তু যে বুদ্ধিমান সেই বুঝবে।

এই টেপ রেকর্ডার মেশিন হল খুব ভালো। বাচ্চাদের মুরলি নিশ্চয়ই শুনতে হবে। সবাই হারানিধি বাচ্চা । বাবার বাঁধেলি(যারা বন্ধনে রয়েছে) গোপীকাদের জন্য দয়া হয়। বাবার মুরলি শুনে তারা খুশি হয়। বাচ্চাদের খুশীর জন্যে কি না করা উচিত। গ্রামের গোপীকাদের জন্যে রাত দিন বাবার চিন্তা হয় । ঘুমও আসেনা, কি যুক্তি বের করা যায় , বাচ্চারা কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। কেউ আবার দুঃখে থাকার জন্যে রেডি হয়, কেউ তো বর্সা প্রাপ্তির পুরুষার্থ করে, তো কেউ বাবাকে ত্যাগ করার পুরুষার্থ করে। দুনিয়াটা আজকাল খুব খারাপ হয়েছে। কোনো কোনো বাচ্চারা পিতাকে মারতে দেরি করে না। বেহদের বাবা কত ভালো করে বোঝান। আমি বাচ্চাদের এত ধন প্রদান করি যে তারা কখনও দুঃখে থাকবেনা। সুতরাং বাচ্চাদেরও এত টাই দয়ালু হয়ে সবাইকে সুখের রাস্তা বলতে হবে। আজকাল তো সবাই দুঃখ দেয়, যদিও টিচার কখনও দুঃখের রাস্তা বলবেনা। তারা তো পড়ান। পড়াশোনা হল উপার্জনের মুখ্য স্রোত। পড়াশোনা করলে শরীর নির্বাহ করার উপযুক্ত হওয়া যায়, মা বাবার কাছে যতই বর্সা প্রাপ্ত হোক কোনো কাজের নয়। যত বেশি ধন , ততই বেশি পাপ করে। তীর্থ যাত্রায় খুব নম্র হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে তীর্থ করতে গিয়েও মদ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়, লুকিয়ে পান করে। বাবা দেখেছেন - মদ ছাড়া থাকতে পারেনা অনেকে। কিছু বলার নেই। যুদ্ধে যাওয়ার আগেও খুব মদ খেয়ে যায়। যুদ্ধের সৈন্যদের নিজের প্রাণের চিন্তা থাকেনা। তারা ভাবে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করবে। তোমরা বাচ্চারাও এখন জ্ঞান প্রাপ্ত কর। এই ছিঃ ছিঃ দেহ ত্যাগ করতে হবে। তাদের কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু অভ্যাসে আছে - মরতে হবে, মারতে হবে। এখানে তো আমরা নিজেরাই বসে বসে বাবার কাছে যেতে চাই। এই শরীর হল পুরানো বস্ত্র । যেমন সর্প পুরানো খোলস ত্যাগ করে। শীতে শুকিয়ে গেলে ছেড়ে দেয়। তোমাদের এই শরীর তো খুব ছিঃ ছিঃ পুরানো বস্ত্র, পাট প্লে করে এবারে এই বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে, বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা যুক্তি তো বলে দিয়েছেন - মন্মথানুভব। আমায় স্মরণ করো ব্যস, এমন ভাবে বসে বসে শরীর ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীদের এমনই হয় - বসে বসে দেহ ত্যাগ হয় কারণ তারা ভাবেন আত্মাকে ব্রহ্মে লীন হতে হবে, তাই যোগে বসেন। কিন্তু যেতে পারেন না। যেমন কাশী কালবট খায়, তাতে জীবঘাত হয়। সন্ন্যাসী গণ এইভাবে বসে বসে দেহ ত্যাগ করেন, বাবা দেখেছেন, সেসব হল হঠ যোগ সন্ন্যাস।

বাবা বোঝান তোমাদের ৮৪ জন্ম কিভাবে হয় ? তোমাদের অনেক নলেজ দেওয়া হয়, খুব কমই আছে যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে। দেহ অভিমানে নিজের মতামত দেওয়া শুরু করে দেয়। বাবা বোঝান দেহি-অভিমানী হও। আমি আত্মা, বাবা আপনি হলেন জ্ঞানের সাগর। বাবা আমি আপনার

পরামর্শ অনুসারে চলব। পদে পদে খুব সাবধান হতে হবে। ভুল তো হতেই থাকে তবুও পুরুষার্থ করতে হবে। যেখানেই যাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বিকর্মের অনেক বোঝা মাথায় রয়েছে। কর্মভোগও তো ভোগ করে মেটাতে হবে তাইনা। শেষ পর্যন্ত এ কর্ম ভোগ পিছু ছাড়বেনা। শ্রীমতের অনুসারে চলেই পারস বুদ্ধি হতে হবে। ধর্মরাজও সঙ্গে আছেন। সুতরাং তিনি হলেন রেম্পমিবল। বাবা বসে আছেন, তোমরা কেন বোঝাটি নিজের উপরে নিছ। পতিত - পাবন বাবাকে পতিতদের সভায় আসতেই হয়। এই টি কোনো নতুন কথা নয়, অনেক বার পাট প্লে করেছ, রিপট প্লে করতে থাকবে। একেই ওয়ান্ডার বলা হয়। আচ্ছা !

পারলৌকিক বাপদাদার হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) বাবার মতন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার দয়া করতে হবে। সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে।

২ ) কোনো রকম বিনাশকারী বা উল্টো কর্ম করবে না। শ্রীমতের আধারে ২১ জন্মের জন্যে নিজের প্রালব্ধ তৈরি করতে হবে। পদে - পদে সাবধান হয়ে চলতে হবে।

বরদান :- নিন্দুককে নিজের মিত্র ভেবে সম্মান দিয়ে ব্রহ্মা বাবা সম মাস্টার রচয়িতা ভব

ব্যাখা: যেমন ব্রহ্মা বাবা নিজেকে বিশ্ব সেবানারী ভেবে প্রত্যেককে সম্মান দিয়েছিলেন, সদা মালেকম সেলাম (মালিককে সেলাম) করেছেন। এমন কখনও ভাবেননি যে তারা সম্মান করলে আমি করব। নিন্দুক-কেও নিজের মিত্র ভেবে সম্মান দিয়েছেন, তেমন ভাবে ফলো ফাদার করো। শুধু যে সম্মান দিচ্ছে তাদের আপন ভেবো না বরং যে গালমন্দ করছে তাদেরও আপন ভেবে সম্মান করো কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হল তোমাদের পরিবার। সর্ব আত্মাদের কান্ড রূপী শাখা হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা তাই নিজেকে মাস্টার রচয়িতা ভেবে সবাইকে সম্মান দাও তবেই দেবতায় পরিণত হবে।

স্লোগান - মায়াকে সদাকালের জন্যে বিদায় করে বাবার অভিনন্দনের উপযুক্ত হও।

"মিষ্টির বাচ্চারা - তোমাদের অবশ্যই বাবার সমান মুরলীধর হতে হবে, মুরলীধর বাচ্চারাই বাবার সাহায্যকারী হয়, বাবা তাদের উপরই খুশী হন"

প্রশ্ন :-- কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায় ?

উত্তর :-- যারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে প্রকৃত লোক হিতৈষী হয়, খুব হুঁশিয়ার সেলসম্যান হয়ে যায়, তাদের বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায়। সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায়। দান করাতে কখনোই কোনো অভিমান আসা উচিত নয়। সবসময় যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, শিববাবার দেওয়া দানই আমরা দিচ্ছি। শিববাবাকে স্মরণে থাকলে কল্যাণ হয়ে যাবে।

গীত :--- তুমিই মাতা, পিতা ও তুমিই.....

ওম্ শান্তি। কেবল মাতা -- পিতার গান শোনাতেই নাম সিদ্ধ হয় না। প্রথমে শিবায় নমঃ গীত শুনে তারপর মাতা - পিতার গান শোনাতে জ্ঞানের কথা জানা যায়। মানুষ তো মন্দিরে যায়, লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, কৃষ্ণের মন্দিরে যাবে, সবার সামনেই তোমরা অর্থ না জেনেই মাতা - পিতা বলে দাও। প্রথমে শিবায় নমঃ গান শুনিতে তারপর মাতা - পিতার গান শোনাতে মহিমা বোঝা যায়। নতুন কারোর জন্য এই গান ভালো। বোঝাতে সহজ হয়। বাবার নামই হলো শিব, তোমরা এমন তো বলবে না যে, শিব সর্বব্যাপী। তাহলে তো সকলের মহিমাই এক হয়ে যাবে। তাঁর নামই হলো শিব। দ্বিতীয় আর কেউই নিজের উপর শিবায় নমঃ নাম রাখতে পারে না। তাঁর মতি এবং গতি সকল মানুষের থেকেই পৃথক। দেবতাদের থেকেও পৃথক। এই জ্ঞান শেখান একমাত্র মাতা - পিতাই। সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো মাতা নেই, তাই তাঁরা রাজযোগ শেখাতে পারেন না। শিবায় নমঃ তো যে কোনো কাউকে বলা যাবে না। দেহধারীদের শিবায় নমঃ খোড়াই বলবে। এ কথা বোঝানোর আছে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও কিন্তু নম্র অনুরোধ আছে। কতো ভালো - ভালো বাচ্চাও পয়েন্টস মিস্ করে দেয়। নিজেদের তো অনেকেই অতি চালাক মনে করে। এতে হৃদয়ের স্বচ্ছতার প্রয়োজন। প্রতি বিষয়েই সত্যকথা বলা, সত্য স্বরূপ হয়ে থাকতে হবে - এতে সময় লাগে। দেহ - ভাবে এলে তখন পরিবার আদি সব বিষয় চলে আসে। এখন এমন কথা কেউই বলতে পারবে না যে আমি দেহী - অভিমানী, তাহলে তো কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে। এ সবই হবে নম্র অনুরোধে। কেউ কেউ তো খুবই কুপুত্র হয়। এ তো জানাই যায় যে, কে কে বাবার সার্ভিস করে। যখন শিববাবার হৃদয়ে স্থান পাবে তখনই রুদ্র মালার কাছাকাছি আসতে পারবে আর সিংহাসনের যোগ্য হবে। লৌকিক বাবার মনেও সুপুত্ররই স্থান পায়, যারা লৌকিক বাবাকে সহায়তা করে। এও হলো বেহদের বাবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধান্দা। তাই এই কাজে যারা সাহায্য করে তাদের উপর বাবা খুশী থাকেন। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে এবং ধারণ করাতে হবে। কেউ কেউ মনে করে আমরা ইনসিওর করেছি। তার পরিবর্তে তোমরা তো পেয়েই যাবে। এখানে তো অনেককে দান করতে হবে, বাবার সমান অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দানে লোক হিতৈষী হতে হবে। বাবা আসেনই জ্ঞান রত্নে ঝুলি ভরপুর করতে, এ অর্থের কোনো কথা নয়। বাবার সুপুত্র সন্তানই পছন্দ হয়। ব্যবসা করতে না জানলে তাদের মুরলীধর, সওদাগরের সন্তান কিভাবে বলবে? লজ্জাও থাকা উচিত যে, আমি তো কোনো কাজ করি না। সেলসম্যান যখন হুঁশিয়ার মনে করা হয় তখন তাকে ভাগীদার

বানানো হয় । এমনভাবে খোড়াই ভাগ পাওয়া যায় । এই কাজে লেগে গেলে বুদ্ধি খুবই নির্মাণ হয়ে যায় । সার্ভিস করতে করতে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায় । বাবা - মাম্মা নিজেদের অনুভব শোনান । বাবা তো শেখান, এ তো তোমরা জানো যে, এই বাবা খুব সুন্দর ধারণা করে সুন্দর মুরলী শোনান । আচ্ছা, মনে করো, এনার মধ্যে শিববাবা আছেন, তিনি তো মুরলীধরই, কিন্তু এই বাবাও তো জানেন । না হলে এমন পদ কিভাবে পেতেন ? বাবা বুঝিয়েছেন যে, সবসময় মনে করবে শিববাবা শোনাচ্ছেন । শিববাবার স্মরণ থাকলে তোমাদেরও কল্যাণ হয়ে যাবে । এনার মধ্যে তো শিববাবা আসেন । মাম্মা তাঁর ব্যক্তিত্বে আলাদা বলেন । তাঁর নাম উচ্ছল করতে হবে কেননা মেয়েদেরকে উপরে রাখতে হয় । বলা হয় না - সে যেমন তেমনই হোক, আমার, আমাকেই সামলাতে হবে । পুরুষরাই এমন বলেন । স্ত্রী এমন বলে না, যেমন তেমন হোক ---। বাবাও বলেন, বাচ্চারা, তোমরা যে যেমনই হও, তোমরা হলে আমার, তোমাদেরকে আমাকেও তো দেখতে হবে। নাম তো বাবারই খ্যাত হয়, তারপর শক্তির নাম উচ্ছল হয় । তাদেরই সেবার ভালো সুযোগ মেলে । দিনে দিনে সেবা অনেক সহজ হয়ে যাবে । জ্ঞান আর ভক্তি হলো দিন আর রাত, সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, সেখানে সুখ থাকে, দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত, সেখানে দুঃখ । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । এ কতো সহজ । ভাগ্যে না থাকলে কিন্তু ধারণা করতে পারে না । পয়েন্টস তো খুবই সহজ পাওয়া যায় । মিত্র - সম্বন্ধীদের কাছে গিয়ে বোঝাও, নিজের ঘরকে তুলে ধরো । তোমরা তো গৃহস্থ জীবনে থাকো তাই খুব সহজ রীতিতেই কাউকে বোঝাতে পারো । সঙ্গতিদাতা তো এক এই পারলৌকিক বাবাই । তিনি শিক্ষকও আবার সঙ্করও । বাকি দ্বাপর থেকে শুরু করে সবাই দুর্গতি করতেই এসেছেন । ব্রহ্মচারী পাপ আত্মারা এই কলিযুগে আছেন । সত্যযুগে পাপ আত্মার নাম থাকে না, এখানেই অজামিল, গণিকা, অহল্যা সমস্ত পাপ আত্মারা আছে । অর্ধকল্পকে স্বর্গ বলা হয় । ভক্তি যখন শুরু হয় তখনই মানুষের নীচে নামা শুরু হয়ে যায় । আর এই নামতে তো অবশ্যই হবে । সূর্যবংশীরা নামতে নামতে চন্দ্রবংশী হয় । তারপরও নামতে থাকে । দ্বাপর থেকে যাদের পেয়েছ, তারা নীচের দিকেই নামায় । এও তোমরা এখনই জানো । দিনে দিনে তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে । সাধু সন্তদের বোঝানোর জন্যও যুক্তি বের করতে থাকে । অবশেষে অবশ্যই বুঝবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে ? বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্টস আছে । ভক্তি প্রথমে অব্যাভিচারী তারপর ব্যভিচারী হয় । কলাও কম হয়ে যায় । এখন আর কোনো কলা নেই । ঝাড় এবং গোলায়ও দেখানো হয়েছে যে কলা কিভাবে কম হয় । এই বোঝানো হলো খুবই সহজ, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বোঝাতে পারবে না । দেহী - অভিমানীও হয় না । পুরানো দেহতে আটকে থাকে । বাবা বলেন যে - এই পুরানো দেহ থেকে মমত্ব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । দেহী - অভিমানী না হলে উঁচু পদও পেতে পারবে না । স্টুডেন্ট এমন খোড়াই চাইবে যে লাস্টে বসে থাকি । মিত্র - সম্বন্ধী, টিচার, স্টুডেন্ট আদি সবাই বুঝে যাবে যে, এর পড়াতে মন নেই । এখানেও বুঝতে পারে যে শ্রীমতে না চললে তখন এমন অবস্থা হবে । কে প্রজা হবে, কে দাস - দাসী সবই বুঝে যায় । বাবা বোঝান যে, তোমরা তোমাদের মিত্র - সম্বন্ধীদের কল্যাণ করো । এই হলো নিয়ম । ঘরে যদি বড় ভাই থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হলো ছোটো ভাইকে সাহায্য করা -- একেই বলা হয় চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । বাবা বলেন যে, অর্থ দান করলে সেই অর্থ কখনোই কমে না -- অর্থ দান না করলে কিছুই পাবে না, পদও পেতে পারবে না । এখানে খুব ভালো সুযোগ মেলে । তোমাদের দয়ালু হতে হবে । তোমরা সন্ন্যাসী আর সাধুদের প্রতিও দয়ালু হও । তোমরা বলো যে, তোমরা সবাই এসে বোঝো । তোমরা তোমাদের পারলৌকিক বাবাকে জানো না, যে বাবা তোমাদের প্রতি কল্পে সদা সুখের আশীর্বাদী বর্ষা দেন । এ কথা কেউই জানে না । তারা বলে অফিসার্সও ব্রহ্মচারী তাহলে শ্রেষ্ঠাচারী কে বানাবে ?

আজকাল তো সাধুদের সমাজে অনেক সম্মান । তোমরা যদি লেখো যে, বাবা এদের উপরও দয়া করেন তাহলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে । ভবিষ্যতে তোমাদের খুব নাম হবে । তোমাদের কাছে অনেকেই আসতে থাকবে । প্রদর্শনীও হতে থাকবে । অবশেষে কেউ তো অবশ্যই যাবে । সল্ল্যাসীরাও যাবেন । কোথায় আর যাবেন, একটাই তো দোকান । এরপর অনেক উল্লসিত হতে থাকবে । খুব ভালো ভালো ছবি তৈরী করা হবে বোঝানোর জন্য, যে ছবি দেখে যে কেউ এসে বুঝতে পারে । যখন মৌচাকে আগুন লাগবে তখন মানুষ যাবে কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে । বাচ্চাদের জন্যও এমনই । পিছনের দিকে কতো দৌড়াতে পারবে । রেসেও কেউ কেউ প্রথমে আস্তে আস্তে দৌড়ায় । জয়ের পুরস্কার তো অল্প জনেই পায় । এও তেমন তোমাদের ঘোড়দৌড় । রুহানী যাত্রার এই দৌড়ের জন্যও জ্ঞানী আত্মার প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করো, এও তো জ্ঞানই, তাই না । এই জ্ঞান আর কারোরই নেই । এই জ্ঞানেই মানুষ হীরেতুল্য হয় । অজ্ঞানের কারণে মানুষ কড়ি তুল্য হয়ে যায় । বাবা এসে আমাদের সত্বপ্রধান প্রালব্ধ করে দেন । এরপর তা অল্প অল্প করে কমতে থাকে । এইসব পয়েন্ট ধারণ করে অভিনয়ে আসতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের মহাদানী হতে হবে । ভারতকে মহাদানী বলা হয় কেননা এখানেই বাবার সামনে সবাই তন - মন - ধন অর্পণ করো । বাবাও তখন সবকিছুই অর্পণ করে দেন । ভারতে অনেকেই মহাদানী আছেন । বাকি মানুষ সবাই অন্ধশ্রদ্ধায় আটকে থাকেন । এখানে তো তোমরা ঈশ্বরের শরণাগতিতে এসেছো । রাবণের কাছে দুঃখ পেয়ে রামের স্মরণ নিয়েছো । তোমরা সকলেই শোক বাটিকাতে ছিলে । এখন আবার অশোক বাটিকাতে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হবে । তোমরা স্বর্গ স্থাপনাকারী বাবার শরণ নিয়েছো । কেউ তো ছোটো অবস্থাতেই এখানে জোর করে এসে গেছে, তাই তাদের এখানে শরণাগতিতে সুখ আসে না । তাদের ভাগ্যেই তাই তাদের মায়ী রাবণের শরণ চাই । ঈশ্বরের শরণাগতি থেকে দূর হয়ে তারা মায়ীর শরণে যেতে চায় । এ তো আশ্চর্যের কথা ।

এই শিবায় নমঃ গান খুব ভালো । তোমরা এই গান শুনতে পারো । মানুষ তো এর অর্থ বুঝতে পারে না । তোমরা বলবে, আমরা শ্রীমতের উপর এর যথার্থ অর্থ বোঝাতে পারি । ওরা তো পুতুল খেলা করে । ড্রামা অনুসারে এই গানেও সাহায্য পাওয়া যায় । বাবার হয়ে সেবাপরায়ণ যদি না হও তাহলে হৃদয়ে কিভাবে বিরাজ করবে । কোনো কোনো বাচ্চা কুপুত্র হয়ে কতোই না দুঃখ দেয় । এখানে তো মায়ের মৃত্যুতেই জ্ঞান রূপী হালুয়া খায়, স্ত্রীর মৃত্যুতেও সেই হালুয়া খায়, কান্নাকাটি বা মারপিট করে না । এই নাটকে দৃঢ় নিশ্চিত থাকতে হবে । মাশ্চা - বাবাও যাবে আবার অনন্য বাচ্চারাও অ্যাডভান্সে যাবে । এই অভিনয় তো করতেই হবে । এতে দৃষ্টিভঙ্গি কি কথা ? সাক্ষী হয়ে আমরা এই খেলা দেখি । তোমাদের অবস্থা সদা হর্ষিত থাকা চাই । বাবারও খেয়াল আসে, নিয়ম বলে অবশ্যই আসবে । এমন নয় যে মাশ্চা - বাবা পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন । এই পরিপূর্ণ অবস্থা অস্তিম্বে হবে । এই সময় কেউই নিজেদের পরিপূর্ণ বলতে পারবে না । এই লোকসান হলো, থিটমিট হলো, কাগজে বি.কে.দেব নামে হাহাকার হলো, এ সবই আগের কল্পে হয়েছিলো । চিন্তার কি দরকার, ১০০ পার্সেন্ট অবস্থা অস্তিম্বে সময়ে হবে । বাবার হৃদয়ে তখনই স্থান পাবে যখন তোমরা দয়ালু হবে, অন্যদেরও নিজের সমান বানাবে । ইনসিওর করলে, সে কথা আলাদা । সে তো নিজেদের জন্যই করে । এ তো জ্ঞান রত্নের দান অন্যদের দিতে হবে । বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ না করলে বিকর্মের যে বোঝা মাথার উপর আছে তা সম্পূর্ণ খুলে যাবে । প্রদর্শনীতেও বোঝানোর জন্য যোগ্য মানুষ চাই । তোমাদের

হুঁশিয়ার হতে হবে । রাতে স্মরণ করলে মজা আসে । এই রুহানী সাজনকে আবার প্রভাতে স্মরণ করতে হবে । বাবা তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাকে কি থেকে কি করে তুলছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) মনে সর্বদা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । সত্য বলতে হবে, সত্য হয়ে চলতে হবে । দেহ - বোধের বশে এসে নিজেকে অতি চালাক মনে করবে না । অহংকার আনবে না ।

২ ) সাক্ষী হয়ে এই খেলা দেখতে হবে । এই ড্রামাতে দৃঢ় নিশ্চিত থাকতে হবে । কোনো বিষয়ে চিন্তা করবে না । অবস্থা সর্বদা হর্ষিত রাখতে হবে ।

বরদান :-- প্রতিজ্ঞার(বায়দা) স্মৃতির দ্বারা লাভ(ফায়দা) উঠিয়ে নিয়ে বাবার আশীর্বাদের পাত্র ভব

যে প্রতিজ্ঞাই মনে, বচনে বা লিখে করো, তা যদি স্মৃতিতে রাখো তাহলে সেই প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারবে । নিজেকে চেক করো, কতবার প্রতিজ্ঞা করেছো আর কতবার তার পালন করেছো । প্রতিজ্ঞা আর লাভ - এই দুইয়ের ব্যালেন্স থাকলে বরদাতা বাবার আশীর্বাদ মিলতে থাকবে । সঙ্কল্প যেমন শ্রেষ্ঠ করো তেমনি কর্মও যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে সফলতা মূর্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- নিজেকে এমন দিব্য আয়না বানাও যেখানে শুধু বাবাকেই দেখা যায়, তখনই বলা হবে প্রকৃত সেবা ।

\*"মিষ্টি বাচ্চারা - মনুষ্যকে দেবতা বানাবার সেবায় খুব আগ্রহ থাকা উচিত তোমাদের। অবশ্য এই সেবার জন্য নিজের মধ্যে গভীর ধারণারও প্রয়োজন"\*

\*প্রশ্ন:- আত্মা কালিমালিপ্ত হয় কিভাবে? আত্মাতে কি জাতীয় ময়লার প্রলেপ পড়ে?\*

\*উত্তর:- পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্মরণের যোগ থাকলে আত্মা কালিমালিপ্ত হয়। নশ্বর ওয়ান ময়লা দেহ-অভিমানের। এরপর শুরু হয় লোভ ও মোহের। বিকারগুলির ময়লাই আত্মাতে প্রলেপ পড়তে থাকে। এছাড়াও ময়লা জমে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া এবং সেবাকার্য না করার কারণে।\*

 \*গীত:- তোমাকেই ডাকতে যে চায় মন-আমার, সৌভাগ্য বানাতে যে ব্যাকুল মন-আমার।\*

\*ওম্ শান্তি!\* বাঃ, খুব সুন্দর গীত। বাচ্চা বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে - বাবার এই বিশেষ জ্ঞান শুনে তা আবার অন্যকেও শোনাবে। কোনও কোনও বাচ্চা ভাবে, বাবাকে স্মরণ করা বাচ্চার অবশ্য কর্তব্য। কারও বা আবার বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে সাথে সাক্ষাৎকারও হয়। তাই তো প্রবাদও আছে, কোটি-কোটির মধ্যে, এখানে এসে কারও কারও ভাগ্যে এই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাবার সৌভাগ্য হবে। জ্ঞানের প্রাপ্তিতে বাচ্চারা এখন বিশাল বুদ্ধির অধিকারী। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও নিশ্চয় বাবা এসে এভাবেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। অন্যদের প্রথমেই তা বোঝাতে হবে, কে শুনিয়েছিলেন এই জ্ঞান। যেহেতু এটাই সবচেয়ে বড় ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা স্বয়ং যে 'গীতা-রত্ন' শোনান তা সর্বশাস্ত্রের মাতা শিরোমণি এবং ভারতবাসীদের একমাত্র শাস্ত্র। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা তা ভুলেই গেছে, সর্ব শাস্ত্রের মাতা এই গীতা-রত্ন পূর্বে কে শুনিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে কোন ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল? লোকেরা একথা অবশ্য বলে- "হে ভগবান তুমি এসো"। ফলে ভগবানও অবশ্যই আসেন-নতুন দুনিয়া অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া রচনার লক্ষ্যে। তিনি তো সমগ্র দুনিয়ারই ফাদার - তাই না? ভক্তরাও তার উদ্দেশ্যে কীর্তন করে - "তুমি এলেই তো -শান্তি আসবে।" 'সুখ' আর 'শান্তি' কিন্তু পৃথক। সত্যযুগে শান্তির সাথে সাথে অবশ্যই সুখ থাকে। সেখানে ছাড়া বাদবাকী আত্মারা তখন শান্তির দেশেই থাকে। যে বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উচিত।

নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, যার নাম রামরাজ্য। সেই রামরাজ্যে সুখ ছিল বলেই তো রামরাজ্যের এত মহিমা। সেই সময়কে রামরাজ্য বলা হলে, বর্তমান সময়কে অবশ্যই রাবণরাজ্য বলতেই হয়। যেহেতু বর্তমান দুনিয়ায় এত দুঃখ-কষ্ট। সেখানে যে সুখ, বাবা এসেই তা সুখকর বানান। এছাড়া অন্যান্যরা সবাই তো শান্তিধামেই শান্তিতে থাকে। যদিও 'শান্তি' আর 'সুখ' উভয়েরই দাতা এই বাবা। বর্তমানের এই দুনিয়াতে কেবলই অশান্তি আর দুঃখ। অতএব বুদ্ধিতে যেন এই জ্ঞানের ধারা সর্বদাই বইতে থাকে। যার জন্য প্রয়োজন তেমন সুন্দর স্থিতির। যদিও ছোট বাচ্চাদেরও তা শেখানো হয়, কিন্তু তারা তো আর তার অর্থ বোঝাতে পারে না। এর জন্য দরকার গভীর ধারণার। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে যাতে সঠিকভাবে তা বোঝাতে পারো। যার জন্য খুব ভাল স্থিতির দরকার। আর তা না হলে, কখনও দেহ-অভিমানে, কখনও ক্রোধে বশীভূত বা মোহের ফাঁদে পড়তে হয়। অনেকে তা লিখেও জানায়-"বাবা আজ আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছি, আজ আমি লোভের বশবর্তী হয়েছি .....!" কিন্তু স্থিতি শক্তিশালী হলে, তখন আর কোনও কিছুতেই পরাভূত হবে না। তখন কেবলই আগ্রহ থাকবে-কিভাবে মনুষ্যকে দেবতা বানাবার সেবা করা যায়। এই গীতও খুব সুন্দর - "বাবা, আমরা সুখী তখনই হবো যখন তুমি আসবে।" তাই বাবাকে যে আসতেই হয়। না এলে পতিত সৃষ্টি পবিত্র হবেই বা কি প্রকারে। কৃষ্ণ হলেন দেহধারী। ওনার এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের নামও আসে না এক্ষেত্রে। লোকেরা যে বলে পতিত-পাবন এসো, তাদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত, কার উদ্দেশ্যে একথা বলছে তারা? পতিত পাবন তবে কে আর উনি আসেনই বা কখন? পতিত পাবনকে যখন ডাকা হয়, তবে নিশ্চয়ই বর্তমানের এই পতিত দুনিয়াতেই তাকে ডাকা হয়।

পবিত্র দুনিয়া বলা হয় সত্যযুগকে। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে কে? গীতাতেও আছে প্রতি কল্পেই একমাত্র ভগবানই এই রাজযোগের শিক্ষা দেন বিকারগুলি থেকে বিজয় পাবার জন্য। কাম-বিকারই মহাশত্রু। তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, তোমাদের একথা কে জানাচ্ছেন- "আমি রাজযোগের শিক্ষা দেই, কাম-বিকার মহাশত্রু.....? আর এ কথাই বা কে বলেছেন, আমি সর্বব্যাপী? কোন শাস্ত্রে তা লেখা আছে? আর কাকে উদ্দেশ্য করে পতিত-পাবন বলা হয়? পতিত-পাবন কি গঙ্গা নদী নাকি অন্য কেউ?" গান্ধীজি-ও তো সর্বদাই বলতেন, "পতিত-পাবন তুমি এসো"! গঙ্গা নদী

তো তখনও ছিল, যেমন বহুযুগ ধরে আছে। এসব কোনও নতুন ঘটনা নয়। গঙ্গা তো অবিনাশী, কিন্তু তবুটাই যে তমোগুণী হয়ে যায়, ফলে তাতেই আসে চঞ্চলতা। যা বন্যার আকার ধারণ করে। নদীও তখন নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে গতিপথের পরিবর্তন করে। কিন্তু সত্যযুগে সবকিছুই থাকে স্বাভাবিক। কম বা অতি বেশী বৃষ্টিও হয় না তখন। যেহেতু সেই সময়কালে দুঃখ বলতে কিছুই থাকার নিয়ম নেই। অতএব বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই ধারণ করা উচিত যে, একমাত্র এই পতিত-পাবন বাবাই আমাদের প্রকৃত বাবা। সেই পতিত-পাবন বাবাকেই লোকেরা যখন স্মরণ করে, তখন বলেও কিন্তু -হে ভগবান, হে বাবা। কিন্তু কথাগুলি আসলে কে বলে? -অবশ্যই তা আত্মাই বলে। তোমরা তো উপলব্ধিও করতে পারো পতিত-পাবন শিববাবা এখন এসেছেন এই দুনিয়াতেই। তবে নিরাকার শব্দটি অবশ্যই বলতে হবে, তা না হলে তো বাবাকে সাকার ভাবে লোকেরা। পতিত তো হয় আত্মা। তাই একথা বলাটা যুক্তিযুক্ত হয় না যে, সর্বভূতেই ঈশ্বর। 'অহম ব্রহ্মাস্মি' কিম্বা 'শিবোহম' বলা একই ব্যাপার। সম্পূর্ণ রচনার মালিক তো এক ও একমাত্র সেই রচয়িতা। যদিও লোকেরা এর লম্বা-চওড়া অনেক রকম অর্থই করবে, কিন্তু আমাদের মূল কথা তো কেবল এক সেকেণ্ডের কথা। এই এক সেকেণ্ডেই তো বাবার থেকে সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। বাবার বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার পাওয়া। যাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এটাই আবার জীবনবন্ধ। একথাও বোঝাতে হবে, ভবিষ্যতেও তোমরা যখন আসবে, তখনও তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের, মুক্তি-জীবনমুক্তির এই বর্ষা পাবে। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে লেখা হয়, মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা কেবল সেই একজনই। এ বিষয়েও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম- 'আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম।' যেখানে দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধ পর্যন্ত থাকে না। যেহেতু তা সুখধাম। সূর্য-বংশীরাই রাজত্ব করে সেখানে। পরে ত্রেতায় সেই রাজ্য পায় চন্দ্র-বংশীরাই। এরপর দ্বাপরে ইসলামী এবং বৌদ্ধদের রাজত্ব। সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিতই হয়ে আছে। ছোট্ট বিন্দুর মতন আত্মাতে আর পরমাত্মাতে কত বিশাল এই পার্ট খোঁদিত আছে। শিবের চিত্রেও তা লিখতে হবে-"আমি জ্যোতিলিঙ্গম, কিন্তু বিশালাকার মোটেই নই। আমি তো এক অতি ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ। যেমন আত্মারাও অতি ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ। আর তা বোঝাবার জন্য বলা হয় দুই ব্রহ্মকুটির মাঝে চকমক করছে এক আশ্চর্য তারা ..... সেটাই আত্মা, আর আমি পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু আমি পরম, পতিত-পাবন তাই আমার গুণগুলিও ভিন্ন!" এরপর গুণগুলিকেও লিখতে হবে। চিত্রের একদিকে শিবের মহিমা, অপরদিকে থাকবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। তখনই সবাই বুঝতে পারবে দুই-এর ভিন্নতা। শব্দ ও অক্ষরগুলি এমন সুন্দর করে লিখতে হবে যাতে লোকেরা তা পড়ে খুব সহজেই বুঝতে পারে। স্বর্গ ও নরক, সুখ আর দুঃখ, তা কৃষ্ণের দিন কিম্বা রাত হোক, অথবা ব্রহ্মার দিন কিম্বা রাত - একই ব্যাপার। সুখ আর দুঃখের এই খেলা কিভাবে চলে, তা তোমরা বি.কে.-রা তো জানোই। সূর্যবংশীরা ১৬ কলায় সম্পূর্ণ সতোপ্রধান আর চন্দ্রবংশীরা ১৪ কলার সতোগুণী। সূর্যবংশীরাই পরবর্তীতে চন্দ্রবংশী হয়। অর্থাৎ সেই সূর্যবংশীরাই ত্রেতাতে চন্দ্রবংশীকূলে জন্ম নেবে। যেহেতু রাজ্যভাগ্য পদ তাদেরই থাকে। এইসব তথ্যগুলি বুদ্ধিতে খুব ভাল করে গেঁথে নিতে হবে। যে যত স্মরণের যোগে থাকবে, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকতে পারবে, সে তত বেশী ধারণা ধারণ করতে পারবে এবং সেবাকার্যও সে তত বেশী পরিমাণে করতে পারবে। খুব স্পষ্ট করে কারওকে শোনাতে হবে : আমি এমন ভাবে ওঠা-বসা করি, এমন সব ধারণা ধারণ করি, এমন ভাবে অন্যকে বোঝাই, অন্যদের বোঝাবার জন্য এমন রীতিতে এমন সব বিচার সাগর মন্থন করি, সর্বক্ষণই যেন এমনই বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে মনে। আর যে এই জ্ঞানকে ধারণ করে না তার কথা আলাদা, তার তো কোনও ধারণাই হবে না। ধারণার জন্য সেবাকার্যে ব্রতী হওয়া অবশ্যই দরকার। সেবার পরিধিও এখন অনেক বিস্তৃত হচ্ছে দিন-প্রতিদিন। তেমনি সেবার মহিমাও তেমনই বাড়ছে। তেমনি তোমাদের প্রদর্শনীগুলিতেও আরও অনেক বেশী লোকের সমাগম হতে থাকবে। কত নতুন নতুন চিত্রাদিও বানাতে হবে এর জন্য। অনেক বড় বড় মণ্ডপও বানাতে হবে তখন। যদিও এসব বোঝাবার জন্য একটু শান্ত পরিবেশের দরকার। তোমাদের মুখ্য চিত্র হলো কল্প-বৃক্ষের ঝাড়। এছাড়া গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি চক্র এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের। রাধা-কৃষ্ণের চিত্রের দ্বারা সেভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারবে না, এনারা প্রকৃত কে? তোমরা বি.কে.-রা যদিও বা এখন তা সঠিক ভাবেই বুঝেছে যে, বাবা তোমাদের তেমন ভাবেই পবিত্র করে গড়ে তুলছেন। যদিও এতে সবাই তো আর একই রকমের সম্পূর্ণ হবে না। আত্মারা তো পবিত্র হবে। কিন্তু জ্ঞান সবাই একই রকমের ধারণ করতে পারবে না। যার ধারণা যত কম হয়, তা বোঝাও যায় সে কেমন কম পদ পেতে পারে।

বাম্বারা, তোমাদের বুদ্ধি এখন যথেষ্টই তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রত্যেক ক্লাসেই তো ক্রমিক অনুসারে ছাত্রেরা থাকে। কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, কেউ ভোঁতা বুদ্ধির - এতেও আবার ক্রমিক অনুসারে থাকে। কোনও ভাল লোকের ভাগ্যে যদি তাকে বোঝাবার জন্য কোনও থার্ড ক্লাসের বি.কে. পড়ে, তখন সে ভাববে এখানে তো তেমন কিছুই বোঝার নেই। এই কারণেই তো ভাল করে পুরুষার্থ করানো হয়, বিশিষ্ট লোকদের বোঝাবার জন্য। তেমন কাউকেই যেন না দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য।

সবাই তো আর একই রকমের পাস করে না। বাবারও তো একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে। কল্প-কল্প ধরে এই একই পার্ঠের রেজাল্টও বের করতে হয় ওনাকে। মুখ্যতঃ সর্বাধিক নম্বরে পাস করে ৮-জন। তারপরে বেশী নম্বরে পাস করে ১০০-জন। এরপর পাস করে ১৬-হাজার। এছাড়া তারাও পাস করে যারা প্রজা পদের অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ ধনী ব্যাবসায়ী, কেউ বা গরীব, সব ধরনেরই থাকে। বি.কে.-দের পুরুষার্থের ধারণ দেখেই বোঝা যায়, কে কোন পদের উপযুক্ত পুরুষার্থ করছে। কে কোন পদের উপযুক্ত হতে পারবে। টিচার তো তা বুঝতে পারবেই। অবশ্য টিচারদের মধ্যেও আবার ক্রমিক অনুসারে আছে। কোনও ভাল টিচার পড়বার সময় ছাত্ররা সবাই খুব খুশী হয়ে বলে ইনি খুব ভাল পড়ান, কত স্নেহ-মমতাও করেন। এমন টিচারেরাই ছোট সেন্টারকে বড় সেন্টারে রূপান্তরিত করতে পারে। অতএব কত বুদ্ধি সহকারে কাজ হাসিল করতে হয়। জ্ঞান-মার্গে চলতে গেলে খুব মিষ্ট স্বভাবের হতে হয়। কিন্তু মিষ্ট হতে পারবে তখনই, যখন মিষ্টি এই বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হতে পারবে, তখনই সম্পূর্ণ ধারণা হবে। কিন্তু আশ্চর্যের, এমন মিষ্ট বাবার সাথেও অনেকেই যোগযুক্ত হয় না। তারা এটাই বোঝে না যে, গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেও বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হতে হবে অবশ্যই। মায়ার তুফান তো আসবেই। কোনও কোনও পুরোনো মিত্র-সম্বন্ধীকেও মনে পড়বে। কারও আবার অন্য কিছুও স্মরণে আসতে থাকবে। কিন্তু এইসব মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিকে স্মরণ করা মানেই আত্মাকে কালিমালিপ্ত করা। ময়লা হলে যে আবার ভয় পেয়েও যাবে। কিন্তু এতে ভয়ের কিছু নেই। মায়া তো এমনই করাবে। আত্মাতেই ময়লা জমবে। যেমন দোলের সময় কত ময়লা পড়ে। কিন্তু লাগাতার বাবার স্মরণে যোগযুক্ত থাকলে আত্মাতে ময়লা আর জমতেই পারবে না। বাবাকে ভুলে গেলেই সর্বপ্রথম দেহ-অভিমানের ময়লা জমে। তারপর একে একে লোভ, মোহ,.... ইত্যাদি সবই আসতে থাকবে। অতএব নিজের স্বার্থে পরিশ্রম তো করতেই হবে। এই ভাবেই পুণ্যার্জনও করতে হবে, এবং নিজের মতন করে অপরকেও তেমনি বানাবার চেষ্টা করতে হবে।

সেন্টারেও খুব সুন্দর করে সেবার কার্যে মন লাগাতে হবে। এখানে এসে তো (বাবাকে) বলো - "ফিরে গিয়ে নানা ধরনের প্রবন্ধ করবে, সেন্টার খুলবে ....., কিন্তু যেই এখান থেকে গেলে, অমনি সবকিছুই ভুলে গেলে। এখানে আগে ভাঙীতে থাকতে হয়, যতদিন না অন্যকে বোঝাবার উপযুক্ত হয়ে উঠছো। শিববাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়া অর্থাৎ মিষ্ট থেকেও অতি মিষ্ট যোগের অনুভূতি। তারপরেই নিজে বুঝতে পারবে কি ধরনের সেবার উপযুক্ত হয়েছে তোমি। স্থূল সেবার পুরস্কার তো অবশ্যই পাবে। অনেকেই এমন কষ্টকর পরিশ্রমের সেবা করে। কিন্তু তাতেও তো বিষয়বস্তু থাকবে। ঐ পার্ঠেতে যেমন জাগতিক পড়াশোনার নানা বিষয় আছে তেমনই এই ঐশ্বরীয় পার্ঠেতেও নানা বিষয় আছে। যার প্রথম বিষয়টি হলো স্মরণের যোগ, তারপর জ্ঞানের পড়াশোনা। এছাড়া যা কিছু তা সবই গুপ্ত। তাই এই ড্রামাকে বুঝতে হয় আগে। লোকেরা তো এটাই জানে না যে, প্রতিটা যুগের আয়ু ১২৫০ বছর। কত বছর চলে সত্যযুগ? আত্মা তখন সেখানে কোন ধর্মের অবস্থান থাকে? সবচাইতে বেশী বার জন্ম কাদের হয়? বৌদ্ধ, ইসলামি, ইত্যাদিরা কেন এত বেশী জন্ম পায় না? এসব কিন্তু কারও বুদ্ধিতেই নেই। শাস্ত্রকারদের জিজ্ঞেস করা উচিত, কার উদ্দেশে তোমরা বলো 'ভগবানউবাচ'? সর্ব শাস্ত্রের মাতা শিরোমনি তো গীতা। শুরুতে ভারতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। কি শাস্ত্র ছিল তাদের? প্রকৃত গীতার বাণী কে প্রথম শুনিয়েছিলেন? কৃষ্ণ ভগবানউবাচ তো কোনও প্রকারেই হতে পারে না। স্থাপনা আর বিনাশ - তা তো একমাত্র ভগবানের কর্ম-কর্তব্য। সুতরাং কৃষ্ণকে তো আর ভগবান বলা যায় না। এছাড়া এই দুনিয়ায় কৃষ্ণের অবস্থান ঘটে কখন? সেই কৃষ্ণ এখন কি রূপেই বা আছে? অতএব শিববাবার বিপরীতে কৃষ্ণের মহিমা অবশ্যই লিখতে হবে। এই শিবই হলেন প্রকৃত গীতার প্রকৃত ভগবান। ওনার থেকেই তো কৃষ্ণ নিজের পদ পান। তাই তো শ্রীকৃষ্ণেরও ৮৪-জন্ম দেখানো হয়। এরপরেই ব্রহ্মাকে যিনি দণ্ডক নিচ্ছেন তার চিত্রও দেখাতে হবে। বুদ্ধিতে ৮৪-জন্মের মালা যেন ভালভাবে ঢোকে। অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণেরই ৮৪-জন্মকে বিস্তারে বোঝাতে হবে।

রাতে বিচার সাগর মন্থন করে আরও বিস্তারিত ভাবধারায় তা ভাবতে হবে। জীবনমুক্তি তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। এ বিষয়ে আর কি বা লেখার প্রয়োজন? জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছানো। তা সম্ভব হয় তখনই যখন বাবা অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা স্বয়ং তার সন্তানদের কাছে আসেন। তারা বাবার আপন হতে পারলে তবেই সে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারে। সত্যযুগ পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। আর বর্তমানের এই কলিযুগী দুনিয়া হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সেই দুনিয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে মায়া রাবণের রাজত্ব চলে না। যদিও এইসব জ্ঞান আত্মা তে আর থাকে না তখন। কিন্তু এটুকু অবশ্যই স্মরণে থাকে - আমি আত্মা, এখন আমার এই শরীরে বার্কক্য এসেছে, এই জরাজীর্ণ শরীর এবার ত্যাগ করতে হবে - এসব জ্ঞান স্মরণে অবশ্যই থাকে। কিন্তু এখানে তো এখন আত্মার বিষয়েই কোনও সম্যক জ্ঞান নেই কারও। তাই তো অতি অবশ্যই বাবার থেকে জীবনমুক্তির বর্সা নিতেই হবে। অতএব বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে - তাই না? সেই কারণেই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন- 'মনমনাভব'! প্রকৃত অর্থে গীতাতে কে বলেছেন-

'মনমনাভব', আমাকে আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো - এমন কথা আর কে বা বলতে পারেন? কৃষ্ণকে তো আর পতিত-পাবন বলা যাবে না। এমন কি ৮৪-জন্মের রহস্যও যে কেউ জানে না। এসবই লোকেদেরকে বোঝাতে হবে সঠিক রীতিতে। অতএব, আগে নিজেরা তা ভালভাবে বুঝে নিয়ে নিজের ও জগতের লোকদের কল্যাণ করলে তোমাদেরই মান-সন্মান বাড়বে। সাহসে ভর করে এখানে ওখানে যেতে থাকো। তোমরা হলে গুপ্ত সেবাধারী। প্রয়োজনে বি.কে.-পোশাক পাল্টেও সেবা করো। আর হ্যাঁ, চিত্র যেন সর্বদাই কাছে থাকে। \*আচ্ছা!\*

মিষ্টি-মিষ্টি হারা নিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

**\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\***

\*১) মিষ্টি বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হয়ে অতি মিষ্ট স্বভাবের ও দেহী-অভিমानी হতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে প্রথমে নিজে তা ধারণ করে তারপর অন্যকেও তা বোঝাতে হবে।\*

\*২) নিজের স্থিতিকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্ভয় হতে হবে। মানুষকে দেবতা বানাবার সেবায় আগ্রহ থাকতে হবে।\*

**\*বরদান:-\*** স্বরাজ্যের সন্ধ্যা দ্বারা বিশ্বরাজ্যের সন্ধ্যা প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান হও\*  
বিস্তার :- বর্তমান সময়ে যে স্বরাজ্যের সন্ধ্যাধারী অর্থাৎ কর্মন্দ্রিয়জিৎ, সে বিশ্বের রাজ্য সন্ধ্যা পেয়ে থাকে। স্বরাজ্য অধিকারী-ই বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হয়। অতএব, আত্মার মন-বুদ্ধি-সংস্কারের শক্তিগুলিকে চেক করো-আত্মা কি প্রকৃতই এই তিনের মালিক হয়ে আছে? মন তোমাকে চালাচ্ছে নাকি তুমি মনকে চালাচ্ছো? এমন তো হচ্ছে না যে কখনও কখনও সংস্কার তার দিকে টেনে নিচ্ছে? স্বরাজ্য অধিকারীর স্থিতিতে সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়া অর্থাৎ যার মধ্যে কোনও প্রকারের শক্তির ঘাটতি থাকে না।

**\*স্লোগান:-\*** সর্ব খাজানার চাবী - "মেরা বাবা" সাথে থাকলে আর কোনও আকর্ষণই আকৃষ্ট করতে পারে না।\*

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান হল মাখন আর ভক্তি হল ঘোল। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান রূপী মাখন দান করে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তাই কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়”

প্রশ্ন:- নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়ার লক্ষণ কি কি? নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে কি কি প্রাপ্ত হয়?

উত্তর:- ১) নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা জ্যোতিতে সমর্পিত সত্যিকারের পতঙ্গ হবে, ওরা কেবল আশেপাশে ঘুরবে না। যারা জ্যোতিতে সমর্পিত হয়ে যায়, তারাই রাজত্ব পাবে। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে তারা প্রজা হয়ে যায়। ২) নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারাই প্রতিজ্ঞা করে যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমি আমার ধর্মকে ত্যাগ করব না। ওরা সত্যিকারের প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে দেহ এবং দেহের সকল ধর্মকে ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করে।

গীত:- ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন...

ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো

ওম্ শান্তি। ভগবান উবাচ। নিরাকার পরমপিতাকেই ভগবান বলা হয়। ভগবানুবাচ কে বলেন? নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বলেন। নিরাকার বাবা উপবিষ্ট হয়ে নিরাকার আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। নিরাকার আত্মারা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শোনে। আত্মাকে মেল কিংবা ফিমেল বলা যাবে না, আত্মাকে আত্মা-ই বলা হয়। স্বয়ং আত্মা-ই এই শরীরের দ্বারা বলছে যে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। সকল মানুষ-ই একে অন্যের ভাই। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা-র সন্তান হিসাবে সবাই আপসে ভাই-ভাই। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে আমরা সবাই ভাই-বোন। এটাই সর্বদা সবাইকে বোঝাতে থাকে। ভগবান হলেন রক্ষক। তিনি ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দেন। বাবা বোঝাচ্ছেন, কেবল আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। সকলকে শিক্ষক রূপে প্রীমৎ দিই এবং সকলের সদগুরুও আমি। তাঁর কোনো বাবা, টিচার, কিংবা সদগুরু নেই। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ তো কেবল এই বাবা-ই শেখান, কৃষ্ণ শেখায় না। কৃষ্ণকে বাবা বলা হয় না। তাকে দিব্যগুণধারী স্বর্গের রাজকুমার বলা হয়। পতিত-পাবন সদগতিদাতা তো একজনকেই বলা হয়। এখন তো সকলেই দুঃখী, ভ্রষ্টাচারী এবং পাপী আত্মা। এই ভারতই সত্যযুগে দিব্য এবং শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। তারপর এটাই ভ্রষ্টাচারী আসুরিক রাজ্য হয়ে যায়। তখন সবাই বলে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে রামরাজ্য স্থাপন কর। সুতরাং এখন এটা হল রাবণরাজ্য। যদিও রাবণকে পোড়ানো হয়, কিন্তু কোনো বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত রাবণকে জানে না। সত্য থেকে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত রামরাজ্য আর দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত রাবণরাজ্য। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন এবং ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ বি.কে.দের রাত। এখন রাত শেষ হয়ে দিন আসছে। বিনাশ কালে বিপরীত (প্রীতিহীন) বুদ্ধির গায়ন রয়েছে। তিন রকমের সৈন্য রয়েছে। পরমপিতাকে মোস্ট বিলাভেড গড ফাদার, ওশান অফ নলেজ ইত্যাদি বলা হয়। তাহলে তিনি অবশ্যই নলেজ দেবেন। তিনি হলেন সৃষ্টির চৈতন্য বীজ। সুপ্রিম সোল অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান। তবে তিনি সর্বব্যাপী নন। সর্বব্যাপী বললে তো তাঁর নিন্দা করা হয়। বাবা বলছেন, গ্লানি করতে করতে ধর্মগ্লানি হয়ে গেছে এবং ভারত কাঙাল, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এইরকম সময়েই আমাকে আসতে হয়। এই ভারতই হল আমার বার্থ প্লেস (জন্মভূমি)। সোমনাথের মন্দির, শিবের মন্দির সব এখানেই রয়েছে। আমি আমার

জন্মভূমিটাকেই স্বর্গ বানাই। তারপর রাবণ নরক বানায়। অর্থাৎ রাবণের মত অনুসারে চলে নরকবাসী, আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে। তারপর আমি তাদেরকে পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠাচারী দৈব সম্প্রদায় বানাই। এটা হল বিষয় সাগর, ওটা হল ক্ষীর সাগর। ওখানে সর্বদা ঘিয়ের নদী বইত। সত্য এবং ত্রেতাযুগে ভারত সর্বদা সুখী এবং সলভেন্ট (সম্পত্তিবান) ছিল, হীরে-মানিকের মহল ছিল। এখন তো ভারত ১০০ শতাংশ ইনসালভেন্ট (দেউলিয়া) হয়ে গেছে। আমি এসেই ১০০ শতাংশ সলভেন্ট এবং শ্রেষ্ঠাচারী বানাই। এখন তো এতটাই ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে যে নিজের দিব্য-ধর্মটাকেই ভুলে গেছে। এখন বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে ভক্তিমার্গ হল ঘোল আর জ্ঞানমার্গ হল মাখন। কৃষ্ণের মুখেই মাখন দেখানো হয়। অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই বিশ্বের রাজা ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা এসে অসীম উত্তরাধিকার দেন অর্থাৎ বিশ্বের মালিক বানান। কিন্তু নিজে মালিক হন না। যদি মালিক হই, তাহলে তো মায়ার কাছে পরাজিত হতেই হবে। মায়ার কাছে তোমরাই পরাজিত হও এবং তোমরাই আবার বিজয় লাভ করো। এই দুনিয়া ৫ বিকারের মধ্যে ফেঁসে আছে। আমি এখন তোমাদেরকে মন্দিরে থাকার যোগ্য বানাচ্ছি। সত্যযুগ হল অনেক বড় মন্দির। ওটাকে শিবালয় বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবার দ্বারা স্থাপিত স্থান। কলিযুগকে বেশ্যালয় বলা হয়, এখানে সবাই বিকারী। বাবা এখন বলছেন, দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের মতো বাচ্চাদের এখন বাবার সাথে প্রীতি রয়েছে। তোমরা আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না। বিনাশকালে তোমারা প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মাকেই শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হয়। ১০৮ এর মালাও জপ করা হয়। উপরে রয়েছেন শিববাবা। তারপর মাতা-পিতা অর্থাৎ ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর আরো অনেক সন্তান যারা ভারতকে পবিত্র বানায়। রুদ্রাঙ্ক মালার গায়ন রয়েছে। রুদ্র যজ্ঞও বলা হয়। এটা অনেক বড় রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী যজ্ঞ। অনেক বছর ধরে চলছে। যত ধর্ম ইত্যাদি রয়েছে সব এই যজ্ঞে বিনাশ হয়ে যাবে। তবেই এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। এটা হল অবিনাশী বাবার অবিনাশী যজ্ঞ। এতে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অনেকে জিজ্ঞেস করে যে বিনাশ কবে হবে। আরে, যে স্থাপন করে তাকে তো আবার পালনও করতে হয়। এটা হল শিববাবার রথ। শিববাবা এই রথের সারথি। এছাড়া আর কোনো ঘোড়া গাড়ির ব্যাপার নেই। ওরা তো বসে বসে ভক্তিমার্গের বিভিন্ন জিনিস বানিয়েছে। বাবা বলেন, আমি এই প্রকৃতিকে আধার (পাত্র) করি। বাবা বোঝাচ্ছেন, প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল, পরে কলিযুগের অন্তিমে একেবারে ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তারপর বাবা এসে মাখন দান করেন। কিন্তু রাবণরাজ্যে আবার ঘোল শুরু হয়ে যায়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। নূতন বাচ্চারা তো এইসব বিষয় বুঝবে না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাবা বলছেন, এই ভক্তিমার্গের দ্বারা কেউই আমাকে পায় না। আমি যখন আসি, তখনই আমি ভক্তদের ভক্তির ফল দিই। আমি লিফেটর (মুক্তিদাতা) হয়ে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাই। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী। বাবা হলেন জ্যোতি। কোনো কোনো পতঙ্গ তাতে সম্পূর্ণ অর্পিত হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে চলে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। যেসব বাচ্চারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই বুঝতে পারে যে আমরা বরাবর বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার পাই। যারা কেবল ঘোরাঘুরি করে চলে যায়, তারা তো ক্রমানুসারে প্রজা হবে। যারা অর্পিত হয়ে যায়, তারাই ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার পায়। পুরুষার্থের দ্বারা-ই প্রাপ্তি হয়। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। এরপর এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে এবং তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে কোনো গুরু-গোসাই থাকবে না। এখন সবাই সেই বাবাকে স্মরণ করে। কারণ তিনি হলেন ওসিয়ান অফ নলেজ। তিনি সকলের সদগতি করেন।

তারপর হাহাকার বন্ধ হয়ে জয়জয়কার হয়ে যাবে। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তাই তোমরা এখন ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরা এখন রচনা এবং রচয়িতার সমস্ত জ্ঞান শুনছ। এইগুলো কোনো সংশয়পূর্ণ কথা নয়। গীতা আসলে ভগবানের গাওয়া। কিন্তু এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে খন্ডন করে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সকলের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। বন্দে মাতরম গান করা হয়। বন্দনা তো কেবল পবিত্র আত্মার করা হয়। কন্যা পবিত্র হওয়ায় সবাই তার বন্দনা করে। কিন্তু শশুর ঘরে গিয়ে যখন বিকারী হয়ে যায় তখন সে সকলের কাছে মাথা ঠেকায়। সবকিছু পবিত্রতার ওপরেই নির্ভরশীল। ভারতে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এখন অপবিত্র গৃহস্থ ধর্ম রয়েছে। কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে এইরকম হয় না। বাবা বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। ঘর-গৃহস্থ থেকেও বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে পারো। বাড়ি ঘর ত্যাগ করার কোনো ব্যাপার নেই। সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তিমার্গ একেবারে আলাদা। এখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা, আমি পবিত্র হয়ে অবশ্যই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। এরপর চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধর্ম ত্যাগ করা যাবে না। ৫ বিকারকে দান করলেই মায়ার গ্রহণ কেটে যাবে এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। সত্যযুগে তো সবাই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী...। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে পুনরায় সেইরকম হতে হবে। ভগবান হলেন গরিব নওয়াজ (দীননাথ)। ধনী ব্যক্তি এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। কারণ ওরা মনে করে যে আমার তো অনেক সম্পত্তি রয়েছে, আমি তো স্বর্গেই রয়েছি। তাই যারা অবলা, অবোধ তারাই এই জ্ঞানটা নেয়। ভারত এখন গরিব। এদের মধ্যেও যারা গরিব এবং সাধারণ, তাদেরকেই বাবা আপন সন্তান বানান। ওদের ভাগেই রয়েছে। সুদামার উদাহরণ কথিত আছে। ধনী ব্যক্তিদের তো বোঝার মতো সময়ই নেই। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) কাছে কন্যারা গিয়ে বলত যে বেহদের বাবাকে জানলে আপনি হিরেতুল্য হয়ে যাবেন, আপনি ৭ দিনের কোর্স করুন। তিনি বলতেন, এটা তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু রিটায়ার হওয়ার পরে করব। আর রিটায়ার হওয়ার পরে বলতেন, আমার শরীর খারাপ। বড় বড় ব্যক্তিদের সময়ই থাকে না। আগে ৭ দিনের কোর্স করলে তবেই নারায়ণী নেশা আসবে। এমনি এমনি তো হবে না। ৭ দিনের পরেই বোঝা যায় যে এই ব্যক্তি যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হয়, তাহলে পুরুষার্থ করে পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। যতক্ষণ না এই ভাঙিতে পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগছে, ততক্ষণ বাইরে গেলেই রঙটা একেবারে মিলিয়ে যায়। তাই পাকাপাকি ভাবে রঙ লাগতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শিবশক্তি হয়ে বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে। পবিত্রতার ভিত্তিতে কড়িতুল্য মানুষদেরকে হিরেতুল্য বানাতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে বিকারকে দান করে নির্বিকারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। জ্যোতির ওপরে অর্পিত পতঙ্গ হতে হবে।

বরদান :- সর্বদা নিজেকে সারথি এবং সাক্ষী মনে করে দেহভান থেকে মুক্ত, যোগযুক্ত হও

যোগযুক্ত থাকার সবথেকে সহজ পদ্ধতি হল নিজেকে সাক্ষী এবং সারথি মনে করা। আমি আত্মা হলাম সারথি যে এই রথকে চালায়। এই স্মৃতি স্বাভাবিক ভাবেই এই রথ বা দেহ থেকে কিংবা যেকোনো প্রকারের দেহভান থেকে পৃথক অর্থাৎ সাক্ষী বানিয়ে দেয়। দেহভান না থাকলে সহজেই যোগযুক্ত হয়ে যায় এবং তখন সকল কর্মই যুক্তিযুক্ত হয়। নিজেকে সারথি মনে করলে সকল কর্মেন্দ্রিয় নিজের অধীনে থাকে। সে কখনোই কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না।

স্লোগান:- বিজয়ী আত্মা হওয়ার জন্য অ্যাটেনশন এবং অভ্যাসকে নিজ সংস্কার বানিয়ে নাও।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য :-

“কেবল ‘ওম্’ শব্দ উচ্চারণ করে কোনো লাভ নেই”

ওম্ শব্দকে বারবার উচ্চারণ করাকে ওম্ জপ করা বলা হয়। কিন্তু ওম্ জপ করার অর্থ এটা নয় যে কেবল ওম্ শব্দ উচ্চারণ করো। কেবল ওম্ শব্দ উচ্চারণ করলে জীবনে কোনো লাভ হয় না। ওম্ শব্দের অর্থ স্বরূপে স্থির হলে, ওম্ শব্দের অর্থকে জানলেই মানুষ শান্তি প্রাপ্ত করে। মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমি শান্তি পাই। শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক সম্মেলনও করে। কিন্তু তার রেজাল্ট এমন হয় যেটা আরো দুঃখ এবং অশান্তির কারন হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ এটাই যে মনুষ্যাত্মা যতক্ষণ না ৫ বিকারকে নষ্ট করছে, ততক্ষণ দুনিয়ায় কখনোই শান্তি স্থাপন হবে না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আগে নিজের ৫ বিকারকে বশীভূত করতে হবে এবং পরমাত্মার সাথে নিজের অর্থাৎ আত্মার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তাহলেই শান্তি স্থাপন হবে। তাই মানুষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুক যে আমি কি আমার পাঁচ বিকারকে নষ্ট করেছি? ওদের ওপরে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছি? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি আমার ৫ বিকারকে কিভাবে বশ করব, তখন তাদেরকে বলা হয় যে প্রথমে জ্ঞান এবং যোগের ধূপ জ্বালাও। সেই সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হল - আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করে, আমার শক্তি নিয়ে আমাকে অর্থাৎ সর্বশক্তিমান প্রভুকে স্মরণ করলে বিকারগুলো ক্রমশ পালিয়ে যাবে। পরমাত্মা এসে আমাদেরকে যতটা শেখাচ্ছেন, ততটা সাধনা করতে হবে। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের নতুন বৃক্ষ । একে বড়ও করতে হবে আবার সুরক্ষিতও রাখতে হবে কারণ নতুন গাছকে পাখীরা খেয়ে নেয়"

প্রশ্ন :- ব্রাহ্মণ বৃক্ষের থেকে বেরোনো পাতা কেন সতেজ থাকে না, ঢলে পড়ে ? এর কারণ আর নিবারণ কি?

উত্তর :- বাবা জ্ঞানের যে ওয়ান্ডারফুল(আশ্চর্যজনক) রহস্য শোনায় তা না বুঝতে পারার কারণে সংশয় উৎপন্ন হয়, তাই নতুন-নতুন পাতা মুষড়ে পড়ে আর পড়া ছেড়ে দেয়। সেইজন্য এখানে যে আত্মারা বোঝায় তাদের অনেক হুশিয়ার হওয়া উচিত। যদি কোনো সংশয় ওঠে তখন বড়দের জিজ্ঞাসা করা উচিত। উত্তর না পেলে বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো।

গীত :- প্রীতম এসে মিলিত হও/দুঃখী এ প্রাণ ডাকছে তোমায় .....

ওম শান্তি। এই গীত তো বাচ্চারা অনেকবার শুনেছে, দুঃখেই ভগবানকে সবাই ডাকে। আর তিনি তো তোমাদের কাছেই বসে আছেন। তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত(লিবারেট)করে দেন। তোমরা জানো যে সর্বদাই যিনি দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যান, সেই সুখধামের মালিকই এ কথা বলেন। তিনি এসেছেন, তোমাদের সম্মুখে বসে রয়েছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এ কোনো মানুষের কাজ নয়। তোমরা বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য রাজযোগ শিখিয়েছেন। মানুষ, মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না। "মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না"..... এ কার মহিমা? বাবার। দেবতারা সর্বদা সত্যযুগেই থাকে। এই সময় দেবতারা থাকে না। তাহলে স্বর্গের স্থাপনা করেন যিনি, তিনিই মনুষ্য থেকে দেবতা বানাবেন। পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে শিবও বলা হয়, তাঁকে এখানে আসতে হয় পতিতদের পাবন(পবিত) বানাতে। এখন কথা হলো তিনি আসবেন কেমন করে? পতিত দুনিয়ায় তো কৃষ্ণের শরীর পাওয়া যেতে পারে না। মানুষ তো মুষড়ে পড়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে শুনছো। তোমরা এই দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী জানো। হিস্ট্রির সঙ্গে জিওগ্রাফীও অবশ্যই থাকে, আর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী হয় মনুষ্য সৃষ্টিতে। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরের, সৃষ্টিবতনের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী কখনো হবেনা। ওটা হলো সৃষ্টিবতন। ওখানে হলো মূর্তী(নির্বাক আকারী), টকী-তো(সবাক সাকারী) এখানে হয়। এখন বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সমগ্র দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী আর মূলবতনের সংবাদ, যাকে ত্রিলোক বলা হয়,সেইসবই শোনাতে থাকেন। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে। একে ঝাড় বা চারাগাছ বলে। অন্য যে সব মঠ, পন্থ(মার্গ) আছে তাদেরকে বৃক্ষ (ঝাড়) বলা হবে না। যদিও খ্রীস্টানরা জানে যে তাদের খ্রীস্টমাস-ট্রি আলাদা কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা এই বড় বৃক্ষ থেকেই বেরোয়। বোঝানো উচিত যে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কিভাবে হয়েছে। মাতা-পিতা, তারপরে বালক.....তাও আবার সব একসাথে তো বেরোবে না। দুই থেকে চার, পাঁচ পাতা হয়, আবার কোনো পাতাকে পাখীতে খেয়েও নেয়। এখানেও পাখী(মায়া) খেয়ে নেয়। এ হলো অতি ক্ষুদ্র ঝাড় বা চারা। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন পূর্বেও পেয়েছে। তোমাদের বাচ্চাদের এখন কত নলেজ(জ্ঞান) রয়েছে। তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী, তিনটি কালকেই জানো, তোমরা ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোক-কেই জানো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। মনুষ্য

আবার কৃষ্ণ-কে ত্রিলোকীনাথ বলে। যারাই সার্ভিস(সেবা) তাদেরই প্রজা তৈরী হবে। নিজের উত্তরসুরিও(বংশধর) বানাতে হবে, প্রজাও বানাতে হবে। তাহলে বুদ্ধিতে একথা অবশ্যই থাকা উচিত যে - আমরাই ত্রিলোকীনাথ। এ বড়ই ওয়ান্ডারফুল বিষয়। বাচ্চারা সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী বোঝাতে পারে না তাই কম্পট্রাকশানের(রচনা) বদলে ডেস্ট্রাকশান(ধ্বংস) করে দেয়। নির্গত(বেরোনো) পত্রদেরও নিস্টেজ(নষ্ট) করে দেয়। তাই পড়া ছেড়ে দেয়। তখন আমরা বলি কল্প-পূর্বেও এমনই হয়েছিল, দেখো, যা বিগত তা বিগত-ই থাক। এখন তোমরা বাচ্চারা সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছো, হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে জানো। তাছাড়া মানুষ তো অনেক কথা বানিয়ে বলে, তাই না, কি কি সব লেখে, কেমন নাটক তৈরি করে!

ভারতে অনেককেই অবতার মানা হয়। ভারত নিজেই নিজের তরী ডুবিয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা, বিশেষ করে ভারতকে আর সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়াকেই মুক্ত করো। এই দুনিয়ার চক্র ঘুরতেই থাকে, আমরা উপরে যাবো তো নরক নীচে যাবো। যেমন সূর্য অস্ত গেলে বলা হয় সমুদ্রে ডুবে গেছে। কিন্তু খোড়াই নীচে চলে যায়। মনে করে দ্বারকা ইত্যাদি ডুবে গেছে। মানুষের বুদ্ধিও কেমন আশ্চর্যের( ওয়ান্ডারফুল), তাই না। এখন তোমরা কতই না উঁচু(উচ্চপদ) হয়ে যাও। কত খুশি হওয়া উচিত। দুঃখের সময় তোমরা লটারী পাচ্ছে। দেবতাদের তো পাওয়া হয়ে গেছে। এখানে তোমরা দুঃখ থেকে অসীম সুখ পাও। কত খুশি হয়ে যাও যে ভবিষ্যত ২১ জন্মের জন্য আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাই।

মানুষ তো বলে যে গীতার জ্ঞান শোনা অর্থাৎ এও তো এক সত্যসঙ্গ। সাঁই বাবা ইত্যাদি কত সত্যসঙ্গ আছে। ওটা হলো অনেক বড় বাজার আর এ হলো ব্রহ্মকুমারী-দের একটাই দোকান। জগদম্বা হলেন ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা হিসাবেই বিখ্যাত। তোমরা জানো যে মাতা-পিতার কাছ থেকেই আমরা অনেক সুখ পেয়েছিলাম। এখন আবার আমরা সেই মাতা-পিতাকেই পেয়েছি। অতি সুখে বিভোর করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, এই মাতা-পিতাকে জন্ম কে দিয়েছেন? শিববাবা। আমরা রত্ন(জ্ঞান).শিববাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তোমরা হলে পৌত্র-পৌত্রী। আমরা এখন সেই বেহদের বাবার থেকে, ব্রহ্মা-সরস্বতীর(মাতা-পিতা) দ্বারা অতি সুখ লাভ করছি। দাতা হলেন তিনি। কত সহজ কথা। আবার এও বোঝাতে হবে যে আমরাই এই ভারতকে স্বর্গে পরিনত করছি। সেখানে আবার অতি সুখ লাভ করব। আমরা হলাম ভারতের সেবক। আমরা তো, মন, ধন দ্বারা সেবা করি। গান্ধীজী-কেও সাহায্য করত, তাই না। তোমরা বোঝাতে পারো যে যাদব, কৌরব, পান্ডব-রা কি করত ? পান্ডবদের তরফে হলো পরমপিতা পরমাত্মা। পান্ডব হলো বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি, কৌরব আর যাদব হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। যারা পরমপিতা পরমাত্মাকে মানে না। তিনি কাঁকড়-পাথরেও রয়েছে বলে দেয়। তোমাদের তো তিনি ছাড়া আর কারোর সাথে প্রীত(প্রেম) হয় না। তাই সর্বদা হাসি-খুশি থাকা উচিত। পায়ের নখ থেকে মস্তকের শিখা(টিকি) পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বঙ্গে খুশি থাকা উচিত। বাচ্চারা তো অনেক রয়েছে, তাই না। তোমরা মাতা-পিতার দ্বারা শোনো, তাই তোমাদের খুশি হয়। সমগ্র সৃষ্টিতে আমাদের মতো সৌভাগ্যশালী আর কেউ হতে পারে না! আমাদের মধ্যেও কেউ পদ্মাপদম ভাগ্যশালী, কেউ সৌভাগ্যশালী, কেউ ভাগ্যশালী আবার কেউ দুর্ভাগ্যশালীও রয়েছে। যারা আশ্চর্যজনকভাবে ভাগিনী হয়ে যায়, তাদের বলা হয় মহান দুর্ভাগ্যশালী। কোনো না কোনো কারণে বাবাকে ছেড়ে দেয়। বাবা তো অতি মিষ্ট। বাবা বুঝতে পারেন যে, তিনি যদি উচিত শিক্ষা দেন তবে তারা তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে না তো। তিনি বোঝান

যে তোমরা বিকারে গিয়ে কুলের(বংশ) নাম বদনাম করো। যদি নাম বদনাম করাও তাহলে অনেক সাজা পেতে হবে। তাদের বলা হবে যে সন্ধ্যুর নিন্দাকারী..... তারা আবার মনে করে যে একথা বৃষ্টি নিজের লৌকিক গুরুর বিষয়ে বলা হয়েছে। অবলাদের পুরুষেরাও ভয় দেখায়। এইসময়েই অমরনাথ বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি তো টিচার, সার্ভেন্ট, তাই না ! টিচারের পা ধুয়ে জল পান করে কী? বাচ্চারা, যারা মালিক হতে চলেছে, আমি কি তাদেরকে দিয়ে পা ধোওয়াবো? না। গায়নও করা হয় নিরাকার, নিরহংকারী। ইনিও(ব্রহ্মা) ওঁনার সঙ্গ-তে নিরহংকারী হয়ে গেছেন।

অবলাদের উপর অত্যাচারের কথাও বলা হয়েছে। কল্প-পূর্বেও অত্যাচার হয়েছিল। রক্তের নদী বয়ে যাবে, পাপের কলস পূর্ণ হবে। এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা বেহদের বাদশাহী(রাজত্ব) নাও। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কাছ থেকে অটল- অখন্ড বাদশাহী নিই। আমরা তো সূর্যবংশীয় হবো। হ্যাঁ, এতে অনেক হিম্মতও চাই। নিজের মুখ দেখতে থাকো - আমাদের মধ্যে কোনো বিকার নেই তো। কোনো কথা না বুঝলে বড়দের জিজ্ঞাসা করো, নিজে সংশয় মুক্ত হও। যদি ব্রাহ্মণী(নিমিত্ত) সংশয় মুক্ত করতে না পারে তবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। এখনও বাচ্চারা তোমাদের অনেক কিছু কথা বোঝার আছে। যতদিন বেঁচে থাকবে বাবা ততদিন বোঝাতেই থাকবে। বলা, এখনও তো আমরা পড়া করছি, আমরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করব, অথবা বলা, এই কথা বাবা এখনো বোঝায় নি। পরে বোঝাবে, তখন জিজ্ঞাসা করো। অনেক পয়েন্টস্ (সূত্র) বেরোতে থাকে। কেউ বলবে লড়াই-এর কি হবে? বাবা ত্রিকালদর্শী, তাই তিনি বোঝাতে পারেন, কিন্তু এখনো তো বাবা বলেননি। আর্জি(আবেদন) আমাদের, মর্জি(ইচ্ছা) ওঁনার। নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া উচিত।

বাগানে(গার্ডেন) বাবা বাচ্চাদের প্রশ্ন করেন যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তাই অবশ্যই তিনি জ্ঞান-ডাম্প করে থাকেন। আচ্ছা, যখন ভক্তিমার্গে শিববাবা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করার পার্ট (অভিনয়) করেন, তখন সেইসময় ওঁনার এই সঙ্কল্প হয় যে আমাকে সঙ্গমযুগে ভারতে গিয়ে বাচ্চাদের-কে এই রাজযোগ শেখাতে হবে? স্বর্গের মালিক বানাতে হবে? এই সংকল্প হবে বা যখন আসার সময় হবে তখন সঙ্কল্প আসবে?

বাবা মনে করেন যে সম্ভবতঃ এই সঙ্কল্প আসবে না। যদিও তাঁর মধ্যে জ্ঞান মার্জ(লীন)থাকেই, তাই না। গায়নও করা হয় যে, ভগবানের নতুন সৃষ্টি রচনার সঙ্কল্প উঠেছিল, সে তো যখন সময় হবে তখনই সঙ্কল্প করবে। তিনিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। এ হলো অতি গূহ্য কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 13.1.69(১৩-০১-৬৯)

বাচ্চারা যখন এখানে এসে বসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো তো? পরে আবার বিশ্বের রাজত্বকে(বাদশাহী) স্মরণ করো তো? বেহদের পিতার নাম শিব। আবার ভাষা-ভেদে আলাদা-আলাদা নাম রেখে দেয়। যেমন বোম্বাই -তে বাবুলনাথ বলে কারণ তিনি কাঁটাদের ফুলে পরিনত করেন। সত্যযুগে হয় ফুল, আর এখানে সবাই কাঁটা। তাই বাবা রুহানী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা

করেন যে বেহদের পিতার স্মরণে কতটা সময় থাকে? ওঁনার নাম হলো শিব, কল্যাণকারী। তোমরা যতই স্মরণ করবে ততই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। সত্যযুগে কোনো পাপ হয় না। ওটা হলো পুণ্যস্রোতের দুনিয়া, এটা হলো পাপাস্রোতের দুনিয়া। পাপ করায় ৫ বিকার। সত্যযুগে রাবণ থাকে না। রাবণ হলো সমগ্র দুনিয়ার শত্রু। এই সময় সমগ্র দুনিয়াই রাবণের রাজ্য। সবাই দুঃখী, তমোপ্রধান তবেই তো বলে, বাচ্চারা, মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। এ হলো গীতার কথা। বাবা স্বয়ং বলেন, দেহ-সহিত সব সম্বন্ধ ছেড়ে মামেকম্ স্মরণ করো। প্রথমে-প্রথমে তোমরা সুখের সম্বন্ধে ছিলে, তারপর রাবণের বন্ধনে এসেছো। এখন আবার সুখের সম্বন্ধে আসতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো - এই শিক্ষা বাবা সঙ্গমযুগেই দেন। বাবা স্বয়ং বলেন, আমি পরমধাম নিবাসী, এই শরীরে প্রবেশ করেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। বাবা বলেন, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। এখন পবিত্র কি করে হবে? শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গেও শুধু আমাকেই পূজা করা হয়, একে অব্যভিচারী পূজা বলা হয়। আমি হলাম পতিত-পাবন। তাই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। এ হলো ৬৩ জন্মের পাপ। সন্ন্যাসীরা কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না, বাবাই শেখায়। বাস্তবে এই শাস্ত্র, ভক্তি ইত্যাদি প্রবৃত্তি-মার্গীদের জন্য। সন্ন্যাসীরা তো জঙ্গলে গিয়ে বসে আর ব্রহ্মকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন - সকলের সঙ্গতি দাতা হলাম আমি, তাই আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমরা এমন( লক্ষ্মী-নারায়ণ) হবে। এইম অবজেক্ট(লক্ষ্যবস্তু) সামনে রয়েছে। যতই পড়বে আর পড়াবে ততই দৈবী রাজধানীতে উচ্চ-পদ পাবে। এক পিতার হলেন অঙ্ক। রচনার দ্বারা রচনা আশীর্বাদ(বর্ষা) পেতে পারে না। তিনি হলেন বেহদের পিতা তাই বেহদের বর্ষা দেন। তোমরা স্বর্গে সঙ্গতিতে থাকবে। এছাড়া আর সব আত্মারা ঘরে(পরমধাম) ফিরে যাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি, গতি-সঙ্গতি শব্দগুলো হলো শান্তিধাম, সুখধামের। বাবার স্মরণ ছাড়া কেউ-ই ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। আত্মাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এখানে সকলে হলো নাস্তিক। বাবাকে জানে না। তোমরা এখন আস্তিক হও। গায়নও রয়েছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশ্বন্তী, এখন তো বিনাশকাল, তাই না। চক্রকে অবশ্যই ঘুরতে হবে। বিনাশকালে যাদের প্রীত বুদ্ধি হয়, তারাই বিজয়ন্তী হয়। বাবা কত সহজ করে শোনান। কিন্তু মায়া রাবণ ভুলিয়ে দেয়। এখন এই পুরোনো দুনিয়ার অন্তিম সময়। ওটা হলো অমরলোক, ওখানে কাল হয় না। বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়, এসো, সাথে করে আমাদের সকলকে নিয়ে চলো। তাহলে বাবা হলেন কাল, তাই না। সত্যযুগের ঝাড়(বৃক্ষ) কত ছোটো! এখন তো ঝাড় অনেক বড়।

ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর অক্যুপেশন(পেশা) কী? বিষ্ণুকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মার তো কোনো গহনা ইত্যাদি নেই। ওখানে তো না ব্রহ্মা আছে, না বিষ্ণু, না শঙ্কর আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে রয়েছে। সূক্ষ্মবতনের শুধু সাক্ষাৎকার হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, মূল আছে, তাই না! সূক্ষ্মবতনে হলো মূর্তী। এটা হলো বোঝার মতো বিষয়। এ হলো গীতা পাঠশালা, যেখানে তোমরা রাজযোগ শেখো। শিববাবা পড়ান তাই অবশ্যই শিববাবাই স্মরণে আসবে, তাই না। আচ্ছা!

রুহানী বাচ্চাদের-কে রুহানী বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ, শুভ রাত্রি। রুহানী বাচ্চাদের রুহানী পিতাকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১ ) দুঃখের সময় যে অপার সুখের লটারী পেয়েছো, এক বাবার সাথে যে সত্যিকারের প্রীত বা প্রেম হয়েছে, তা স্মরণ করে সদা খুশিতে থাকতে হবে।

২ ) বাপ-দাদার সমান নিরাকারী আর নিরহংকারী হতে হবে। হিম্মত রেখে বিকারের উপর জয় প্রাপ্ত করতে হবে। যোগবলের দ্বারা রাজস্ব (বাদশাহী) নিতে হবে।

বরদান :- সারথী হয়ে পৃথক(ন্যায়ারী) ও প্রিয়(প্যায়ারী) স্থিতির অনুভব করানো প্রথম স্থানাধিকারী(নাম্বার ওয়ান) সিদ্ধি স্বরূপ ভব

ব্যাখ্যা:- সারথী অর্থাৎ আত্ম-অভিমানী। এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মাবাবা প্রথম স্থানাধিকারী(নাম্বার ওয়ান) হিসাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন । যেমন বাবা দেহকে বশ করে প্রবেশ করেন দেহের অধীনে আসেন না, তাই তিনি উপরাম এবং প্রেমময় হন। ঠিক তেমন-ই তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও পিতা-সম সারথীর স্থিতিতে থাকো। চলতে-ফিরতে চেক্ করো যে আমি হলাম সারথী অর্থাৎ শরীরের পরিচালনকারী পৃথক ও প্রেমময় স্থিতিতে স্থিত ? এতেই নাম্বার ওয়ান সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বাবার আঙ্গুষ্ঠাকারী হয়ে থাকো তবেই গুপ্ত দুয়া(প্রার্থনা) সময় মতো সাহায্য করতে থাকবে।